চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 73 Sunday, 12 February, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ৭৩ সংখ্যা ✱ ২৮ মাঘ, ১৪২৯, রবিবার, ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

কলকাতায় পা রাখলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ ফের রাজ্যে এলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে.পি নাড্ডা। শনিবার সন্ধ্যায় কলকাতা বিমানবন্দরে নামেন তিনি। আর তারপরই কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে দলের রাজ্য শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসেন নাড্ডা। মূলত, পূর্ব বর্ধমান ও পূর্ব মেদিনীপুরে সভা করার আগে সেখানে দলের শক্তি বুঝে নিতে এবং সমগ্র রাজ্যে দলের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতেই নাড্ডার এই বৈঠকে বলে সূত্রের খবর। জানা গিয়েছে, এদিন সন্ধ্যায় কলকাতা বিমানবন্দরে নামেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে.পি নাড্ডা। মূলত, লোকসভা ও পঞ্চায়েত ভোটকে পাখির চোখ করে পূর্বস্থলী এবং কাঁথিতে সভা করতেই নাড্ডার এই ঝটিতি সফর। এদিন তাঁকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানাতে আসেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সহ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। তারপর বিমানবন্দর থেকে সোজা একটি পাঁচতারা হোটেলে ওঠেন নাড্ডা। সেখানেই রাত ৮টা নাগাদ বৈঠকে বসেন তিনি। ওই বৈঠকে রাজ্য বিজেপি সভাপতি ছাড়াও দলের সাধারণ সম্পাদক ও রাজ্য বিজেপির পর্যবেক্ষকেরা উপস্থিত ছিলেন। ঠিক কী বিষয় নিয়ে এই বৈঠক তা দলের তরফে স্পষ্ট করা হয়নি। তবে রবিবার, পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী এবং পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে জনসভা করবেন নাড্ডা। তাই জনসভার আগে এই দুই কেন্দ্রে দলের পরিস্থিতি ঝালিয়ে নিতেই বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের এই বৈঠক বলে বিজেপি সূত্রে খবর। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার প্রথমে পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলীতে সভা করবেন জে.পি নাড্ডা। পূর্বস্থলীর বিখ্যাত

কালীমন্দিরে পুজো দিয়েই ওই জেলায় প্রচারে নামবেন তিনি। পূর্বস্থলীর রাম নগরের আরএসএ ময়দানে দুপুর ৩টে নাগাদ সভা করবেন। জনসভা শেষে জেলার দলীয় নেতৃত্বদের সঙ্গে বৈঠক করবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তারপর সেখান থেকে সোজা পূর্ব মেদিনীপুরের শুভেন্দুর গড় কাঁথিতে যাবেন নাড্ডা। সেখানেও জনসভা করবেন তিনি। সেই সভায় ভূমিপুত্র শুভেন্দু অধিকারীও উপস্থিত থাকবেন কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়। এখনও পর্যন্ত তাঁর ত্রিপুরায় প্রচারে যাওয়ার কথা রয়েছে। রবিবার বিকালে কাঁথির সভা শেষেই হেলিকপ্টারে কলকাতা বিমানবন্দরে উড়ে আসবেন নাড্ডা এবং রাতের বিমানেই দিল্লি রওনা দেবেন তিনি। প্রসঙ্গত, আগামী লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের জমি শক্ত করতে মরিয়া বিজেপি। একদিকে যেমন সংগঠনের শক্তি মজবুত করতে বেশ কয়েকবার রাজ্যে এসেছেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত, তেমনই বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বরা রাজ্যে আসা শুরু করেছেন। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির প্রত্যেক কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে বাংলায় ১২টি করে জনসভা করার কর্মসূচি স্থির হয়েছে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে। সেই সূচি অনুসারেই এখন থেকে ময়দানে নামতে শুরু করেছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। এদিন প্রথমে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের রাজ্যে আসার কথা হয়েছিল। কিন্তু, সামনেই ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচন। যা নিয়ে ব্যস্ত তিনি। তাই শাহের বদলে নাড্ডার এই সফর। তবে যেখানে প্রথমদিকে কাঁথির উপর বিজেপির বিশেষ নজর ছিল না, সেই শিশির অধিকারীর কেন্দ্রেই নাড্ডার সভা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

চাটুকারিতা করে কেউ দলের প্রার্থী হবেন না অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ আবার পঞ্চায়েত অভোটকে সামনে রেখে দলের স্থানীয় নেতৃত্বকে বার্তা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আবারও জানিয়ে দিলেন, কোনও নেতার ঘনিষ্ঠতার সূত্রে ভোটের টিকিট মিলবে না, প্রার্থীর যোগ্যতা দেখা হবে তিনি কী ভাবে কাজ করছেন, তার মূল্যায়ণে। অভিষেকের কথায়, ‘‘তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ঠিক করবে দল। কোনও নেতার ছত্রছায়ায় থেকে, বোতল বয়ে, ব্যাগ বয়ে কিংবা চাটুকারিতা করে দলের প্রার্থী হবেন না কেউ। আমি দায়িত্ব নিয়ে এ কথা বলে যাচ্ছি।’’ গত বিধানসভা ভোটে শাসকদলের দাবি, উত্তরবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষও রাজ্য ভাগের ‘তত্ত্বে’ বিশ্বাস করছেন না। তাই উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারদের আবেগের কথা মাথায় রেখে, পঞ্চায়েত ভোটের আগে, রাজ্য ভাগের প্রশ্নে বিজেপিকে কোণঠাসা করতে চাইছে তৃণমূল। অভিষেককেও বলতে শোনা যায় যে, তিনি উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ, রাঢ়বঙ্গের ভেদ বোঝেন না। তিনি বোঝেন শুধু পশ্চিমবঙ্গ। শনিবার মাথাভাঙায় দাঁড়িয়ে অভিষেক বলেন, ‘‘২০২১ সালের নির্বাচনে ৭টি বিধানসভায় আপনারা বিজেপিকে জিতিয়েছিলেন, আপনারা লোকসভাতেও জিতিয়েছেন বিজেপিকে। কিন্তু

রাজ্য জুড়ে সবুজ ঝড় দেখা গেলেও উত্তরবঙ্গে মোটেই ভাল ফল হয়নি তৃণমূলের। কোচবিহারে পর্যুদস্ত হতে হয়েছিল শাসকদলকে। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এ বার ‘হারানো জমি’ পুনরুদ্ধারের লক্ষ্য মমতা এবং অভিষেকের। অভিষেক যে মাথাভাঙায় সভা করলেন, সেই জায়গাটিও গেরুয়া প্রভাবিত এলাকা। মাথাভাঙা মহকুমায় দু’টি বিধানসভা- মাথাভাঙা এবং শীতলখুচি-সহ কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা এখনও বিজেপির দখলে। এই তিন এলাকায় রাজবংশী ভোটার যথেষ্ট। যাঁদের অনেকের মধ্যে ‘রাজ্য’ নিয়ে আবেগ রয়েছে। আবার শীতলখুচি, সিতাই ও মেখলিগঞ্জ বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া। সেখানকার সংখ্যালঘু মানুষ আবার রাজ্য ভাগের বিরুদ্ধে। এখানকার সাংসদদের উত্তরবঙ্গ নিয়ে লোকসভায় বলতে শুনিনি।’’ একই সঙ্গে স্বীকারোক্তির সুরে অভিষেক জানান, গত পঞ্চায়েত ভোটে তাঁর দলের বেশ কিছু ভুল হয়েছে। সভায় জনসমাগম দেখে অভিষেকের মন্তব্য, তবে এখানে যে লোক দেখলাম, এটা পালাবদলের সমাবেশ। এখান থেকেই পরিবর্তনের আভাস পাচ্ছি।’’ পর ক্ষণেই দলীয় নেতাদের তাঁর বার্তা, ‘‘আগামিকাল থেকে মানুষের বাড়ি বাড়ি যাওয়া শুরু করুন। মানুষ তৃণমূলকে চায়। কয়েকটা মানুষের কুকর্ম আর অকর্মের জন্য মানুষ তৃণমূলের থেকে মুখ ফিরিয়েছে। যদি কারও জন্য দলের কারও মাথা নত হয়, আমি কিন্তু ছেড়ে কথা বলব না, তিনি যত বড় নেতাই হোন, আর যাঁরই ছত্রছায়ায় থাকুন।’’

আইনি ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি! বিশ্বভারতী ইস্যুতে এবার পাল্টা চিঠি অমর্ত্য সেনের

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ বিশ্বভারতীর জমি বিতর্কে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য নোবলজয়ী অর্মত্য সেনের। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের রাজনৈতিক বিরোধিতা করি, তাই আমার বাড়ি কেড়ে নিতে চাইছে। তাই হয়তো আমাকেই নিশানা করা হচ্ছে। এমনটাই মন্তব্য অমর্ত্য সেনের। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে পাল্টা চিঠিও দিলেন অমর্ত্য সেনের আইনজীবী। চিঠিতে তিনি লিখেছেন বাড়তি জমি দখলের অভিযোগ ভিত্তিহীন। এর জন্য বিশ্বভারতীকেই ক্ষমা চাইতে হবে নোবলজয়ীর কাছে। প্রসঙ্গত, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের দাবি, অমর্ত্য সেন মোট ১.৩৮ একর জমি ভোগ করছেন। যার মধ্যে আইনতভাবে তাঁর জমি ১.২৫ একর। বাকি ১৩ ডেসিমল জমি বিশ্বভারতীর, এই দাবি জানিয়ে অবিলম্বে সেটি ফেরত দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে। চিঠিও দেওয়া হয়েছে কর্তৃপক্ষের তরফে। গত ২৪ জানুয়ারি দেশের এই বিখ্যাত অর্থনীতিবিদকে চিঠি দিয়েছিল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সেই চিঠিতে অমর্ত্য সেন বিশ্বভারতীর ১৩ ডেসিমেল জায়গা দখল করে রেখেছেন অভিযোগ তুলে অবিলম্বে সেটা ফিরিয়ে দেওয়ারও আবেদন করা হয়। যা নিয়ে বাড়তে থাকে বিতর্ক। এদিকে অমর্ত্য সেনের এই বাড়ির জমি দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর বাবার নামে ছিল। এবার এই বিতর্ক এড়াতে নিজের নামে করে এই মিউটেশন করার জন্য আবেদন করেছেন অমর্ত্য সেন। আগামী ২০ তারিখে যার হিয়ারিং রয়েছে বোলপুর বিএলআরও অফিসে। এদিকে এর আগে অর্মত্য সেনের নোবেল জয় নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল, ‘‘অমর্ত্য সেন নোবেল লরিয়েট নন, উনি নোবেল প্রাইজ পাননি। উনি নিজে দাবি করেন নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন বলে।’’ জমি বিতর্কের মাঝে তাঁর এ মন্তব্য নিয়ে বিস্তর বিতর্ক হয় বাংলার রাজনৈতিক মহলে। যদিও অমর্ত্য সেনের দাবি, যে রাজনীতিতে উপাচার্য নিজেকে চালান তাঁর সঙ্গে বিরোধ থাকার কারণেই হয়তো বারবার তাঁকে আক্রমণ করছেন বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। এ প্রসঙ্গে অর্মত্য সেন বলেন, ‘‘এটা তো আমার বাড়ি। আমি তো এখানেই থাকি। বিশ্বভারতীর কর্তারা একদিকে যেমন ছাত্রদের তাড়িয়ে দিচ্ছেন, তেমনই অন্য দিকে আমার বাড়িটা নিয়ে নিতে চান। কেন করছেন তার উত্তর পেতে জ্ঞানী লোকেদের কাছে প্রশ্ন করতে হবে। আমার পক্ষে বলা খুব কঠিন। আন্দাজ করাও খুব কঠিন। কেন আচমকা আমার বিরুদ্ধে ওনারা বলতে শুরু করলেন তা বলাও খুব মুশকিল। যে রাজনীতিতে বিশ্বভারতী চলে, যে রাজনীতিতে উপাচার্য নিজেকে চালান তার সঙ্গে আমার মতবিরোধ আছে। এ কারণে এ কাজ কাজ করে থাকতে পারে।’’

রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসাবে কাজ করবেন রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ পঞ্চায়েত ভোটে হিংসা বরদাস্ত নয়। দুর্নীতিতে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছেন রাজ্যপাল। শনিবার রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে বৈঠকের পর রাজভবনের তরফে বিবৃতি দিয়ে এমনটাই জানানো হয়েছে। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে ব্যবস্থা নিতে হবে এবং বাংলার মানুষের যাতে ভাল হয়, আইনের শাসন যাতে বলব থাকে, সেদিকে নজর রাখা-ই তাঁর মূল লক্ষ্য বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, রাজভবন থেকে আগাম সময় নিয়েই এদিন বিকালে রাজ্যপাল সি.ভি আনন্দ বোসের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এদিন রাজভবনের তরফ থেকে আরও একটি বিবৃতি দিয়ে বলা হল, রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসাবে কাজ চালিয়ে যাবেন রাজ্যপালই। অর্থাৎ, জগদীপ ধনখড় রাজ্যপাল থাকাকালীন যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে মুখ্যমন্ত্রী হবেন আচার্য, সেটি আর থাকছে না। শনিবার বিবৃতি দিয়ে এ কথা জানিয়ে দিল রাজভবন। শনিবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের রাজভবনে যাওয়া নিয়ে জল্পনা ছিল তুঙ্গে। রাজভবনের তরফ থেকে একটি বিবৃতি দিয়ে এর পর বলা হয়, সুকান্ত মজুমদার আগেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছিলেন রাজ্যপালের। ওঁর প্রধান আলোচনার বিষয়বস্তুতিতে ছিল রাজ্যে দুর্নীতি বাড়ছে এবং আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা এবং ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতি হয়েছে রাজ্য জুড়ে। তার জন্যই কেন্দ্র টাকা আটকে রেখেছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে যাতে রাজ্যপাল সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবি করেন, তার দাবি রেখেছেন সুকান্ত মজুমদার। রাজ্যপাল জানিয়েছে, প্রথমত রাজ্যের লোকায়ুক্ত কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ আইন অনুযায়ী হয়নি। তার জন্যই রাজ্যপাল অবস্থান নিয়েছেন। এর জন্য যে একটি অর্ডিন্যান্স আনা হয়েছিল, সেই অর্ডিন্যান্স কে আপাতত কনসিডার না করে সামনের বিধানসভা অধিবেশনে এটিকে বিল আকারে আনতে হবে। দ্বিতীয়ত রাজ্যপালের পরিবর্তনে মুখ্যমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হবেন, এই মর্মে যে বিল আনা হয়েছিল, তা স্থগিত থাকছে। এখন সিদ্ধান্ত হয়েছে, আগের নিয়ম অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসাবে রাজ্যপাল তাঁর কাজ চালিয়ে যাবেন, দাবি

রাজ ভবনের। তৃতীয়ত উপাচার্যদের বিশ্ববিদ্যালয় কাজ চালিয়ে যাওয়া নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যে নির্দেশ দিয়েছে রেগুলেশন না মেনে উপাচার্য নিয়োগ হয়েছে। এই বিষয়টি মাথায় রাখা হচ্ছে উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে। চতুর্থত রাজ্যপাল নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, তিনি সাধারণ মানুষের হয়ে থাকবেন এবং সাধারণ মানুষের কাছে অ্যাকসেবল হবেন। দুর্নীতির বিষয়ে রাজ্যপাল জিরো টলারেন্স পলিসি নিয়েছেন। কাউকে অনুমতি দেওয়া হবে না নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়ার। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোন হিংসা বরদাস্ত হবে না। নির্বিঘ্নে নির্বাচন পরিচালনার জন্য রাজ্যপাল যা করার করছেন ও করবেন। বিবৃতিতে জানাল রাজভবন। এই প্রথম রাজ্যপাল আনন্দ বোসের সঙ্গে রাজ্যের কোনও বিজেপি নেতার বৈঠক হল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে বৈঠক হয়। তারপর বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘‘অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট করার ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছেন রাজ্যপাল।’’ রাজ্যে ক্রমশ বেড়ে চলা দুর্নীতি এবং আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঠেকানোই তাঁর প্রধান লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন রাজ্যপাল। যদিও সুকান্তের রাজভবনে যাওয়া নিয়ে তীব্র খোঁচা দিয়েছেন কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, ‘‘ক্ষমা চাইতে গিয়েছেন বিজেপি নেতা। রাজভবনে ক্ষমা চাইতে গেছিলেন সুকান্ত মজুমদার। বিধানসভায় শুভেন্দুর নেতৃত্বে রাজ্যপালকে যে অপমানের চেষ্টা হয়েছে, তার জন্য মার্জনা চেয়েছেন তিনি। সেটা ঢাকতে পরে অবান্তর কিছু কথা বলেছেন মিডিয়াকে। সুকান্ত রাজভবনের পিআরও সাজতে চেয়েছেন। আসল কথা থেকে নজর ঘোরানোর মরিয়া চেষ্টা।’’ অন্যদিকে, সুকান্ত মজুমদারের বৈঠকের পরই রাজভবনের তরফে বিবৃতি দেওয়া হয়। সেখানে হিংসা ও দুর্নীতি নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন রাজ্যপাল। দুর্নীতিতে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছেন জানিয়ে রাজভবনের তরফে দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়, ‘দু-মাস তিনি (সি.ভি আনন্দ বোস) এই রাজ্যে এসেছেন। তাঁর মূল লক্ষ্য হল, ভারতের সংবিধান রক্ষা। আইনের শাসন বলব রাখা এবং বাংলার মানুষের ভাল যাতে হয় তার দিকে নজর রাখা।’ এপ্রসঙ্গে রাজ্যপালের তরফে আরও জানানো হয়, ‘পঞ্চায়েত ভোটে হিংসা বরদাস্ত নয়। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে ব্যবস্থা নিতে হবে। রাজ্য আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে। পুনরায় আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে। রাজ্যে নিয়ম মেনে লোকায়ুক্ত হয়নি’ বলেও রাজভবনের তরফে জারি করা বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে, ইউজিসি-র নিয়ম মেনে রাজ্যপালই আচার্য থাকছেন বলেও বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, এদিন মূলত ১০০ দিনের কাজ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে আলোচনা করতেই রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠকে বসেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। এত দুর্নীতির জন্যই কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছে না বলেও দাবি জানান তিনি। রাজভবনের তরফে বিবৃতি প্রকাশ্যে আসার পরই শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘‘রাজ্যপাল সঠিক রাস্তায় ফিরে আসছেন। সংবিধানের রক্ষাকর্তা হিসাবে কাজ করুন। বিশ্বাস তিনি ট্র্যাকে ফিরে আসতে শুরু করেছেন।’’ উল্লেখ্য, এদিন রাজভবনের তরফে বিবৃতি প্রকাশের ঘণ্টা দুয়েক পর সেটি মুছে দেওয়া হয় এবং আরেকটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। যদিও প্রথম বিবৃতির সঙ্গে দ্বিতীয়টির বক্তব্যে বিশেষ কোনও ফারাক নেই। কেবল ছেদ, যতিচিহ্নের পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে বলে রাজভবনের তরফে জানানো হয়েছে।

বরাদ্দ ২ হাজার কোটি, গ্রামের বেহাল রাস্তাগুলির স্বাস্থ্য উদ্ধারে পঞ্চায়েত দফতরের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যসচিব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। আর তার আগেই গ্রামীণ রাস্তাগুলির স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে নজর দিতে চাইছে রাজ্য সরকার। শীঘ্রই শুরু হবে রাস্তা সারাইয়ের কাজ। ৯ ফেব্রুয়ারিতে পাঁচলার জনসভা থেকে এ ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই ঘোষণা করেছিলেন এই রাস্তাগুলি সারাইয়ের কাজে রাজ্য সরকার ২ হাজার কোটি টাকা খরচ করবে। এ ঘোষণার পরেই শনিবার পঞ্চায়েত দফতর ও সব জেলার জেলা শাসকদের নিয়ে এই বৈঠকে বসলেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। ঠিক হল রূপরেখা। গ্রামীণ সব খারাপ রাস্তা আগামী দু-তিন মাসের মধ্যে সারাই করতে হবে। দেওয়া হল স্পষ্ট নির্দেশ। জেলা ভিত্তিক খারাপ রাস্তাগুলির তালিকা পঞ্চায়েত দফতর থেকে জেলার কাছে গেলেই দরপত্র ডেকে সেই কাজ শুরু করা হবে। এই প্রক্রিয়া শেষ হলেই জোরকদমে শুরু হয়ে যাবে কাজ। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকায় রাস্তার কাজ করা হলেও এটি পুরোপুরি রাজ্য নিজের টাকায় করতে চলেছে। এই টাকায় পিচ থেকে ঢালাই সমস্ত রাস্তারই কাজ হবে বলে খবর। প্রসঙ্গত, মানুষের অভাব-অভিযোগের কথা শুনতে পঞ্চায়েত ভোটের মুখে গ্রামে গ্রামে যাচ্ছেন দিদির দূতরা। ঘুরছেন নেতা-মন্ত্রীরা। তাঁদের কাছে পেয়ে আবাস যোজনার ঘর থেকে পানীয় জলের সমস্যা, সবই জানাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। কোথাও কোথাও দেখা গিয়েছে বিক্ষোভের ছবিও। রাস্তার সমস্যা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে বহু মানুষকে। কোথাও ঢালাই রাস্তার দাবি, কোথাও আবার বেহাল রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে, লাগাতার আন্দোলন দেখা গিয়েছে রাজ্যের নানা প্রান্তে। কোথাও ডেপুটেশন জমা পড়েছে বিডিও অফিসে, কোথাও আবার ডেপুটেশন জমা পড়েছে পঞ্চায়েত অফিসে। অভিযোগ, প্রতিশ্রুতি মিললেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে রাস্তা সারাইয়ের জন্য সরকারি পদক্ষেপে আশার আলো দেখছেন বহু মানুষ। তবে উদ্যোগ নেওয়া হলেও বাস্তাবে তার প্রতিফলন কতটা পড়বে সেদিকে নজর রয়েছে সকলের।

বকেয়া সম্পত্তিকর তুলতে এবার বাড়ি বাড়ি যাবেন কর বিভাগের আধিকারিকরা, নির্দেশ পুর কমিশনারের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ বেহাল কর আদায় ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করতে কড়া পথে হাঁটছে কলকাতা পুরনিগম। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষ শেষ হওয়ার আগেই করের টাকা কোষাগারে তুলে আনতে তৎপরতা শুরু। বছর শেষে করের টাকা ঘরে তুলতে সপ্তাহে ২ দিন কর বিভাগের ইন্সপেক্টদের বাড়ি বাড়ি যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল। বুধবার ও শনিবার কর বিভাগের ইন্সপেক্টরদের বাড়ি বাড়ি যাওয়ার নির্দেশ দিলেন পুর কমিশনার। এ সংক্রান্ত নির্দেশিকাও জারি করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ইন্সপেক্টররা বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখবেন, কারও মিউটেশন বাকি রয়েছে কি না। যাঁরা এখনও বাড়ির মিউটেশন করাননি, তাঁদের খুঁজে বের করবেন কর বিভাগের ইন্সপেক্টররা। সঠিক কর দেওয়া হচ্ছে নাকি কম কর দেওয়া হচ্ছে সবকিছুই খতিয়ে দেখার কথা বলা হয়েছে ওই নির্দেশিকায়। শুধু তাই নয়, সপ্তাহে দু’দিন বাড়ি বাড়ি ঘুরে যে তথ্য উঠে আসবে, তা ডায়েরিতে লিখে রাখার কথাও বলা হয়েছে। আর সেই ডায়েরি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে দিয়ে সই করাতে হবে। একইসঙ্গে বলা হয়েছে, এই নির্দেশ অমান্য করলে ইন্সপেক্টরদেরও শাস্তির মুখে পড়তে হবে। পুরনিগমের কোষাগারে যে টান রয়েছে, তা বহুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে একেবারে ময়দানে নেমে সম্পত্তিকর তোলার নির্দেশ। কলকাতা পুরনিগমের কর মূল্যায়ন বিভাগ সূত্রে খবর, এই অর্থবর্ষে ৭০০ কোটি টাকার উপরে কর রাজস্ব আদায় হয়েছে। তবে লক্ষ্যমাত্রা আরও অনেক বেশি। তাই অর্থবর্ষে শেষ হওয়ার আগে জোর কদমে চলছে কর আদায়ের কাজ। তবে তাতেও যে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে, তেমনটা নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না কেউই। চলতি অর্থবর্ষে এখনো পর্যন্ত কলকাতা পুরসভা সম্পত্তি কর বাবদ আদায় করতে পেরেছে ৭২০ কোটি টাকা। বড় বড় করদাতারা ওয়েভার স্কিমের ছাড় নেওয়ার জন্য কর দিচ্ছেন না। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে কলকাতা পুরসভা যে ওয়েভার স্কিম চালু করেছিল তাতে আদায় হয় ৪৫০ কোটি টাকা। যদিও লক্ষ্যমাত্রা ছিল দেড় হাজার কোটি টাকা। করোনা প্রভাবের কারণ হিসাবে দাবি করলেও কঠোর পদক্ষেপ না নেওয়া যে অন্যতম দায়ী, তা মেনে নিচ্ছেন রাজস্ব বিভাগের কর্তারা।

বইমেলার হাত ধরে মেট্রোর মুকুটে নতুন পালক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ হাতে আর মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা। আর এই রবিবারই শেষ হয়ে যাচ্ছে ৪৬তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা। এতদিন করুণাময়ীতে বইমেলায় আসতে শহর-শহরতলি ও জেলার একটা বড় অংশের মানুষকে ভরসা করতে হত ট্রেন বা বাসের উপরেই। কিন্তু, এবার বইমেলায় আগত বইপ্রেমীদের তুমুল ভিড় আর যানজটের হাত থেকে খানিক রক্ষা করেছে ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো। বারাসত থেকে ব্যারাকপুর, হাবড়া থেকে সোনারপুর, বারুইপুর থেকে বজবজ, সমস্ত জায়গাকেই করুণাময়ীর খুব কাছাকাছি এনে দিয়েছে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো। চলতি মাসের শুরু থেকে বইমেলা উপলক্ষে এই লাইনে চোখে পড়েছে তুমুল ভিড়। শিয়ালদাতে ট্রেন নেমে যেমন সহজেই ধরে নেওয়া যাচ্ছে মেট্রো, তেমনই বইমেলা থেকে ফেরার পথও অনেকটা সুমগম করে দিয়েছে এই মেট্রোই। হিসাব বলছে সবথেকে বেশি ভিড় হয়েছিল ৯ ফেব্রুয়ারি। ওইদিন ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোয় পা পড়েছিল ৫৮ হাজার ২৬৭ জন যাত্রীর। মেট্রোর হিসাব বলছে বইমেলা চলাকালীন এখনও পর্যন্ত ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর গ্রিন লাইনে পা পড়েছে প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ যাত্রীর। ৩১ জানুয়ারি থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই শাখায় মোট ৫ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬৭৫ জন যাত্রী যাতায়াত করেছেন। যাত্রা শুরুর পর থেকে এখনও পর্যন্ত এটাই এই শাখায় সর্বোচ্চ যাত্রী পরিবহণের রেকর্ড বলে মনে করা হচ্ছে। প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ যাত্রীর মধ্যে সবথেকে বেশি মানুষ মেট্রো ধরেছেন শিয়ালদা, করুণাময়ী ও সেক্টর-ফাইভ স্টেশন থেকে। এই তিন স্টেশনে এই সময়সীমার মধ্যে পা পড়েছে ৪ লক্ষ ১০ হাজার ৯৭১ জন যাত্রীর। সবথেকে ব্যস্ততম স্টেশন হিসাবে উঠে এসেছে শিয়ালদা মেট্রো। শুধুমাত্র শিয়ালদায় বইমেলা চলাকালীন ২ লক্ষ ৩ হাজার ১০ জন যাত্রীর পা পড়েছে। সেখানে যাতায়াতের জন্য করুণাময়ীকে বেছে নিয়েছেন ১ লক্ষ ২১ হাজার ৮৩৫ জন যাত্রী। সেখানে একটু পিছয়ে পড়লেও যাত্রী সংখ্যা নয়া রেকর্ড তৈরি হয়েছে সেক্টর-ফাইভেও।

ভূমিকম্পে মাইলের পর মাইল ফাটল, সরছে মাটি তুরস্কের ভৌগোলিক নকশাই বদলে গেছে!

আঙ্কারা ১১ ফেব্রুয়ারিঃ মাইলের পর মাইল বিচ্যুতি হয়েছে ভূমির। ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের পরে তুরস্কের নকশাই বদলে গেছে। ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলার পরে এমনই ছবি ধরা পড়েছে উপগ্রহচিত্রে। তুরস্কের উত্তর-পূর্বে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার (১৯০ মাইল) ভূমির বিচ্যুতি হয়েছে। প্রথমবারের ভূমিকম্পের পরে এই বিশাল ফাটল তৈরি হয়। দ্বিতীয়বার ভূমিকম্পের পরে প্রায় ১২৫ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ফাটল তৈরি হয়েছে। বিধ্বংসী ভূমিকম্পে তুরস্কের ভৌগলিক নকশাই নাকি বদলে গেছে তুরস্কের, এমনই দাবি করছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁদের দাবি, জোরাল ভূমিকম্প এবং পর পর আফটারশকের জেরে আগের অবস্থান থেকে তুরস্ক অন্তত পাঁচ থেকে ছয় মিটার সরে গেছে। ইতালির ভূতত্ত্ববিদ অধ্যাপক কার্লো দোগলিওনির দাবি, সিরিয়ার তুলনায়, পশ্চিম দিকে অন্তত পাঁচ থেকে ছয় মিটার সরে গিয়েছে

তুরস্ক। শক্তিশালী কম্পনের জেরে টেকটনিক পাতের অবস্থান পরিবর্তনেই এমন ঘটেছে বলে মত কার্লোর। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শক্তিশালী কম্পনের ফলে বিচ্যুতি দেখা দিয়েছে, ভূতত্ত্বের ভাষায় যাকে বলা হয় ‘শ্যালো ট্রান্সকারেন্ট’। অর্থাৎ ভূগর্ভের গভীরে ফাটল ধরেছে। এর ফলে সিরিয়ার সঙ্গে আগের অবস্থান থেকে সরে গেছে তুরস্ক। পরস্পরের সমান্তরাল দু’টি পাতের মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। ভূবিজ্ঞানীরা বলছেন, তুরস্কের ভৌগোলিক অবস্থানই এমন যে দেশটি ভূমিকম্পপ্রবণ হয়ে গেছে। দেশটির মূল অবস্থান আনাতোলিয়ান টেকটনিক প্লেটের উপর। দেশটি আরও দুটি মহাদেশীয় টেকটনিক প্লেটের উপরেও অবস্থান করছে। সেই প্লেট দুটি হল- ইউরেশিয়ান ও আফ্রিকান টেকটনিক প্লেট। এছাড়া আরও একটি প্লেট এই অংশে এসে সংযুক্ত হয়েছে। সেটি হলো অ্যারাবিয়ান প্লেট। চার চারটি ছটফটে টেকটনিক প্লেটের উপরে অবস্থানে কারণেই তুরস্কের ভূমি অশান্ত। এইসব প্লেটের কোনও একটির সামান্য নড়াচড়া করলেই বা একে অপরের সঙ্গে খুনসুটি করলেই ভূমিকম্পের সৃষ্টি হবে। আর সেটাই হচ্ছে।

হায়দরাবাদে দীক্ষান্ত প্যারেড নিরীক্ষণ করলেন অমিত শাহ, বললেন দেশজুড়ে বিস্তৃত হচ্ছে এনআইএ

হায়দরাবাদ, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শনিবার হায়দরাবাদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল জাতীয় পুলিশ অ্যাকাডেমিতে ৭৪ তম আর আর আইপিএস শিক্ষানবিশদের কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন। দীক্ষান্ত প্যারেডে ১৬৬ জন আইপিএস শিক্ষানবিশ-সহ ১৯৫ জন অংশ নেন। ২৯ জন আধিকারিক নেপাল, মালদ্বীপ, ভুটান ও মরিশাস পুলিশের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।এদিন বক্তব্য রাখার সময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, এনআইএ এখন দেশ জুড়ে বিস্তৃত হচ্ছে, এনআইএ এবং এনসিবি-র সম্প্রসারণ মাদক ও সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের নিযন্ত্রণে সাহায্য করেছে। সন্ত্রাস, মাদক ও অর্থনৈতিক অপরাধ সংক্রান্ত অপরাধ জাতীয় ডাটাবেসে নজরদারি করা হচ্ছে।

লোকায়ুক্ত গঠন করতে অধিবেশনে জারি হবে অর্ডিন্যান্স

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ লোকায়ুক্ত গঠন করতে বিধানসভার আগামী অধিবেশনে অর্ডিন্যান্স জারি হবে। শনিবার রাজভবনে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বসুর সঙ্গে বৈঠকরের পর সাংবাদিকদের এ কথা জানান বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।এর আগে পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী রাজ্যপাল লা গণেশনের সময় লোকায়ুক্ত গঠন করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তা আইন মেনে হয়নি। এ নিয়ে রাজ্যকে জানিয়েছেন রাজ্যপাল বোস। প্রসঙ্গত, রাজ্যের লোকায়ুক্তঃ নিয়োগের জন্য যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল, তার একজন সদস্য বিরোধী দলনেতাও। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেন, কমিটির মতামত না নিয়েই লোকায়ুক্ত নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুভেন্দুবাবু অভিযোগ জানান তকালীন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের কাছে। তার ভিত্তিতে গত ২ জানুয়ারি ধনকর লোকায়ুক্ত নিয়োগের বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের থেকে জবাব চান।

দেশে প্রথম ভূস্বর্গে খোঁজ মিলল ৫.৯ মিলিয়ন টন লিথিয়াম খনি পাওয়া গেছে

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ দেশে প্রথম মিলল বিপুল পরিমাণ লিথিয়ামের ভাণ্ডার। গত বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীরে লিথিয়াম মজুত থাকার হদিশ পাওয়া গিয়েছে । লিথিয়াম একটি অ-লৌহঘটিত ধাতু এবং এটি ইভি ব্যাটারির অন্যতম প্রধান ডৎপাদান ।গত বৃহস্পতিবার খনি মন্ত্রক জানিয়েছে, জিওল জিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া প্রথম আবিষ্কার করেছে যে, জম্মু ও কাশ্মীরের রিয়াসি জেলার সালাল-হাইমানা এলাকায় ৫.৯ মিলিয়ন টন লিথিয়াম মজুত রয়েছে ।মন্ত্রক আরও জানিয়েছে যে, লিথিয়াম এবং সোনা-সহ ৫১টি খনিজ ব্লক সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে । বলা হয়েছে, ৫১টি খনিজ ব্লকের মধ্যে, ৫টি ব্লক সোনার এবং অন্যান্য ব্লকগুলি পটাশ, মলিবডেনাম, বেস ধাতু ইত্যাদির । এগুলি জম্মু ও কাশ্মীর, অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তীসগড়, গুজরাত, ঝাড়খণ্ড, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, রাজস্থান, তামিলনাড়ু এবং তেলাঙ্গানা - এই ১১টি রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে

ফের ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণার পক্ষে সওয়াল তথাগতর

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ ফের ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণার পক্ষে সওয়াল করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।শনিবার তিনি ফেসবুকে লিখেছেন, যুক্তরাজ্যের সন্ত্রাসবাদ-নিয়ন্ত্রণের রিপোর্টে ইসলামি সন্ত্রাসবাদকে সবচেয়ে মারাত্মক এবং সবচেয়ে বড় হুমকি বলে অভিহিত করা হয়েছে। যুক্তরাজ্যের সন্ত্রাসবিরোধী কৌশল 'প্রতিযোগিতা'-র একটি মূল্যায়ন, ইসলামি সন্ত্রাসকে দেশের জন্য 'প্রাথমিক হুমকি' হিসাবে ঘোষণা করা।ছবিটা ভারতেও খুব আলাদা

''নতুন সরবরাহ-শৃঙ্খল ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রশ্নে উত্তর প্রদেশ অগ্রণী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে''

নয়াদিল্লি,১১ফেব্রুয়ারিঃপ্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী লক্ষ্ণৌয়ে উত্তর প্রদেশ আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী শীর্ষ সম্মেলন ২০২৩ - এর উদ্বোধন করেছেন। তিনি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রদর্শনীরও উদ্বোধন করেন এবং ইনভেস্ট ইউপি ২.০-র সূচনা করেছেন। উত্তর প্রদেশ সরকারের বিনিয়োগ সংক্রান্ত ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচির এই সম্মেলনে আন্তর্জাতিক স্তরের নীতি প্রণয়নকারী, শিল্পপতি, শিক্ষা জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা একযোগে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্ভাবনাগুলি নিয়ে আলোচনা করবেন এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলবেন। প্রধানমন্ত্রী প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিল্পপতি শ্রী কুমার মঙ্গলম বিড়লা বলেন, ভারত উল্লেখযোগ্য শিল্পোদ্যোগ ও উদ্ভাবনের জায়গা হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগের কারণেই দেশের অর্থনীতিতে নতুন শক্তির সঞ্চার হয়েছে। শ্রী মুকেশ আম্বানী বলেছেন, উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের আত্মপ্রকাশ করার ভিত রচিত হয়েছে এবারের বাজেটে। মূলধনী ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থনৈতিক বিকাশ ও সমাজ কল্যাণমূলক কাজের অগ্রগতি আরও বেশি হবে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাঁর দূরদর্শিতা এবং বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ভারত আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। টাটা সন্সের চেয়ারম্যান শ্রী নটরাজন চন্দ্রশেখরন বলেন, ভারত দ্রুত বিকাশশীল অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে, এর মূল কারণ দূরদর্শী এক প্রধানমন্ত্রী যথাযথ একটি পরিবেশ গড়ে তুলেছেন। শুধুমাত্র আর্থিক বিকাশই নয়, প্রধানমন্ত্রী সর্বস্তরে বিকাশ নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, এবারের বাজেটে পরিকাঠামো ক্ষেত্রের বিকাশের জন্য আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর ফলে, দ্রুতগতিতে উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। জুরিক এয়ারপোর্ট এশিয়ার মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক ড্যানিয়াল বারশার বলেছেন, ভারতের মতোই জুরিক বিমানবন্দরও তার ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করছে। দু'দশক আগে বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরের উন্নয়নে জুরিক এয়ারপোর্ট সাহায্য করেছিল। বর্তমানে এই সংস্থা নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর গড়ে তুলছে। শ্রী বারশার বলেন, ভারতের সঙ্গে তাদের দীর্ঘমেয়াদী অংশীদারিত্ব রয়েছে। তিনি বলেন, নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সঙ্গে যমুনা এক্সপ্রেসওয়ের সরাসরি যোগাযোগ গ।ে উঠেছে। ডিকসন টেকনোলজির চেয়ারম্যান শ্রী সুনীল বাচানি জানান, ভারতে যত মোবাইল ফোন বিক্রি হয়, তার ৬৫ শতাংশই উত্তর প্রদেশে তৈরি হয়।

এই রাজ্যের যথাযথ নীতি গ্রহণের ফলেই উত্তর প্রদেশ ম্যানুফ্যাকচারিং হাব হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বর্তমানে ডিকসন টেকনোলজি প্রায় ১০ হাজার কোটি ডলার মূল্যের মোবাইল ফোন রপ্তানীর সুযোগ পেয়েছে। শিল্পপতিরা উত্তর প্রদেশের সম্ভাবনার শরিক হতে আগ্রহী।শ্রী মোদী তাঁর ভাষণে শিল্পপতি, বিনিয়োগকারী এবং নীতি প্রণেতাদের প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যের একজন সাংসদ হিসাবে স্বাগত জানান।তিনি বলেন, এই রাজ্য সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস এবং সমৃদ্ধশালী ঐতিহ্যের জন্য পরিচিত। এক সময় উত্তর প্রদেশকে অনুন্নত ' হিসাবে চিহ্নিত করা হ'ত। অতীতে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি ভালো ছিল না। প্রতিনিয়ত হাজার হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারির খবর পাওয়া যেত। কিন্তু, আজ উত্তর প্রদেশ এক নতুন পরিচিতি পেয়েছে। এখন এই রাজ্যে সুপ্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা উন্নতি, শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হয়েছে। সম্পদ সৃষ্টিকারীদের জন্য নতুন নতুন সুযোগ এখানে তৈরি হয়েছে। রাজ্যে উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তোলার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তার সুফল এখন পাওয়া যাচ্ছে। এই রাজ্যে ৫টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর গড়ে উঠছে, দেশের মধ্যে অন্য কোনও রাজ্যে এত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নেই। মহারাষ্ট্রের সমুদ্র সৈকতের সঙ্গে আগামী দিনে ফ্রেট করিডরের মাধ্যমে সরাসরি যোগাযোগ গড়ে উঠবে। সরকারের ইতিবাচক চিন্তাভাবনার ফলে এখানে সহজে ব্যবসা করা নিশ্চিত হয়েছে। আজ উত্তর প্রদেশ আশা ও উচ্চাকাঙ্খার উৎস হয়ে উঠেছে। এই রাজ্য শুধু দেশের নিরিখেই নয়, আন্তর্জাতিক স্তরেও উজ্জ্বল এক স্থান হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় অর্থনীতির প্রতি সারা বিশ্ব আজ আশাবাদী। অতিমারী এবং যুদ্ধের মধ্যেও এই অর্থনীতির গতিশীলতা নজরে এসেছে। এছাড়াও, ভারতীয় অর্থনীতির দ্রুত পুনরুদ্ধার হচ্ছে। আজ যুবসম্প্রদায় সহ দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্খায় যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছে। দেশের প্রতিটি নাগরিক উন্নয়নের পথে শরিক হতে চান এবং ' ভারত' প্রত্যক্ষ করতে উসাহী। তিনি বলেন, ভারতীয় সমাজের উচ্চাকাঙ্খাই সরকারের চালিকাশক্তি। দেশের উন্নয়নমূলক কাজে যা গতি সঞ্চার করে। উত্তর প্রদেশের আয়তন ও জনসংখ্যার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বিনিয়োগকারীদের বলেন, দেশের মতো উত্তর প্রদেশও আপনাদের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল বিপ্লবের কারণে উত্তর প্রদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক বিকাশ নিশ্চিত হয়েছে। বাজার হিসাবে ভারতের চাহিদা সীমাহীন।

এদেশের বিভিন্ন পদ্ধতি-পদ্ধতির সরলীকরণ করা হয়েছে। আজ ভারত বাধ্যবাধকতার জন্য নয়, স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে সংস্কার বাস্তবায়িত করছে।প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, ভারত আজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এদেশের মূল চাহিদাগুলি প্রচুর। তাই, সেই চাহিদা পূরণে আমরা এগিয়ে চলেছি। ভারতের প্রতি আন্তর্জাতিক স্তরে আস্থার মূল কারণ এটিই।বাজেটের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বরাদ্দ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক পরিকাঠামোর মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুযোগ তৈরি হয়েছে। তিনি বিনিয়োগকারীদের এই সুযোগকে কাজে লাগাতে বলেন। দেশের পরিবেশ-বান্ধব উদ্যোগের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, এ বছরের বাজেটে জ্বালানী ক্ষেত্রের সংস্কারের জন্য ৩৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।নতুন সরবরাহ-শৃঙ্খল ব্যবস্থা গ।ে তোলার প্রশ্নে উত্তর প্রদেশ অগ্রণী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, চিরায়ত এবং আধুনিক অণু, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ সংস্থাগুলি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ভাদোহি এবং বারাণসীর রেশম উত্তর প্রদেশকে বস্ত্র শিল্পের হাব হিসাবে গড়ে তুলেছে। দেশে উৎপাদিত মোবাইলের ৬০ শতাংশই উত্তর প্রদেশে তৈরি হয়। দেশের দুটি প্রতিরক্ষা করিডরের মধ্যে একটি উত্তর প্রদেশে তৈরি হচ্ছে। ভারতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনায় এবং সেনাবাহিনীর জন্য দেশে তৈরি সরঞ্জাম সরবরাহ করতে কেঃদ্রীয় সরকার দায়বদ্ধ। শ্রী মোদী দুগ্ধ শিল্প, কৃষি, মস্যপালন এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে উত্তর প্রদেশের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বিনিয়োগকারীদের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে উৎপাদন-ভিত্তিক উসাহ প্রকল্পের কথা জানান। আজ কৃষিকাজ পরবর্তী ব্যবস্থাপনায় কৃষকদের অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের রাজ্যের কৃষি-ভিত্তিক পরিকাঠামো সংক্রান্ত তহবিলের সাহায্য নিতে পরামর্শ দেন। ফসলের বৈচিত্র্যের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে কৃষি কাজের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন। এর ফলে, কৃষকের সম্পদ বাড়বে এবং কৃষি কাজে ব্যয় করবে। উত্তর প্রদেশে গঙ্গা তীর থেকে ৫ কিলোমিটার পর্যন্ত অঞ্চলে প্রাকৃতিক কৃষি কাজ শুরু হয়েছে। এবারের বাজেটে ১০ হাজার বায়ো ইনপুট সম্পদ কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। মোটাদানার শস্য অর্থা জোয়ার, বাজরা এবং রাগি - যা ভারতে শ্রী অন্ন হিসাবে পরিচিত, এর পুষ্টিকর দিকটি

উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, শ্রী অন্ন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুষ্টি সংক্রান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। শ্রী অন্ন থেকে তৈরি করা খাবারের সম্ভাবনার দিকগুলি বিনিয়োগ কারীদের বিবেচনা করার পরামর্শও দেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী রাজ্যে শিক্ষা ও দক্ষতা বিকাশের উন্নয়নের দিকটি উল্লেখ করেন। মহাযোগী গুরু গোরক্ষনাথ আয়ুষ বিশ্ববিদ্যালয়, অটল বিহারী বাজপেয়ী স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ সিং বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেজর ধ্যানচাঁদ ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি ভিন্ন ধরনের দক্ষতার বিকাশ ঘটাবে। দক্ষতা বিকাশ মিশনের আওতায় ১৬ লক্ষেরও বেশি যুবক-যুবতী ইতোমধ্যেই প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, পিজিআই লক্ষ্ণৌ এবং আইআইটি কানপুরে উত্তর প্রদেশ সরকার কৃত্রিম মেধা সংক্রান্ত পাঠক্রম সূচনা করেছে। স্টার্টআপ উদ্যোগে রাজ্য আরও সক্রিয় হয়ে উঠছে। আগামী দিনগুলিতে উত্তর প্রদেশ সরকার ১০০টি ইনকিউবেটর এবং ৩টি অত্যাধুনিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে, যেখান থেকে প্রতিভাবান দক্ষ যুবক-যুবতীরা প্রশিক্ষণ পাবেন।পরিশেষে, প্রধানমন্ত্রী কেঃদ্র ও উত্তর প্রদেশ সরকারের অংশীদারিত্বের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, ডবল ইঞ্জিন সরকারের সংকল্প ও উত্তর প্রদেশের সম্ভাবনা - এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না। তিনি বিনিয়োগকারী ও শিল্পপতিদের আর সময় নষ্ট না করে সমৃদ্ধ যাত্রার শরিক হওয়ার আহ্বান জানান। বিশ্বের সমৃদ্ধি ভারতের সমৃদ্ধির মধ্যে নিহিত রয়েছে। সমৃদ্ধির এই যাত্রায় আপনাদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।অনুষ্ঠানে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীমতী আনন্দীবেন প্যাটেল, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং, উত্তর প্রদেশ সরকারের মন্ত্রীরা, বিদেশ থেকে আসা প্রতিনিধিরা এবং শিল্পপতিরা উপস্থিত ছিলেন।প্রেক্ষাপটঃ ফেব্রুয়ারির ১০-১৩ তারিখ উত্তর প্রদেশ সরকারের বিনিয়োগ সংক্রান্ত ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচির এই সম্মেলনে আন্তর্জাতিক স্তরের নীতি প্রণয়নকারী, শিল্পপতি, শিক্ষা জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা একযোগে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্ভাবনাগুলি নিয়ে আলোচনা করবেন এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলবেন।ইনভেস্টর ইউপি ২.০ একটি সুসমন্বিত বিনিয়োগ-কেঃিদ্রক পরিষেবা প্রদানকারী বিনিয়োগ ব্যবস্থা যেখানে উত্তর প্রদেশে বিনিয়োগের জন্য প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা হয়।

১২-তে রাজস্থান ও ১৩-তে কর্ণাটক, দুই রাজ্যে একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজস্থান ও কর্ণাটক সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ১২ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী যাবেন রাজস্থানে ও ১৩ ফেব্রুয়ারি যাবেন কর্ণাটকে। দুই রাজ্যে একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। শনিবার প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, ১২ ফেব্রুয়ারি রাজস্থানের দৌসায় ১৮,১০০ কোটি টাকার বেশি স।ক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। পাশাপাশি দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়ের দিল্লি-দৌসা-লালসোট সেকশনের উদ্বোধন করবেন।প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে আরও জানানো হয়েছে, ১৩ ফেব্রুয়ারি কর্ণাটক সফরের সময়, প্রধানমন্ত্রী বেঙ্গালুরুর ইয়েলাহাঙ্কার এয়ার ফোর্স স্টেশনে এয়রো ইন্ডিয়া ২০২৩-এর ১৪ তম সংস্করণের উদ্বোধন করবেন।

ডাক বিভাগ এখন ডিজিটাল মাধ্যমে দূর-দূরান্তের অঞ্চলে সেবা পৌঁছে দেওয়া মাধ্যম হয়ে উঠেছেঃঅশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ ডাক বিভাগ এখন ডিজিটাল মাধ্যমে দূর-দূরান্তের অঞ্চলে সেবা, সরাসরি সুবিধা এবং ব্যাঙ্কিং নেটওয়ার্ককে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যম হয়ে উঠেছে। বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। শনিবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং আইটি প্রতিমন্ত্রী দেবুসিংহ চৌহান জাতীয় ফিলাটেলিক প্রদর্শনী এবং ইন্ডিয়া পোস্টের সফর সম্পর্কিত একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছেন।পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, ডাক বিভাগ এখন ডিজিটাল মাধ্যমে দূর-দূরান্তের অঞ্চলে সেবা, সরাসরি সুবিধা এবং ব্যাঙ্কিং নেটওয়ার্ককে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যম হয়ে উঠেছে। যুবকদের সচেতনতা বাড়াতে প্রতি সপ্তাহে একটি পোস্টেজ স্ট্যাম্পে একটি রিল অথবা শট তৈরি করা হবে।

বাজেট অধিবেশনেও বিজেপি-র তির রাজ্যপালের দিকে

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ গত শুক্রবার বিধানসভায় রাজ্যপালের বক্তৃতার উপর আলোচনায় প্রথম থেকেই রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের ভাষণ নিয়ে আক্রমণাত্মক ছিলেন বিজেপি বিধায়করা। বিধায়কদের অভিযোগ, হাতেখড়ির আগে একরকম, হাতেখড়ির পরে আরেক রকম কথা বলেছেন রাজ্যপাল।আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, রাজ্যপালের ভাষণকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। হাতেখড়ির আগে ও হাতেখড়ির পরে। হাতেখড়ির আগে যখন তিনি এসেছিলেন, সেই সময় ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে। আর হাতেখড়ির পরে বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনে ভাষণ দিতে।আক্রমণের সূচনা করতে গিয়ে একই সুরে খড়গপুর সদরের অভিনেতা বিধাক হীরণ চট্টোপাধ্যা

বিশ্বজুড়ে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ও মৃত্যু নিম্নমুখী, ২৪ ঘন্টায় প্রাণ হারিয়েছেন ৮৮৩ জন

ওয়াশিংটন, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ ও মৃত্যু আগের দিনের তুলনায় নিম্নমুখী। গত ২৪ ঘন্টায় প্রাণঘাতী ভাইরাসে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন এক লাখ ৩৫ হাজার ২৮৮ জন। আর প্রাণ হারিয়েছেন ৮৮৩ জন। শনিবার আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান সংক্রান্ত ওয়েবসাইট ' ওর্য়াল্ডোমিটার'থেকে এই তথ্য পাওয়া গিয়েছে।একই সময়ে করোনাকে হারিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছেন এক লক্ষ ৫৫ হাজার ৫৮৪ জন। অ্যাকটিভ কেসের সংখ্যা আগের দিনের তুলনায় কমে দাঁ।য়েছে ২ কোটি ৬ লক্ষ ৮১ হাজার ৯৮৮ জনে। জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন ৪১ হাজার ২৮৫ জন। শনিবার আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান সংক্রান্ত ওয়েবসাইট ' ওর্য়াল্ডোমিটার'তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘন্টায় দৈনিক সংক্রমণ ও মৃত্যুর নিরিখে শীর্ষে রয়েছে জাপান। পূর্ব এশিয়ার দেশটিতে একদিনে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ২৮ হাজার ৬১৫ জন। এনিয়ে মহামারীর প্রকোপ শুরু হওয়ার পর থেকে দেশটিতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন ৩ কোটি ২৯ লক্ষ ৮ হাজার ৪২০ জন। মারণ ভাইরাসে আরও ১৯২ জন মারা যাওয়ায় প্রাণহানির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০ হাজার ৩৭৭ জনে।গত ২৪ ঘন্টায় জাপানের পরে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছেন তাইওয়ানে। সেখানে আরও ১৯ হাজার ৬২৯ জনের শরীরে মারণ ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১৩ হাজার ৫০৪ জন। জার্মানিতে ১৩ হাজার ৪২০ ও ব্রাজিলে ১২ হাজার ৭১৬ জনের শরীরে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা প।ছে। দৈনিক মৃত্যুর নিরিখে জাপানের পরে রয়েছে আমেরিকা। করোনায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশটিতে মারণ ভাইরাসের ছোবলে একদিনে প্রাণ হারিয়েছেন ১৫৯ জন। জার্মানিতে করোনার নতুন বলি হয়েছেন ১০৩ জন।অন্যদিকে নয়াদিল্লিতে, ভারতে করোনা ভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ ১০০-র উর্ধ্বে রয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৩২ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়নি কারও। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৩২ জন।দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে ১ হাজার ৮২০-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৫১,৪২৪ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ।এদিকে, দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ২৮ হাজার ২৫০ জন প্রাপক। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আই সিএমআর) জানিয়েছে, ১০ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১,২৯,৫৮২ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ভারত হল বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধান উৎপাদক দেশঃরাষ্ট্রপতি

কটক, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ওড়িশা সফরের দ্বিতীয় দিনে কটকে জাতীয় ধান গবেষণা কেন্দ্রের দ্বিতীয় ইন্ডিয়া রাইস কংগ্রেস (আইসিএআর)-এর উদ্বোধন করেন। রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে বলেন, কটকের এই গবেষণা কেন্দ্র ধানের উৎপাদনে সাফল্য দেখিয়ে চলেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভারত হল বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধান উৎপাদক দেশ।নিজের বক্তৃতায় এক বিশেষ বায়ো-ফর্টিফায়েড ধানের প্রজাতির কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, নতুন এই দেশীয় উদ্ভাবন ভারতের কৃষিক্ষেত্রকে আরও সমৃদ্ধ করবে। প্রসঙ্গত, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এদিন ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরে পূজার্চনা করেছেন। লিঙ্গরাজ মন্দির পর্যন্ত হেঁটে যাওয়ার সময় সাধারণ মানুষের সঙ্গেও কথা বলেন রাষ্ট্রপতি।

প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন পূরণে মহারাষ্ট্র এক ট্রিলিয়ন ডলারের যোগদান দেবেঃশিন্দে

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি গঠনের স্বপ্নে মহারাষ্ট্র এক ট্রিলিয়ন ডলারের যোগদান রাখবে বলে গত শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্দে জানিয়েছেন। শিন্দে বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কারণেই দেশ দ্রুত উন্নযনের পথে এগোচ্ছে। গত সপ্তাহের বৈশ্বিক সমীক্ষায় বিশ্বের সবচেয়ে বড় নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ বিশ্ব মঞ্চে ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে।গত শুক্রবার, মুম্বই সিএসএমটি স্টেশনে বন্দে ভারত ট্রেনের উদ্বোধন উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী শিন্দে বলেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী এক নম্বর। এটা দেশবাসীর জন্য গর্বের বিষয়। মুম্বই থেকে সোলাপুর এবং মুম্বই থেকে শিরডি পর্যন্ত দুটি বন্দে ভারত সুপারফাস্ট ট্রেন আজ পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হল। মহারাষ্ট্রের জন্য এটি একটি বড় পদক্ষেপ। দীর্ঘদিন অবহেলিত ছিল রেলওয়ের এই অংশটি।মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, মহারাষ্ট্র কখনও ১৩,৫০০ কোটি টাকা পায়নি। এদিকে, এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে মহারাষ্ট্র অনেকটাই লাভ করেছে। সেজন্য আপনাকে মনোযোগ দিতে হবে। আমরা ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার স্বপ্নের সাথে আমাদের এক ট্রিলিয়ন ডলারের লক্ষ্য যুক্ত করার চেষ্টা করব। এর জন্য মহারাষ্ট্রের ১৩ কোটি মানুষের তরফ থেকে অভিনন্দন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুটি বন্দে ভারত সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসের ফ্ল্যাগ অফ করলেন।মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্দে এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে বিঘ্নহর্তা গণেশের একটি মূর্তি এবং বন্দে ভারত সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসের একটি ছবি উপহার দেন। এটি হবে দেশের নবম বন্দে ভারত ট্রেন।

বেঙ্গালুরুতে এনআইএ ভারতীয় উপমহাদেশে আল কায়েদার সঙ্গে জড়িত সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার

বেঙ্গালুরু, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ (আইএসডি) এবং জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ) একটি যৌথ অভিযানে চালিয়ে শনিবার সকালে শহরের থানিসান্দ্র সীমার মঞ্জুনাথ নগর থেকে আল কায়েদার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করেছে। আরিফ হিসাবে চিহ্নিত অভিযুক্ত বেঙ্গালুরুতে একটি সফ্টওয়্যার কোম্পানির কর্মচারী হিসেবে কাজ করছিলেন।নিরাপত্তা সংস্থার সন্দেহ আরিফ গত দুই বছর ধরে আল কায়েদার সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন। তিনি টেলিগ্রাম এবং আল কায়েদা সম্পর্কিত অন্যান্য গ্রুপে সক্রিয় ছিলেন। অভিযুক্তদের গতিবিধির ওপর নজর রাখছে এনআইএ। সংস্থাটি রাজ্যের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগের পুলিশের সাথে যৌথ অভিযান পরিচালনা করে এবং মার্চ মাসে ইরাক হয়ে সিরিয়া যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে।প্রসঙ্গত, এর আগে, উত্তরপ্রদেশ পুলিশের অ্যান্টি-টেরর স্কোয়াড (এটিএস) সাহারানপুর থেকে সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করেছিল। অভিযুক্তকে আজহারউদ্দিন ওরফে চিরাগুদ্দিন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ধাবার মালিককে বুধবার দিল্লিতে তলব ইডি-র

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃকয়লা পাচারকাণ্ডের তল্লাশিতে বালিগঞ্জে টাকা উদ্ধারের ঘটনায় দক্ষিণ কলকাতার এক ধাবার মালিককে তলব করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বুধবার ১৫ ফেব্রুয়ারি তাঁকে দিল্লির ইডি অফিসে গিয়ে হাজিরা দিতে হবে। সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে বেশ কিছু নথিপত্র।ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ কলকাতার ওই ধাবার মালিকের নাম মনজি সিংহ গ্রেওয়াল। তিনি কয়লা পাচারের সঙ্গে জড়িত। অভিযোগ, তাঁর মাধ্যমেই কয়লা পাচারের টাকা সরানোর চেষ্টা করতেন কোনও এক 'প্রভাবশালী' রাজনীতিক।বুধবার দিল্লির ইডি অফিসে মনজিকে নিয়ে যেতে হবে তাঁর পারিবারিক ব্যবসার কাগজপত্র এবং ব্যাঙ্কের নথি।গত বুধবার বালিগঞ্জের একটি বেসরকারি সংস্থার অফিসে রাতভর তল্লাশি চালিয়ে বান্ডিল বান্ডিল নগদ টাকা উদ্ধার করেছিলেন ইডির গোয়েন্দারা। উদ্ধার হওয়া মোট নগদ টাকার পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৪০ লক্ষ। কয়লা পাচারকাণ্ডের তদন্তের সূত্রেই এই বেসরকারি সংস্থাটির খোঁজ মিলেছে বলে দাবি ইডির। ওই সংস্থার মালিক বিক্রম সাকারিয়াকেও ইতিমধ্যে দিল্লিতে তলব করা হয়েছে।ইডি সূত্রে আগেই দাবি করা হয়েছে, মনজি সিংহ গ্রেওয়াল ওরফে জিটি ভাই নামে ওই ব্যক্তির মাধ্যমেই কয়লা পাচারের টাকা সরানোর চেষ্টা করতেন কোনও এক ' প্রভাবশালী রাজনীতিক। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা এই জিটিভাইয়ের দিকেই আঙুল তুলেছেন। তাঁর অভিযোগ, ভবানীপুরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপনির্বাচনে প্রচারের দায়িত্ব সামলেছিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর ভাই কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে জিটি ভাইয়ের ছবিও প্রকাশ করেছেন তিনি। ইডি জানিয়েছে, তাদের কাছে খবর ছিল, কোনও এক ' প্রভাবশালী' রাজনীতিক কয়লা পাচারের টাকা নয়ছয়ের চেষ্টা করছেন। সেই মতো পাতা হয়েছিল ' ফাঁদ তদন্তের সূত্রে উঠে এসেছে মনজিতের নাম।

লোকসভায় নির্মলার অভিযোগকে টুইটারে সমর্থন সুকান্তর

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ লোকসভায় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের অভিযোগকে টুইটে পূর্ণ সমর্থন জানালেন বিজেপি-র পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।সুকান্তবাবু লিখেছেন, ম্যাডাম, আপনার বক্তৃতায় যে রিপোর্টগুলি উল্লেখ করা হযেছে তা এক্কেবারেই সত্য। বিডিও-পঞ্চায়েত প্রধান সমঝোতা শুধু পিএমএওয়াই-জি-এর প্রকৃত সুবিধাভোগীদের বঞ্চিত করেনি। টিএমসি-র সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের আর্থিক অবস্থা নির্বিশেষে জাল সমীক্ষার মাধ্যমে তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে। এটা

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১২ ফেব্রুয়ারি ঃরবিবার, ২৮মাঘ মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১২ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২৮ মাঘ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৮ মাঘ মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলিঃ২৮ মাঘ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হবে। পরে পরিস্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৯.০৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৭.০১এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯০শতকরা এবং ৩৩শতকরা। বৃষ্টি হয়নি শনিবার । জোয়ার- সকাল ১১টা ২০ মিনিট এবং রাত-১১টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-১১টা ২০মিনিট। রাত-১১টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৬ টা ১২ মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজকের দিনেঃ ৫ টা - ৩১মিনিটের মধ্যে হবে আবহাওয়া পরিবর্তন

রাশিফল

মেষ রাশিঃআজ, আপনার স্বাস্থ্য সুস্থ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপনার সুস্বাস্থ্যের কারণে আপনি আজ আপনার বন্ধুদের সাথে খেলার পরিকল্পনা হবে
বৃষ রাশিঃ মানসিক শান্তির জন্য আপনার উত্তেজনার সমাধান করুন। বিবাহের যোগ হবেইআজ
মিথুন রাশিঃআজ কল্যাণকর দিন এবং আপনি হয়তো একটি দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। কাজের যোগ হবে
কর্কট রাশিঃএমন একটি দিন যেখানে হাসি আপনার মুখে সর্বদা লেগে থাকবে এবং অপরিচিত দেরকে পরিচিত বলে মনে হবে।
সিংহ রাশিঃকাজের চাপ আজ কিছুটা চাপ এবং উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারে। কারো কারোর জন্য ভ্রমণ ক্লান্তিকর প্রমাণিত হতে পারে
কন্যা রাশিঃআপনার স্বামী বা স্ত্রীর বিশ্বস্ত হৃদয় এবং সাহসী মেজাজ খুশি দিতে পারে। আর্থিক সংকটে
তুলা রাশিঃকিছু মানসিক চাপ থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনার আর্থিক অবস্থা আজকে অনুকূল বলে মনে হচ্ছে না, এজন্যই আপনার অর্থ সঞ্চয় করা কঠিন হবে। বিদেশ যাত্রা শুভ।
বৃশ্চিক রাশিঃজীবনযাত্রায় উন্নতি হতে পারে আজ। শুভ রং লাল
ধনু রাশিঃ আপনার আশা একটি সুন্দর কোমল সুগন্ধি এবং উজ্জ্বল ফুলের মত প্রস্ফুটিত হবে।
মকর রাশিঃবাচ্চার পড়াশুনো নিয়ে চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই। আর্থিক সঞ্চয় হবেইআজ
কুম্ভ রাশিঃআজ, আপনি আপনার প্রতিশ্রুতিগুলির কোনওটিই পূরণ করতে সক্ষম হবেন না, যা আপনার প্রেমিককে দুর্দশাগ্রস্ত করতে পারে। বিবাহের যোগ হবে
মীন রাশিঃআজ আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই।আপনার চারপাশে থাকা মানুষজন আপনার মনোবল এ দেবে, ব্যয় করতে হতে পারে

আরামবাগ শহরের হাতির তাণ্ডব আহত ২

বনস্পতি দে, আরামবাগ হুগলি,১১ ফেব্রুয়ারি ঃ আরামবাগ শহর এলাকা ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম এলাকাজুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ এলাকায় থরহরি কম্পন কারণ একটা বুনদাতালো হাতি শনিবার সকাল থেকে দলছুট হয়ে আরামবাগ শহর এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তাকে দেখতে পেয়ে লোকেরা ভিড় করতে থাকে। জানা গেল হাতিটি কয়েকটি বাইক ভেঙেছে মানুষজনকে তাড়া করেছে। আরামবাগ পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে কালিপুর এলাকায় গ্রামের দিকে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেছিল সেই হাতি সেই সময় চাষিরা মাঠে চাষ করছিল দূর থেকে হাতি দেখতে পেয়ে সে যার ছুট লাগায় জানা গেল। এক গ্রামবাসী জানালেন একটি লোক হাতি দেখতে পেয়ে তখন হাতিটি মাঠ দিয়ে যাচ্ছিল লোকটি হাতির কাছে গিয়ে নমস্কার করতে যায় সেই সময় হাতিটি তাকে শুঁড় দিয়ে টেনে মাটিতে চেপে ধরে পা দিয়ে পাড়িয়ে দেয় ও পা দিয়ে পিছন দিকে লাথি মেরে লোকটিকে দূরে ফেলে দেয়। হাতিটি ওখান থেকে কিছুটা দূরে যাওয়ার পর গ্রামবাসীরা তাকে উদ্ধার করে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যায় খবর পাওয়া মাত্র বনদপ্তরের অফিসার কর্মীরা আরামবাগ এলাকায় ছুটে আসে। আরামবাগের এসডিপিও অভিষেক মন্ডল থানার আইসি সহ প্রচুর পুলিশ ফোর্স চলে আসে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করতে থাকে বাঁকুড়া মেদিনীপুর থেকে হুলা পার্টি চলে আসে কলকাতা থেকেও আসছে বলে জানা গেছে। বনদপ্তরের অফিসাররা জানালেন বুনো হাতিটিকে বাঁকুড়ার দিকে পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, সঙ্গে মাইকে করে জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তারা যেন হাতির কাছে না যায়।

দলীয় কর্মীর ক্ষোভ বিধায়ক কল্যাণ ঘোষকে ঘিরে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের মুন্সিরহাটে দলীয় কর্মীর ক্ষোভের মুখে পড়লেন হাওড়া সদরের তৃণমূল সভাপতি তথা ডোমজুড় কেন্দ্রের বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ। শনিবার জগৎবল্লভপুরের মুন্সিরহাট এলাকায় একটি রক্তদান শিবিরে এসে ক্ষোভের মুখে পড়েন কল্যাণ। তাঁর গাড়ির সামনে শেখ সইদুল নামে এক কর্মী নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, তৃণমূল করতে গিয়ে জেল খেটেছি অথচ নেতারা আমায় দেখে না। আমি কষ্ট করে থাকি কিন্তু আমি ঘর পাইনি। এই মন্তব্যের পরই অন্য তৃণমূল কর্মীরা সইদুলকে সরিয়ে নিয়ে যায়। পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এই প্রসঙ্গ এড়িয়ে কল্যাণ ঘোষ বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনমুখী প্রকল্প ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। সেজন্য তাঁরা পথে নেমেছেন।

কিশোর ও যুবসমাজকে বইয়ের প্রতি আগ্রহী বাড়াতে শ্যামপুরে বই মেলা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ ছাত্রছাত্রী তথা কিশোর ও যুবসমাজকে বইয়ের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে হাওড়া জেলার শ্যামপুরের নাওদা নয়নচন্দ্র বিদ্যাপীঠের নবতম প্রয়াস বইমন মেলা। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এডুচেঞ্জএর সহায়তায় ১০ই ও ১১ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে এই বইমেলা। ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও আশেপাশের মানুষজনের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। তাঁরা উপস্থিত হয়ে বই দেখছেন ও কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। কলকাতায় এখন চলছে আন্তর্জাতিক বইমেলা। তারই কিছুটা আস্বাদ পাচ্ছে এই প্রত্যন্ত এলাকার ছাত্রছাত্রী তথা মানুষজন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শ্যামপুর উত্তর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শীকা মাননীয়া মধুরিমা দাস, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অরুনাভ বাজানি, বিদ্যালযের পরিচালন সমিতির সভাপতি তাপস কুমার পাল, শিক্ষক প্রসেনজিৎ বিশ্বাস সহ বিদ্যালযের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী বৃন্দ।

ফের চোখ রাঙাচ্ছে কোভিড! দুদিনে শহরে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত ২

কলকাতা,১১ ফেব্রুয়ারি ঃ বর্তমানে কোভিড পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। কোভিড আতঙ্ক কাটিয়ে আবার আগের মতো মাস্ক ছাড়া সাধারণ জীবনযাপন শুরু করেছে রাজ্য তথা সারা দেশের মানুষ। কিন্তু, ফের রাজ্যে কোভিড আক্রান্ত হয়ে ২ জনের মৃত্যু ঘটল। যার মধ্যে একজন শিশু এবং একজন বয়স্ক মহিলা। দুদিনের মধ্যেই এই দুজনের মৃত্যু হয়েছে। সাম্প্রতিককালে রাজ্যে কোভিডে এই দুটি প্রথম মৃত্যু বলে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর। ফলে রাজ্যে ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে কোভিড আতঙ্ক।জানা গিয়েছে, মৃত দুজনের মধ্যে রয়েছে মৃত্যু হয়েছে ৫ বছরের এক শিশুপুত্র এবং ৮১ বছরের এক মহিলার। আদতে বিহারের বাসিন্দা ওই মহিলার নাম প্রমীলা দেবী। আজ, শনিবার বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। আর গত বৃহস্পতিবার বিসি রায় হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে ৫ বছরের শিশুপুত্রের। লেক টাউনেছিল এবং তার জেরেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। বেশ কয়েকদিন ধরে হাসপাতালের ক্রক্ষ্ট তে চিকিৎসাধীন ছিল শিশুটি। ভেঃিটলেশনে রাখা হয়েছিল। কিন্তু, বাঁচানো যায়নি। অন্যদিকে, প্রমীলা দেবীও কোভিড আক্রান্ত হয়ে বেলেঘাটা হাসপাতালে কয়েকদিন ভর্তি ছিল। এদিন হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হয়।প্রসঙ্গত, মাস কয়েক আগে কোভিড ভাইরাসের নয়া প্রজাতি ওমিক্রন দেশে আতঙ্ক ছড়ালেও রাজ্যে বিশেষ কোনও প্রভাব ফেলেনি। অধিকাংশেরই কোভিড ভ্যাকসিনের ডবল ডোজ এবং বুস্টার ডোজ নিয়ে থাকার ফলে এবারে খুব একটা প্রভাব ফেলেনি কোভিড। কিন্তু, ইদানিংকালে আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ফের জ্বর, সর্দি, কাশি, মাথাব্যথায় আক্রান্ত হচ্ছেন অনেকেই। এটা কোভিড ভাইরাসের নয়া প্রজাতির প্রভাব বলে ইতিমধ্যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

হাওড়ার জগাছায় মৃত স্ত্রী'র পচাগলা মৃতদেহ আগলে রেখেছিলেন স্বামী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রায় তিন দিন ধরে মৃতা স্ত্রী'র পচাগলা মৃতদেহ ঘরের মধ্যে আগলে রেখেছিলেন তাঁর স্বামী। হাওড়ার জগাছার ঘটনায় চাঞ্চল্য। কলকাতার রবীনসন স্ট্রিটের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হাওড়ার জগাছায়। স্থানীয় নন্দীপাড়ায় প্রায় তিন দিন ধরে স্ত্রীর মৃতদেহ আগলে রেখেছিলেন স্বামী। পুলিশ সূত্রের খবর, স্ত্রী মারা গিয়েছেন সম্ভবত দিন তিনেক আগেই। সেই পচাগলা মৃতদেহ আগলে বসেছিলেন তাঁর স্বামী। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় জগাছায়। জানা গেছে, বয়স্ক ওই দম্পতি থাকেন জগাছার বাড়িতে। তাঁদের মেয়ে কর্মসূত্রে থাকেন হায়দ্রাবাদে। শনিবার সকালে বন্ধ ঘর থেকে দুর্গন্ধ পেয়ে স্থানীয়েরা পুরসভার স্বাস্থ্যকর্মীদের মারফত খবর দেন থানায়। জগাছা থানার পুলিশ এসে দরজা ভেঙে মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতার নাম তপতী চক্রবর্তী (৬৭)। তাঁর স্বামী তুষার চক্রবর্তী (৭৪)। কিভাবে তপতীদেবীর মৃত্যু হয়েছে পুলিশ তা তদন্ত করে দেখছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।এদিন সকালে পুরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা এলাকায় আসেন সার্ভে করতে। নন্দীপাড়ায় তুষার চক্রবর্তীর (৭৪) বাড়িতে দরজা নক করতে গিয়ে তাঁরা দুর্গন্ধ পান। দরজা কেউ খোলেনি। খবর দেওয়া হয় পুলিশে।জগাছা থানার পুলিশ এসে শাবল দিয়ে দরজা ভেঙে দেখেন তুষারবাবু ঘরের মেঝেতে বসে রয়েছেন। ঘর থেকে উদ্ধার হয় তাঁর স্ত্রী তপতীর পচাগলা দেহ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অসুস্থ ছিলেন দু'জনেই। তুষারবাবু বয়সজনিত কারণে কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। তাদের

একমাত্র মেয়ে বিবাহিত। থাকেন হায়দ্রাবাদে। মেয়েকেও খবর দেওয়া হয়েছে। এদিনের ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত তপতী চক্রবর্তী সম্ভবত প্রায় ৩-৪ দিন আগে মারা গিয়েছেন। অসুস্থ অবস্থায় মৃতার স্বামী তুষার চক্রবর্তীকে এদিন হাওড়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদিনের ঘটনা সম্পর্কে পরিবারের সদস্য নীহারকান্তি চক্রবর্তী বলেন, দাদা বৌদি অনেকদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। কয়েক দিন ধরে খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। শুক্রবারেও এসেছিলাম। প্রতিবেশীদের অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকির পর সাড়া পাওয়া যায়নি। আমি একটু দূরে থাকি। যতটুকু সম্ভব যোগাযোগ রাখতাম। দিন ৪-৫ ধরে খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। যখন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না তখন এসে আওয়াজ করা হয়েছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টার পরেও দরজা খোলেনি। মেয়ে, জামাই খবর নেয়নি। ভাই হিসেবে এই বয়সে অনেক চেষ্টা করেছি। অন্যদিকে, এদিনের ঘটনা নিয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার এক কর্মী জানান, ভেবেছিলাম ভিতরে আছেন। ওরা সকলে সুস্থ আছেন। কিন্তু এমন অবস্থা এসে দেখলাম। খুব খারাপ লাগছে। হাওড়া পুরনিগমের স্বাস্থ্যকর্মী সুকান্তা কুন্ডু বলেন, এদিন প্রথমে ওনাকে ডাকা হল। কিন্তু কেউ সাড়া দেননি। পরে কাকু সাড়া দেন। তিনি আমাদের ডাক্তার ডাকতে বারণ করেন। এই পরিস্থিতিতে জানালা খুলে দেখার চেষ্টা করি। কিন্তু কিছু দেখতে পাওয়া যায়নি। এরপর ঘটনাটি আমাদের সুপারভাইজারকে জানানো হয়। সুপারভাইজার থানায় খবর দেন। থানা থেকে পুলিশ এসে দরজা ভেঙে দেহ উদ্ধার করা হয়। দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকলে দেখা যায় তুষারবাবু নোংরা মাখা অবস্থায় পড়ে আছেন। পাশের ঘরেই ওনার স্ত্রীর পচাগলা মৃতদেহ পড়ে ছিল।

নাবালক থাকাকালীন একটি ধর্ষণের অভিযোগে সাবালক অবস্থায় বিশ বছর পরে গ্রেফতার দক্ষিন বারাসাত থেকে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ নাবালক অবস্থায় এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে প্রায় কুড়ি বছর পরে সাবালক অবস্থায় সেই সময়ের ওয়ারেন্টের ভিওতিতে শুক্রবার এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানার পুলিশ আদালতে পাঠালো শনিবার। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, ২০০৩ সালে জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশতের উওর খাটসারার ১৬ বছরের এক কিশোর প্রতিবেশী ১৩ বছরের এক নাবালিকা মেয়েকে বাড়িতে ডেকে ধর্ষণ করে। আর তখন ঐ নাবালিকা মেয়েটির চিৎকারে পাড়া প্রতিবেশীরা ঐ নাবালক কিশোরটিকে আটকে পুলিশকে খবর দেয়।সেই সময় জয়নগর থানা থেকে আদালতে তোলা হলে হোমে পাঠানো হয়। তার পরে হোম থেকে কিশোরটি সাবালক হয়েই পালিয়ে যায়। আর

২০০৯ সালে তখন ওয়ারেন্ট বের হয় ছেলেটির নামে।এবং সেই ওয়ারেন্টের ভিওতিতে শুক্রবার জয়নগর থানার এস আই সায়ন ভট্টাচার্য জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশতের উওর খাটসারার বাড়ি থেকে সমীর মন্ডল(৩৬) নামে এক যুবক (তৎকালীন সময়ে ১৬ বছরের কিশোর) কে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। শনিবার ধৃতকে জয়নগর থানা থেকে গড়িয়ার জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে পাঠানো হয়। আর তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা তৎকালীন অভিযোগের তদন্তের কাজ চালাচ্ছে জয়নগর থানার তদন্ত কারী টিম।

হাওড়ায় মোবাইল লোক আদালত

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ জাতীয় লোক আদালত দিবসকে সামনে রেখে শনিবার হাওড়ায় গোলাবাড়ি ট্রাফিক গার্ডের সামনে 'মোবাইল লোক আদালত' এর আয়োজন করা হয়। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির তত্ত্বাবধানে হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিসেস অথরিটি এবং হাওড়া সিটি পুলিশ ট্রাফিক বিভাগের যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নালসা গাইডলাইনের নির্দেশেই হয় এদিনের কর্মসূচি।

প্রয়াত বরিষ্ঠ সাংবাদিক জি শেখরন নায়ার

তিরুবনন্তপুরম, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ মারা গেলেন প্রবীণ সাংবাদিক তথা মাতৃভূমি দৈনিকের প্রাক্তন তিরুবনন্তপুরম ব্যুরো চিফ জি শেখরন নায়ার। শনিবার স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে মারা যান বলে পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর এবং সম্প্রতি তিনি হৃদরোগের জন্য চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি ১৯৮০ সালে মাতৃভূমিতে যোগ দিয়েছিলেন এবং বেশ কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন ব্যুরো এবং সুপরিচিত দৈনিকের ডেস্কে কাজ করেছেন। তাঁর গভীর অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন এবং রাজনৈতিক লেখার জন্য পরিচিত ছিলেন। নায়ার স্বাস্থ্য এবং হাউজিং-বোর্ড সহ বিভিন্ন সরকারি বিভাগে দুর্নীতির বিষয়ে বেশ কয়েকটি সংবাদ সিরিজও লিখেছেন যা ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। নায়ার দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনটি রাষ্ট্রীয় মিডিয়া পুরস্কার সহ ৩০ টিরও বেশি সম্মান পেয়েছেন। তিনি তিরুবনন্তপুরম প্রেসক্লাব এবং কেরল সাংবাদিক ইউনিয়নের কার্যবাহক হিসেবেও কাজ করেছেন।

উত্তর পূর্ব রেলের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

গোরখপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের (নর্সা) তত্ত্বাবধানে, অফিসার এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য পঞ্চম ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ১২, ২০২৩ পর্যন্ত সৈয়দ মোদী রেলওয়ে স্টেডিয়াম, গলফ কোর্স এবং রেলওয়ে অডিটোরিয়ামে, গোরখপুরে অনুষ্ঠিত হবে।

কৃষি এবং আবহাওয়া বিষয়ক সাংবাদিকতার উপর জোর দেওয়া দরকারঃ জিতেন্দ্র তিওয়ারি

বেগুসরাই, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ কৃষি সাংবাদিকতা আজ কোথাও হারিয়ে গিয়েছে। আজকাল সাংবাদিকরা রাজনীতি ও অপরাধের খবরে অনেক বেশি মনোযোগ দিতে শুরু করেছেন, যার কারণে সমাজেও ভাঙন দেখা দিয়েছে বলে মনে করেন বরিষ্ঠ সাংবাদিক তথা বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচারের সম্পাদক জিতেন্দ্র তিওয়ারি। শনিবার বিহারের বেগুসরাইয়ে দুদিনের মিডিয়া কর্মশালার প্রথম দিনে নিজের বক্তব্যে তিনি বলেন, বর্তমানে রাজনীতি ও অপরাধের খবরের পাশাপাশি কৃষি ও আবহাওয়াবিদ্যার সাংবাদিকতার ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। কর্মশালায় তিনি আরও বলেন, পাঠকরা কৃষি বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে সংবাদগুলি খুব আগ্রহের সাথে পড়েন এবং স্মৃতির আকারে তাদের মনে রাখে। আজ যে ধরনের সাংবাদিকতা বাড়ছে। তিনি শিবরাম শঙ্কর ওরফে দাদাসাহেব আপ্তে, বালেশ্বর আগরওয়াল, শ্রীকান্ত শঙ্কর জোশী, বাপুরাও লেলে এবং বহুভাষী সংবাদ সংস্থার বর্তমান গ্রুপ সম্পাদক রাম বাহাদুর রায়ের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এনারা ব্যক্তিত্বের কারণে একটি ছোট চারা থেকে আজ বটবৃক্ষের আকারে গড়ে উঠেছে। খ্যাতি দেশ থেকে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়কে স্মরণ করে তিনি বলেন, আজ তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী এবং এটি একটি সুন্দর কাকতালীয় যে রামধারী সিং 'দিনকর'-এর ভূমি বেগুসরাইয়ে এই দুদিনের কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়েছে।

বিভিন্ন খাবার নিয়ে খাদ্য মেলা শুরু হয়েছে উত্তর হাওড়ায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ বর্ধমানের মিহিদানা, শক্তিগড়ের ল্যাংচা, আপনজনের ফিসফ্রাই সহ বিভিন্ন জিভে জল আনা খাবার নিয়ে খাদ্য মেলা শুরু হয়েছে উত্তর হাওড়ায়। উত্তর হাওড়ায় নতুন মন্দির সংলগ্ন সঙ্ঘশ্রী ময়দানে শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে খাদ্য মেলা। এলাকার বিধায়ক গৌতম চৌধুরীর উদ্যোগে আয়োজিত ওই খাদ্য মেলায় কলকাতা হাওড়ার প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলোর পাশাপাশি বিভিন্ন নামী রেঁস্তোরার স্টল দেওয়া হয়েছে। ফুচকা থেকে ফালুদা কিংবা বিরিয়ানি থেকে লিট্টি চোখা সবই পাওয়া যাচ্ছে উত্তর হাওড়ায় প্রথম এই খাদ্য মেলায়। প্রথমে তিন দিনের জন্য মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু প্রথম দিন থেকেই মানুষের উপস্থিতি এবং ব্যাপক চাহিদার কথা মাথায় রেখে মেলা ১৪ ফেব্রুয়ারী ভ্যালেঃটাইন্স ডে পর্যন্ত বর্ধিত করা হতে পারে উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে জানা গেছে। মেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চে প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকছে বিশিষ্ট শিল্পীদের নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। মহিলাদের জন্য থাকছে রান্না প্রতিযোগিতা। বিধায়ক গৌতম চৌধুরী বলেন, বাঙ্গালি ভোজন রসিক। খেতে ভালবাসে। আমরা বাংলার সমস্ত জায়গা থেকে সমস্ত দোকান একসঙ্গে নিয়ে বনেদিয়ানা বজায় রাখার চেষ্টা আরেছি। যা যা পুরানো খাবার রয়েছে বর্ধমানের মিহিদানা, শক্তিগড়ের ল্যাংচা, আপনজনের ফিসফ্রাই সহ বিভিন্ন খাবার নিয়ে খাবারের মেলা করা হয়েছে। সকলেই আনন্দ করবে। আমরা চাইছি সকলেই আনন্দ করুক।

যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য শিয়ালদহ স্টেশনে আধুনিক এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ 'অভনন্দন'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩শ্রী নরেন্দ্র মোদী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নতুন ভারতের জন্য 'DTH' (উন্নয়ন, রূপান্তর, হারমনি) মডেল স্থাপন করেছেন। এই দিকে অগ্রসর হয়ে, ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মের পাশে শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশনে সদ্য পরিবর্তিত এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ 'অভিনন্দন' শিয়ালদহে যাত্রীদের জন্য একটি শান্ত পরিবেশ প্রদান করে। কাঠের কার্ভ, উজ্জ্বল আলো, সমানভাবে ছড়িয়ে থাকা সোফা, বুক র‍্যাক এবং গরম কফি সবই যাত্রীদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। যাত্রীদের আরাম বাড়ানোর জন্য ইআর-এর ক্রমাগত প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে স্টেশন এলাকার পরিবেশ উন্নত করার জন্য ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মের পাশে শিয়ালদহ স্টেশনে রূপান্তরিত ওয়েটিং লাউঞ্জটি সর্বাত্মক আরাম, স্বাস্থ্যবিধি এবং সুযোগসুবিধা নিয়ে এসেছে। বসার ব্যবস্থা সহ ২য় শ্রেণীর ওয়েটিং লাউঞ্জ বিনামূল্যে যেখানে উচ্চ শ্রেণীর ওয়েটিং লাউঞ্জ প্রতি ঘন্টায় ১০ টাকা নামমাত্র চার্জে আরামদায়ক বসার ব্যবস্থা করে। এছাড়াও, ম্যাসাজ চেয়ার, ফিশ স্পা এবং স্বল্প ঘুমের জন্য সম্পূর্ণ বিছানার মতো এলাকার্টে সুবিধাগুলি নামমাত্র চার্জে পাওয়া যায়। পেমেন্টের ভিত্তিতে ওয়েটিং লাউঞ্জে যাত্রীদের খাবার ও পানীয়ও পাওয়া যায়।এছাড়াও, ছাদে একটি টেরেস ক্যাফেটেরিয়া খোলা হয়েছে যেখানে কলকাতার ঐতিহ্যের মতো সব আসবাবপত্র যেমন হাতে টানা রিকশা কার্ট, টেরেস গার্ডেন সহ গ্যাস জ্বালা আলো সহ যাত্রীরা সুস্বাদু খাবার পেয়ে পরিবারের সাথে তাদের অপেক্ষার সময় উপভোগ করার জন্য উপলব্ধ রয়েছে। কাউন্টার থেকে মোট প্যাকেজটি স্বপ্নদ্রষ্টাদের জন্য মরূদ্যানের মতো, যারা শিয়ালদহে একটি আধুনিক স্টেশনের কথা ভাবছেন, যেখানে সব ধরনের আরাম ও সুবিধা রয়েছে।

বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের সুরক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থার দাবি

ঢাকা,বাংলাদেশ ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের সুরক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা দাবি হিন্দু মহাজোটের তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আইন প্রণয়নের দাবি জানিয়েছেন হিন্দু নেতারা। এ ছাড়া বিভিন্ন সময় ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিচার দ্রুত শেষ করাসহ নানাবিধ সংকটের আশু সমাধানের দাবিও জানান তারা। ৫ ফেব্রুয়ারিরবিবার ঢাকা মহানগর নাট্যমঞ্চে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব দাবি জানানো হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বিভিন্ন বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ।ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সর্বভারতীয় সহসভাপতি দিলীপ ঘোষ। শুভেচ্ছা বক্তব্যে তিনি বলেন, 'ভারত বাংলাদেশের ইতিহাস একই সূত্রে গাঁথা। আলাদা দুটি ভূখণ্ড সত্ত্বেও দুই দশের জনগণের সংস্কৃতি ও পরম্পরাও অভিন্ন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজতজয়ন্তীর সাথে ভারত বাংলাদেশের বন্ধুত্বেরও রজতজয়ন্তী পূর্ণ হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে ছিলাম, ভবিষ্যতেও থাকব।'সম্মেলনে অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের সভাপতি হাসানুল হক ইনু এম পি বলেছেন, 'মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু এ দেশে অসাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করেছিলেন। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সবাই বাঙালি হয়ে যুদ্ধ করেছিল, জয় বাংলা বলে আত্মাহুতি দিয়েছিল। কিন্তু একাত্তরের পরাজিত শক্তি বিভিন্ন সময় সাম্প্রদায়িকাতে পুনর্বাসিত করার চেষ্টা করেছে। সংবিধানে এখনো সাম্প্রদায়িকতার ছাপ রয়েছে, সামরিক শাসনের ছাপ রয়েছে। তাই অসাম্প্রদায়িক দেশ গঠনে বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যাওয়ার বিকল্প নেই।'সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি আরো বলেন, 'বিএনপি জামায়াতের সাম্প্রদায়িক আস্ফালনের বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজন ধর্মীয় সংখ্যালঘু কমিশন। সাম্প্রদায়িক আগ্রাসনের সকল ঘটনার দ্রুত বিচার সম্পন্ন করে দোষীদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে।'সম্মেলনে জাতীয় হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব গোবিন্দ প্রামাণিক বলেন, 'দেশে হিন্দু জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৭.৯ শতাংশে নেমেছে। বিভিন্ন স্থানে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা হলেও প্রতিবাদ হয়েছে নামমাত্র। জাতীয় সংসদে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। এ জন্য সংখ্যানুপাতিক তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য সংসদীয় আসন নির্ধারণ করতে হবে।'সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধে আইন প্রণয়নের দাবি জানিয়ে গোবিন্দ প্রামাণিক বলেন, 'দেশের সাধারণ মানুষ সাম্প্রদায়িক নয়, কিন্তু একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর ভাবাদর্শ সাম্প্রদায়িক। কমিশন গঠন করে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী কর্তৃক নির্যাতনের ঘটনাগুলোর বিচার দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ঘিরে সাম্প্রদায়িক হামলা ঠেকাতে প্রয়োজন কার্যকর আইন।'সম্মেলনে সারা দেশ থেকে আগত হিন্দু মহাজোটের চার হাজার নেতাকর্মী ও সমর্থকের জন্য মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করে দেশের বৃহত্তম শিল্প গ্রুপ বসুন্ধরা। এ জন্য বসুন্ধরা গ্রুপ ও গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সায়েম সোবহান আনভীরের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন হিন্দু নেতারা। বসুন্ধরা গ্রুপের পক্ষ থেকে এ খাবার হস্তান্তর করেন কালের কণ্ঠ'র উপসম্পাদক হায়দার আলী এবং নিউজটোয়েঃিটফোর টেলিভিশনের ডেপুটি চিফ নিউজ এডিটর আশিকুর রহমান শ্রাবণ।এ সময় হায়দার আলী বলেন, মানবতার স্বার্থে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের সঙ্গে সব সময়ই থাকে বসুন্ধরা গ্রুপ। ভবিষ্যতেও এই সহযোগিতা অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার করেছেন বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েম সোবহান আনভীর।হিন্দু মহাজোটের সভাপতি অ্যাডভোকেট বিধান বিহারী গোস্বামীর সভাপতিত্বে সম্মেলনে আরো বক্তব্য দেন জাতীয় পার্টির কো চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট সালমা ইসলাম, কো চেয়ারম্যান সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা, কলকাতার দৈনিক আজকাল পত্রিকার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক তরুণ চক্রবর্তী।

সেক্টর ফাইভে নিরাপত্তারক্ষীর রহস্যমৃত্যু তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ আইটি সেক্টর সল্টলেক সেক্টর ফাইভের একটি অফিসে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল এক নিরাপত্তারক্ষীর । মৃতের নাম কমলেশ চট্টোপাধ্যায়। শনিবার ঘটনাটি সেক্টর ফাইভের ওয়েবেল টেকনোলজির ভবনে। এটি আত্মহত্যার ঘটনা নাকি কোনও দুর্ঘটনার কারণে ওই ব্যক্তি মারা গিয়েছেন, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে বিধাননগর ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, এদিন সকালে কাজে এসেই অস্বাভাবিক আচরণ করছিলেন কমলেশ । প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সকাল থেকেই উত্তেজিত ছিলেন কমলেশ, দরদর করে ঘামছিলেন তিনি । উত্তেজিত হয়ে তাঁকে হাঁটাহাঁটি করতে ও ফোনে কথা বলতেও দেখা যায় তাঁকে । এক সময় তিনি জামাকাপড় খুলে বাথরুমে চলে যান । পরে সেখান থেকেই তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় । নিয়ে যাওয়া হয় বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে। সেখানেই চিকিৎসা চলাকালীন কমলেশ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়।

রিউমাটোলজি এবং নিউরো-মাসকুলার রিহ্যাবিলিটেশন ইনস্টিটিউট আইএলএআর থেকে স্বীকৃতি পেয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ সম্প্রতি সাতকৃত হেলথকেয়ার ইনস্টিটিউট অফ রিউমাটোলজি অ্যান্ড নিউরো মাসকুলার রিহ্যাবি লিটেশন (এসআইআরএনআর), রিউমা টোলজি রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার জন্য মস্কুলোস্কেলেটল এবং ভাস্কুলার আল্ট্রাসাউন্ড প্রশিক্ষণের জন্য ইন্টারন্যাশনাল লীগ অফ অ্যাসোসিয়েশন ফর রিউমাটোলজি (আইএলএআর) দ্বারা স্বীকৃত পেয়েছে। মঙ্গলবার কলকাতা মেট্রোপলিটনে সাতকৃত হেলথকেয়ার আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা করা হয়।রিউমাটোলজির অটোইমিউন অবস্থা যেমন আর্থ্রাইটিস (জয়েন্টের প্রদাহ) এবং ভাস্কুলাইটিস (রক্তনালীর প্রদাহ) জন্য রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা সমাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যাতে তারা সঠিক রোগ নির্ণয় করতে পারে, যখন একটি অব্যক্ত চিকিৎসা অবস্থার সম্মুখীন হয়।কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলে রেডিওলজিস্ট, সোনোলজিস্ট এবং অ্যাসোসিয়েটেড হেলথ কেয়ার পেশাদারদের জন্য প্রকল্পটির নাম মাস্কুলোস্কেলেটল আল্ট্রাসাউন্ড (এমএসইউএস) এবং ভাস্কুলার আল্ট্রাসাউন্ড (ভিইউএস) প্রশিক্ষণ কর্মশালা। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল রেডিওলজিস্ট, সোনোলজিস্ট, নার্স এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য পেশাদারদের পেশীবহুল আল্ট্রাসাউন্ড (এমএসইউএস) এবং ভাস্কুলার আল্ট্রাসাউন্ড (ভিইউএস) প্রশিক্ষণ প্রদান করা, যাতে তারা রোগীদের এই ডায়াগনস্টিক পরিষেবাগুলি কার্যকরভাবে এবং সঠিকভাবে প্রদান করতে পারে।প্রতিটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে এমএসইউএস এবং ভিইউএস এর মূল ডায়াগনস্টিক পরিষেবার অংশ হওয়া একটি প্রধান অপ্রয়োজনীয় প্রয়োজন, যাতে চিকিৎসক, অর্থোপেডিক সার্জন এবং চিকিৎসক, রিউমাটোলজিস্ট, ইন্টার্নিস্টদের এই রিপোর্টগুলির জন্য প্রস্তুত অ্যাক্সেস থাকে এবং তারা

আরও ভাল রোগ নির্ণয় করতে এবং বিহিত করতে সক্ষম হয়। .সংবাদ সম্মেলন আলাপকালে অধ্যাপক ডাঃ ভাস্কর দাশগুপ্ত বলেন, আমাদের ইনস্টিটিউটটি রিউমাটোলজি এবং পুনর্বাসনের জন্য একটি উৎকর্ষ কেন্দ্র। সঠিক জ্ঞানই সঠিক চিকিৎসা। এবং আমরা আইএলএআর দ্বারা স্বীকৃত হয়েছি। আমরা কলকাতায. রেডিওলজিস্ট, সোনোলজিস্ট, নার্স এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য পেশাদারদের তাদের ক্ষেত্রে তাদের উন্নতির জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করছি। অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে, সাতকৃত হেলথকেয়ারের মালিক শ্রী সিদ্ধার্থ তাঁতিয়া বলেন, সাতকৃত হেলথকেয়ার বিশ্বমানের, অত্যাধুনিক প্রিমিযাম সুবিধা প্রদানের জন্য গর্বিত। আমরা এসআইআরএনআর কে রিউমাটোলজি এবং নিউরোমাসকুলার রিহ্যাবিলিটেশনের চিকিৎসার আন্তর্জাতিক মান পূরণে উৎকর্ষ কেন্দ্রে পরিণত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা জনগণের কাছ থেকে খুব ভালো সাড়া পাচ্ছি। আমাদের ইনস্টিটিউট থেকে সমস্ত প্রয়োজনীয় চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় যত্ন পেয়ে সমস্ত রোগী খুব খুশি।এই প্রকল্পের নেতৃত্বে আছেন অধ্যাপক ডাঃ ভাস্কর দাশগুপ্ত, এমডি, এফআরসিপি, চেয়ারম্যান এসআইআরএনআর, কনসালট্যান্ট রিউমাটোলজিস্ট। অধ্যাপক ডাঃ পরাশর ঘোষ, এইচওডি (সিআই ইমিউনোলজি এবং রিউমাটোলজি) এবং ডাঃ রশ্মি রুংটা, ডিএম (সিআই ইমিউনোলজি এবং রিউমাটোলজি)। প্রকল্পটিতে ১২টি এমএসইউএস এবং ভিইউএস প্রশিক্ষণ কর্মশালা থাকবে, ৬টি বৃহত্তর কলকাতা এলাকায় (সল্টলেক, দক্ষিণ কলকাতা এসএসকেএম, উত্তর কলকাতা আরজি কর, বারাসত, গড়িয়া, হাওড়া) এবং ৬টি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শহরঅঞ্চলে। প্রতিটি কর্মশালা ২ দিন ধরে অনুষ্ঠিত হবে। ফেব্রুয়ারি ২০২৩ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ১২টি কর্মশালা পরিচালিত হবে, প্রতি ত্রৈমাসিকে ৩ থেকে ৪টি কর্মশালা হবে। সংবাদ সম্মেলনে অধ্যাপক ডাঃ ভাস্কর দাশগুপ্ত, বিখ্যাত রিউমাটোলজিস্ট লন্ডন থেকে ডাঃ কৃষ্ণ পোদ্দার, সিনিয়র পেইন স্পেশালিস্ট হেড, কলকাতা পেইন ক্লিনিকউপেস্থিতছিলেন।

রেললাইনের ধার থেকে দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ রেললাইনের ধার থেকে উদ্ধার হল এক ব্যক্তির দেহ। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার গভীর রাতে। শনিবার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার দাসনগরের বালিটিকুরি রেল লাইনের ধারে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে মৃত ব্যক্তির নাম আব্বাস আলম। বাঁকড়ায় তার শ্বশুরবাড়ি। অনুমান সেখান থেকে শুক্রবার রাতে তিনি দাসনগরের রেল লাইন ধারে গিয়েছিলেন। সেখানেই সম্ভবত ট্রেনে কাটা পড়েন ওই ব্যক্তি। ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে দাশনগর থানার পুলিশ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ৭৩ সংখ্যা, রবিবার, ২৮ মাঘ ১৪২৯

পাক সরকার চালায় সেনা এবং জঙ্গি!

সম্পাদকীয় ১

ভারতের গুপ্তচর সংস্থা 'র' জানতো যে পাকিস্তানে লাদেন ও দাউদের অবস্থান। সেকথা ভারতের পক্ষ থেকে বারবার পাকিস্তানকে জানানো হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান তখন পুরো ব্যাপারটা অস্বীকার করতো। লাদেন যে পাকিস্তানে আশ্রয় গ্রহণ করে রয়েছে সেটা যেমন আমেরিকার সিআইএ জানতো, ঠিক তেমনি ভারতের গুপ্তচর সংস্থা 'র' পুরো ব্যাপারটা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল। আমেরিকার বহু বার পাকিস্তানকে বলেছিল লাদেন কোথায় রয়েছে তা জানাক। কিন্তু পাকিস্তান সেই সময়ে লাদেনের অবস্থান পাকিস্তানে নেই তা জানাতে কসুর করেনি। কিন্তু আমেরিকা পাকিস্তানের কথাকে বিশ্বাস না করে ক্রমাগত তারা তল্লাশির কাজ চালিয়ে গিয়েছিল লাদেন কোথায় আছে। পরে আমেরিকার যখন লাদেনের খোঁজ পেয়ে তাকে নিহত করে আমেরিকার নিয়ে গেল তখন পাকিস্তান কোনও কথা বলতে পারেনি। বহু অনুসন্ধান করে লাদেনের খোঁজ পেয়েছিল আমেরিকা। পাকিস্তান জানতো যে আমেরিকার সারা বিশ্ব জুড়ে লাদেনের খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছে। সেই কারণে লাদেনকে এমন একটি স্থানে রাখা হয়েছিল তা ছিল জনবসতি থেকে বহু দূরে। সেখানে কোনও লোকের বাসস্থান আশপাশে ছিল না। একটি নির্জন জনবসতিহীন এলাকায় লাদেনকে রাখা হয়েছিল। পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই লাদেনের থাকার পুরো ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণ করতো। তাদের তত্ত্বাবধানে লাদেনকে থাকার আস্তানা তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল। আমেরিকা তাদের গুপ্তচর উপগ্রহ মারফৎ এবং গুপ্তচর বিমান মারফৎ পাকিস্তানে আইএসআইয়ের বহু কর্তাদের ওপরে নজর রাখতে গিয়ে ছবিতে ধরা পড়ে যায় লাদেন কোথায় রয়েছে। যেভাবে আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকা ঘেঁষা আব্বত্তোবাদে একটি নির্জন বাড়িতে লাদেন বসবাস করছিল সেটা ছবিতে ধরা পড়ে যায়। আমেরিকা এ ব্যাপারে আরও নিশ্চিত হতে সেখানকার স্থানীয় কয়েকজনের সহায়তা গ্রহণ করে। তবে কাদের সহায়তা পেয়ে লাদেনের অনুসন্ধান পেয়েছিল তা আমেরিকার সিআইএ'য়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়নি। আমেরিকা যেদিন নিশ্চিত হয়েছিল লাদেন পাক আফগান সীমান্তে রয়েছে তখন সময় নষ্ট না করে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে লাদেনকে মৃত অথবা জীবিত ধরে আমেরিকায় নিয়ে আসা। জীবিত লাদেনের চেয়ে মৃত লাদেনকে ধরার প্রতি বেশি করে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল আমেরিকা। জীবিত লাদেন ধরতে আনলে তাকে আবার আমেরিকার আদালতে তুলতে হবে। বিচার হওয়ার পর তার শাস্তি হবে। সেটা আমেরিকার সিআইএ চায়নি। ফলে মৃত লাদেনকে তাদের খুব প্রয়োজন ছিল। বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিল জঙ্গি কার্যকলাপ করলে কীভাবে শাস্তি পেয়ে হয়। পাকিস্তান বরাবরই একথাকে অস্বীকার করে এসেছে। পাকিস্তানের প্রশাসন চালায় সেখানকার সেনা এবং জঙ্গিরা মিলে তার প্রমাণ বহু বার পাওয়া গিয়েছে।

দেশের পরিবর্তিত শিক্ষানীতি...

সম্পাদকীয় ২

বিদ্যাসাগরের দ্বিশতবর্ষ জন্মদিবস বছর পার হয়ে গেল। বিদ্যাসাগরের শিক্ষা নীতিই ছিল মাতৃভাষার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষা চালু রাখা। কারণ ইংরেজি ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষা। এই ভাষায় কথা বলতে বা লিখতে পড়তে পারলে সারা বিশ্বকে চেনা এবং জানা সম্ভব হয়। যিনি ইংরেজি ভাষা জানেন না তিনি ভালো করে সারা বিশ্বটাকে জানতে এবং চিনতে পারেন না। ফলে ইংরেজি জানা অতি অবশ্যই প্রয়োজন। বিদ্যাসাগর যখন বাবার হাত ধরে কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি তখন যেমন সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করছিলেন পাশাপাশি তিনি সেই সময়ে ইংরেজি ভাষার প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন। বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বেশি বয়সে ইংরেজি ভাষা শেখার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি জানতেন, সেই সময়ে একটি ভালো চাকরি পেতে গেলে ইংরেজি ভাষা তাঁকে জানতেই হবে। ইংরেজি ভাষা না জানলে চাকরি পাওয়া খুবই কঠিন। বিদ্যাসাগর ইংরেজি ভাষায় খুবই পটু ছিলেন। তিনি একদিকে বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য আপ্রাণ যেমন চেষ্টা করে গিয়েছিলেন পাশাপাশি তিনি আবার ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা সবাইকে বলে গিয়েছেন। ইংরেজি ভাষা সাম্রাজ্যবাদের ভাষা নয়। ভাষা কখনও সাম্রাজ্যবাদ হতে পারে না। প্রতিটি ভাষার নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। রয়েছে তার চর্চার পরিধি। ইংরেজি ভাষা চর্চার পরিধি সারা বিশ্বব্যাপী। একথাকে অস্বীকার করলে চলবে না। বিদ্যাসাগর ইংরেজি ভাষা বেশ পটু ছিলেন। সেই কারণে তিনি সেই সময়ে সেক্সপিয়ারের নাটককের বাংলায় অনুবাদ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেই বাংলার বিখ্যাত নাটকটির নাম রাখা হয়েছিল 'ভ্রান্তিবিলাস'। সেক্সপিয়ারের ভাষা ছিল ভিক্টোরিয়ান যুগের ভাষা। সেই ইংরেজি ভাষা আজকে ইংরেজি ভাষার চেয়ে জটিল এবং খুবই কঠিন ছিল। আজকে ভিক্টোরিয়ান যুগের ইংরেজি দেখতে পাওয়া যায় না। তবে লর্ড বাইরন থেকে শুরু করে গোল্ডমিস্থের ইংরেজি ভাষা হচ্ছে ভিক্টোরিয়ান যুগের ভাষা। সেই ইংরেজি ভাষা খুবই কঠিন ভাষা। ভিক্টোরিয়ান যুগ অতিক্রম করে এখন যে ইংরেজি ভাষা দেখতে পাচ্ছি তা অতি সরলীকরণ হয়ে গিয়েছে। সেই কঠিন ইংরেজি ভাষা চর্চা আর কোথাও হয় না। বাংলা ভাষার পরিবর্তন হয়েছে। হয়েছে বিবর্তন। আগেকার বাংলা ভাষার কঠিনতা এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। রামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলতেন যে কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করোনা। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো।

বাংলাকে মাতিয়ে রাখে রামপ্রসাদী সঙ্গীত

চৈতন্যদেব যেমনভাবে বৈষ্ণব পদাবলীকে বাংলার একটি অন্যতম সঙ্গীতের অংশ হিসাবে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন ঠিক তেমনি সাধক রামপ্রসাদ সেন শ্যামা সঙ্গীত গেয়ে বাংলার সঙ্গীতের প্লাবন বৈয়ে দিয়েছিলেন। এঁদের সঙ্গীতের মধ্যে বাউল এবং কীর্তনের সুর শোনা যেত। 'আমি মন্ত্র তন্ত্র জানি নে মা'- তান্ত্রিক পরিবারের সন্তান হয়েও রামপ্রসাদ সেন শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে মা কালীর ভজনা করতেন। পুজা অর্চনা তিনি করতে জানতেন না। সারাদিন সঙ্গীত রচনা এবং সুর দিয়ে কৃষ্ণনগরের রাজসভাকে মুগ্ধ করে রাখতেন। তন্ত্র সাধনায় মন্ত্র পাঠ এর চেয়ে সঙ্গীত রচনার মধ্যে দিয়ে শ্যামার আরাধনা করার কথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন সাধক রামপ্রসাদ সেন এবং কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। তাঁরা যেসব সঙ্গীত রচনা করে গিয়েছিলেন তাকে আধুনিক রূপ দিয়ে গান গাইতে আরম্ভ করলেন পান্নালাল ভট্টাচার্য।

রবীন্দ্র কুমার শীল

বাংলায় রামপ্রসাদী শ্যামা সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা রয়েছে। ভক্তিগীতির পাশাপাশি শ্যামা সঙ্গীতও বাংলায় শ্রোতাদের মুগ্ধ করতে পেরেছে। বৈষ্ণব পদাবলী জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল বড়ু চণ্ডীদাস, জয়দেব এবং শ্রীচৈতন্যের উদ্যোগে। রামায়ণ গান এবং মহাভারত পাঠ বাংলায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। রামায়ণ এবং মহাভারত পাঠের পাশাপাশি বৈষ্ণব পদাবলী প্রভাব বিস্তার করে। বাংলায় বৈষ্ণব পদাবলীকে নিয়ে এসেছিলেন বড়ু চণ্ডিদাস এবং কবি জয়দেব। পরবর্তীকালে চৈতন্যদেব ব্যাপকভাবে বৈষ্ণব পদাবলী পণ্ডিতদের লিখতে উৎসাহিত করেছিলেন।কিন্তু শাক্ত পদাবলী বাংলায় জনপ্রিয় ছিল। বিশেষ করে তন্ত্রসাধক রামপ্রসাদ সেন শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে বাংলা সঙ্গীত জগতে নতুন ধারার প্রভাবিত করলেন। শুধু তিনি নন পাশাপাশি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য শ্যামা সঙ্গীত গেয়েছেন। তবে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন রামপ্রসাদ সেন। তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে তাঁর রাজসভার কবি করে নিয়েছিলেন। চৈতন্যদেব যেমনভাবে বৈষ্ণব পদাবলীকে বাংলার একটি অন্যতম সঙ্গীতের অংশ হিসাবে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন ঠিক তেমনি সাধক রামপ্রসাদ সেন শ্যামা সঙ্গীত গেয়ে বাংলার সঙ্গীতের প্লাবন বৈয়ে দিয়েছিলেন। এঁদের সঙ্গীতের মধ্যে বাউল এবং কীর্তনের সুর শোনা যেত। 'আমি মন্ত্র তন্ত্র জানি নে মা'- তান্ত্রিক পরিবারের সন্তান হয়েও রামপ্রসাদ সেন শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে মা কালীর ভজনা করতেন। পুজা অর্চনা তিনি করতে জানতেন না। সারাদিন সঙ্গীত রচনা এবং সুর দিয়ে কৃষ্ণনগরের রাজসভাকে মুগ্ধ করে রাখতেন। তন্ত্র সাধনায় মন্ত্র পাঠ এর চেয়ে সঙ্গীত রচনার মধ্যে দিয়ে শ্যামার আরাধনা করার কথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন সাধক রামপ্রসাদ সেন এবং কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। তাঁরা যেসব সঙ্গীত রচনা করে গিয়েছিলেন তাকে আধুনিক রূপ দিয়ে গান গাইতে আরম্ভ করলেন পান্নালাল ভট্টাচার্য। পলা যেতে পারে শ্যামা সঙ্গীতের আধুনিক রূপকার হচ্ছেন

পান্নালাল ভট্টাচার্য। 'মা আমার সাধ না মিটিল, আশা না ফুরিল, সকলই ফুরায়ে যায় মা'- এই শ্যামা সঙ্গীতটি বাংলার ঘরে ঘরে এখনও শুনতে পাওয়া যায়। শ্যামা সঙ্গীতে যে কীর্তন এবং বাউলের সুর ছিল তাকে একেবারে বাদ দিয়ে আধুনিক সুর দিয়ে শ্যামা সঙ্গীত গাইতে থাকলেন পান্নালাল ভট্টাচার্য। তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর নিকট আত্মীয় ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যও শ্যামা সঙ্গীত গেয়েছেন। তিনি আধুনিক গানের শিল্পী থাকলেও তিনি শ্যামা সঙ্গীতকে বেশি করে প্রাধান্য দিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে শ্যামা সঙ্গীত নিজের কণ্ঠে গেয়ে শোনাতেন। ঠাকুর নরেনের গলায় শ্যামা সঙ্গীত শুনতে শুর ভালোবাসতেন। দক্ষিণেশ্বরের নাট মন্দিরে নরেনকে ঘিরে বহু ভক্ত তাঁর গান শোনার জন্য অপেক্ষা করে থাকতেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব নরেনের গলায় শ্যামা সঙ্গীত শুনে কখনও কখনও বিভোর হয়ে যেতেন। শ্যামা সঙ্গীত গাইতেন মান্না দে'র কাকা কানা কেষ্ট। কৃষ্ণচন্দ্র দে। তিনি দরাজ গলায় শ্যাম্য সঙ্গীত গেয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে দিতেন। নাট্যকার গিরিশ ঘোষও শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এবং সারদা দেবীকে শোনাতেন। গিরিশ ঘোষ বহু নাটকে শ্যামা সঙ্গীত ব্যবহার করেছিলেন। শ্যামা সঙ্গীত শুনতে সিস্টার নিবেদিতা খুব পছন্দ করতেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে বলেছিলেন শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে মা কালীকে উপলব্ধি করা যেতে পারে। বিপ্লবীদের প্রধান পুজো ছিল কালী পুজো। কালী পুজো যেমন ডাকাতদের পুজো ছিল ঠিক তেমনি আবার কালী ছিল বিপ্লবীদের মুখ্য পুজো। কাজী নজরুল বহু শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তিনি কিন্তু ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ হলেও হিন্দুদের দেবদেবী নিয়ে বহু সঙ্গীত যেমন রচনা করেছেন পাশাপাশি তিনি আবার মা কালীকে একেবারে মানবী রূপ দিয়েছেন। মা কালীকে মানবী রূপ দিয়েছিলেন সাধক রামপ্রসাদ সেন এবং কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। সেই ধারাকে অবলম্বন করে পরবর্তীকালে সঙ্গীত শিল্পীরা বহু গান রচনা করেছেন। 'দে মা আমায় তবিলদারী, আমি নেমকহারাম নই মা শঙ্করী-এই সব গানের মধ্যে দিয়ে মাকে একেবারে আপন করে নেয়েছিলেন সঙ্গীতশিল্পীরা। এক সময়ে আধুনিক গানের প্রভাবকে অতিক্রম করে শ্যামা সঙ্গীত বাংলায় প্রভাব বিস্তার করেছিল বলিষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পীদের জন্য। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও বহু সময়ে আধুনিক গান ছাড়াও শ্যামা সঙ্গীত গেয়েছেন। কোকিল কণ্ঠী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ও শ্যামা সঙ্গীত পরিবেশন করতেন শ্রোতাদের অনুরোধে। আসলে শ্যামা সঙ্গীতটা বাংলার নিজস্ব ঘরনা। উচ্চাঙ্গের শ্যামা সঙ্গীত রচনা এবং তাতে সুর দিয়ে বাংলা তথা ভারতের সঙ্গীত জগতে বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। বিহারের বহু স্থানে এখনও শ্যামা সঙ্গীত গাওয়ার রেওয়াজ আছে। বহু মুসলমান শিল্পীরা শ্যামা সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। বিসেষ করে সুফী সম্প্রদায়ের কবিরা শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে গান গাইতেন। শ্যামা সঙ্গীতকে ভক্তিমূলক গানের মধ্যে বহু শিল্পীরা ফেলতে চান না। তারা শ্যামা সঙ্গীত এর নিজস্ব পরিচয় দিতে আগ্রহী। ভক্তিমূলক গান থেকে শ্যামা সঙ্গীতকে বের করে নিয়ে আসার জন্য বহু শিল্পীরা একে বিশেষ স্থান দিয়েছেন। ফলে বাংলায় আচার আচরণ এবং সামাজিক নিয়ম কানুনও এই সঙ্গীতের মধ্যে থেকে প্রকাশ পায়।

ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানে মধুসূদন দত্ত

বিশেষ প্রতিনিধি

১৬০০ খ্রীস্টাব্দে ১৭ ফেব্রুয়ারি জিওর্দানো ব্রুনোকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্য। কিন্তু মধুসূদনকে অবশ্য এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে হয়নি তার একটি মাত্র কারণ আধুনিক ভারতের চিন্তাবিদদেরা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করেছিলেন। নাম উল্লেখ না করে ডাক্তার ব্রামলি মেডিকেল কলেজের চারজন ছাত্রের শবব্যবচ্ছেদের দাবিকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এই চারজন ছাত্র হলেন– উমাচরণ শেঠ, দ্বারকানাথ গুপ্ত, রাজকৃষ্ণ দে এবং নবীনচন্দ্র মিত্র।

ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি প্রাচীন যুগ থেকে শুরু হয়েছিল। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি লাভের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় চিকিৎসা জগতের সূচনা। মধ্য যুগে চিন দেশের বেশ কয়েকজন পরিব্রাজক ভারতে এসে এখান থেকে তারা আয়ুর্বেদ শিক্ষা গ্রহণ করেন চিনে ফিরে যান এবং চিন দেশের চিকিৎসা পদ্ধতিও এদেশের শিক্ষিত নাগরিকদের মধ্যে শিক্ষা দান করেন। চিন দেশের চিকিৎসা বিজ্ঞান সঙ্গে ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানে মেল বন্ধন ঘটে ফা হিয়েন এবং হিউয়েন সাং এর ভারত সফরের সময় থেকে। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রবেশ ঘটল ভারতে ব্রিটিশ রাজের সূচনা থেকে। ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানে কলকাতা মেডিকেল কলেজের সুনাম সর্বাগ্রে। ভারত তথা এশিয়াতে প্রথম শবব্যবচ্ছেদ হয়েছিল এই কলকাতা মেডিকেল কলেজে। ২৮ জানুয়ারি ১৮৩৫ সালে কলকাতাতেই ভারতের প্রথম মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর প্রারম্ভকাল থেকেই পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত (১৮০৬-১৮৫৬) অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কর্মদক্ষতায় ভারতের মেডিকেল শিক্ষা বা চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার সাবালকত্ব প্রাপ্তি ঘটে। সাহিত্যে যেমন মধুসূদন দত্ত এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানে মধুসূদন গুপ্ত-দুই মধুসূদন দুই দিকে আলোড়ন সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। বলা যেতে পারে বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে নতুন ধারার প্রবর্তন করলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। আর চিকিৎসা বিজ্ঞানকে সাবালক করে গেলেন মধুসূদন গুপ্ত। বাংলার রেনেসাসঁ কালে এদের কর্মদক্ষতা বাংলা তথা ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিল। 'কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের গোড়ার কথা ও পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত' রচিত গ্রন্থে লেখক ডাক্তার শঙ্কর নাথ প্রতিবেদনে লিখেছেন, 'ভারতের তথা বাংলার নবজাগরণে মধুসূদন গুপ্ত একটা বাঁক বা মাইলস্টোন, সেখান থেকে ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার মানদণ্ড পৃথিবীর মানদণ্ডের সমমর্যাদা পেয়েছিল-আমি শুধু প্রথম শবব্যবচ্ছেদের কথাই বলছি না, বলছি এদেশে মেডিক্যাল শিক্ষার মানোন্নয়ন, যেখানে মধুসূদনের ভূমিকা ছিল একজন নিখাদ দেশপ্রেমিকের মতো।' ১৮৩৬ সালের ১০ জানুয়ারি দিনটি ছিল ভারতের মেডিকেল কলেজের ইতিহাসে গৌরবময় দিন।

কুসংস্কারের আবরণ থেকে বের হয়ে এসে মেডিকেল কলেজের শিক্ষক পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্তর হাত ধরে প্রকাশ পেল আধুনিক ভারত। ১৮৪৯ সালে ১৫ জুন মেডিকেল কলেজের মধূসূদনের তৈলচিত্র উন্মোচন অনুষ্ঠানে ড্রিংকওয়াটার বেথুন জানালেন, 'মধুসূদন গুপ্ত সমস্ত কুসংস্কারের বাধা ঝেড়ে ফেলে দেশের মানুষের কাছে চিকিৎসাবিজ্ঞানের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন।' ১৬০০ খ্রীস্টাব্দে ১৭ ফেব্রুয়ারি জিওর্দানো ব্রুনোকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্য। কিন্তু মধুসূদনকে অবশ্য এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে হয়নি তার একটি মাত্র কারণ আধুনিক ভারতের চিন্তাবিদদেরা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করেছিলেন। নাম উল্লেখ না করে ডাক্তার ব্রামলি মেডিকেল কলেজের চারজন ছাত্রের শবব্যবচ্ছেদের দাবিকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এই চারজন ছাত্র হলেন- উমাচরণ শেঠ, দ্বারকানাথ গুপ্ত, রাজকৃষ্ণ দে এবং নবীনচন্দ্র মিত্র। ব্রামলি এই চারজন ছাত্রের নাম উল্লেখ করতে চাননি তার একটি মাত্র কারণ ঘটনাটিকে গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। ২৮ অক্টোবর ১৮৩৬ সালে কেবল মাত্র মেডিকেল কলেজে ছাত্ররা শবব্যবচ্ছেদ করেছিলেন। সদনের শবব্যবচ্ছেদক সমর্থন করে কবি দীনবন্ধু মিত্র 'সুরধুনী' কাব্যে লিখেছেন, 'দেয়ালে রহেছে মধু ছবিতে চাহিয়া, শিখে ছিল এনাটমি আগে জাত দিয়ে।' ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, 'মধুদূদনের প্রথম শবব্যবচ্ছেদের পর হিন্দু সমাজে তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল।' ১৮৪৬ সালে ডাক্তার এফ জে মোয়াট কলকাতা মেডিকেল কলেজের মেটিরিয়া মেডিকা এবং জুরিসপ্রুডেন্স-এর অধ্যাপক ছিলেন। তিনি মধুসূদনের ভূয়সী প্রশংসা করে গিয়েছিলেন। মধুসূদনকে পাশ্চাত্য দুনিয়ার চিকিৎসকের সমান পারদর্শী বলে সম্মান প্রদান করেন। ১৮১৭ সালে কলকাতায় কলেরা মহামারী রূপে দেখা দিল। তৈরি হল 'ফিভার হসপিটাল কমিটি'। ১৮৩৭ সালে ২৭ ফেব্রুয়ারি, ৪ মার্চ এবং ২৬ এপ্রিল তিন দিন ধরে কলকাতার টাউন হলে মেডিকেল কলেজের একজন শিক্ষক হিসাবে বক্তব্য রেখেছিলেন মধুসূদন গুপ্ত। ১৮৩৫ সালে মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠা থেকেই মধুসূদন গুপ্ত কাজ করে যাচ্ছিলেন দক্ষতার সঙ্গে। ১৮৪০ সালে ২৬ নভেম্বর মেডিকেল কলেজের যে শেষ পরীক্ষা হয়েছিল তিনি পরীক্ষা দিয়ে ফেললেন। মধুসূদন সব বিষয়ে পারদর্শিতা দেখাতে সক্ষম হন। পাশ করার পর তাঁকে ইংরেজি, আরবি এবং বাংলা ভাষায় লিখিত সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছিল। এই সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর করেছিলেন সতেরো জন।

ছয় দফা দাবি নিয়ে চরম আন্দোলনের পথে নামলো আদিবাসীদের বৃহৎ সংগঠন আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযানের নেতাকর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ ছয় দফা দাবি নিয়ে চরম আন্দোলনের পথে নামলো আদিবাসীদের বৃহৎ সংগঠন আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযানের নেতাকর্মীরা। শনিবার সকাল ৬ টা থেকেই মালদার গাজোল ব্লকের আদিনা স্টেশন রেল লাইনে আদিবাসীদের ওই সংগঠনের শতাধিক নেতাকর্মীরা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। এর পাশাপাশি এদিন মালদার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ওই সংগঠনের নেতাকর্মীরা। যদিও আন্দোলন শুধু মালদাতেই নয় পশ্চিমবঙ্গ সহ ঝাড়খান্ড, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা এই পাঁচটি রাজ্যেই একযোগে শুরু হয়েছে বলে আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযানের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযানের উপস্থিত বিক্ষোভকারী নেতাকর্মীদের বক্তব্য, চলতি বছর সারনা ধর্মের জন্য পৃথক কলাম কোর্ট চালু করার দাবি জানানো হয়েছিল। এছাড়াও পরেশনাথ পাহাড়কে তাদের হস্তান্তরিত করতে হবে। ঝাড়খন্ড রাজ্যে সাঁওতালি ভাষাকে প্রথম রাজ ভাষার মর্যাদা দেওয়ার দাবি রয়েছে। এরকমই ছয় দফা দাবি নিয়েই রেলরকো আন্দোলন শুরু হয়েছে। আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযানের উত্তরবঙ্গ জোনাল সভাপতি মোহন হাঁসদা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই আমরা কেন্দ্র সরকারের কাছে নিজেদের দাবি-দাওয়ার বিষয়গুলি নিয়ে আবেদন জানিয়েছিলাম। কিন্তু কেন্দ্র সরকার কোনরকম ভাবেই আদিবাসীদের এইসব বিষয়গুলি নিয়ে গুরুত্ব দিচ্ছে না। তাই আমরা বিগত দিনে রেলরকো অভিযানের কর্মসূচি ঘোষণা করেই এদিন এই আন্দোলন ও অবরোধ শুরু করেছি। এদিন সকাল ৬ টা থেকেই রেলরকো অভিযান শুরু করা হয়েছে। এদিকে আদিবাসীদের আদিনা স্টেশনে রেল লাইনে বসে বিক্ষোভ ঘেরাওয়ের জেরে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থা রীতিমতো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বহু দূরপাল্লার ট্রেনগুলি বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে রয়েছে বলে রেল সূত্রে খবর। যদিও পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে রেল প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা, আদিনায় আদিবাসীদের বিক্ষোভস্থানে গিয়ে কথা বলছেন। তাদেরকে এব্যাপারে আশ্বস্ত করার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু যুবকের, ট্রাকে আগুন লাগাল ক্ষিপ্ত জনতা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ নিউ জলপাইগুড়ি থানার অন্তর্গত গাটপাড়া এলাকায় একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক যুবকের গুরুতর আহত আরো দুই যুবক। ঘটনার পরেই ঘাতক ট্রাকটিতে আগুন লাগিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা। পুলিশ বাধা দেবার চেষ্টা করলে পুলিশকে লক্ষ্য করে ঢিল ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ এই ঘটনায় কয়েকজন পুলিশ কর্মীও অল্পবিস্তর আহত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় ওই এলাকায়। জানা গেছে, শনিবার সকালে একটি বাইকে করে তিনজন যুবক নিউ জলপাইগুড়ি থানার গাটপাড়া এলাকায় যাচ্ছিল। সেই সময়ে উল্টো দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে তাদের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এবং ঘটনার স্থলে মৃত্যু হয় এক যুবকের। গুরুতর আহত আরো দুই যুবককে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ এবং স্থানীয়রা। এই দুর্ঘটনাটি ঘিরে শনিবার সকালে তুলকালাম কাণ্ড বাধল শিলিগুড়ির অম্বিকানগরে। ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা ট্রাকটিতে আগুন জ্বালিয়ে দেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়ে উত্তেজিত জনতা। পাথরের আঘাতে জখম হন নিউ জলপাইগুড়ি থানার এক পুলিশ কর্মী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। তবে তারপরেই ক্রমশঃ উত্তেজনার সৃষ্টি হয় ওই এলাকাতে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী।

লায়েন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি প্রয়াস -এর উদ্যোগে বিদ্যালয়ে ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ শিলিগুড়ির অগ্রণী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা লায়েন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি প্রয়াস -এর উদ্যোগে রাজগঞ্জের বেলাকোবা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন উদ্বোধন করা হলো শনিবার। বেলাকোবা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের পাশাপাশি রাজগঞ্জের আমবাড়ি চিন্তা মোহন হাইস্কুল এবং রাজগঞ্জ গোমির উদ্দিন হাইস্কুলের স্কুল কর্তৃপক্ষদের হাতে সংস্থার পক্ষ থেকে ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন তুলে দেওয়া হয়। লায়েন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি প্রয়াস সংস্থাটি করোনা কালীন সময়ে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শিলিগুড়ির আশেপাশে বিভিন্ন গ্রামগঞ্জের এরিয়ায় রোগীদের বিনামূল্যে খাবার দেওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এছাড়াও সারা বছর ধরে অন্যান্য নানা সামাজিক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে সমাজসেবায় অংশ নেয় এই সংগঠন। তাই এবার মহিলা তথা ছাত্রীদের ঋতুচক্রকালীন সময়ে বিভিন্ন অসুবিধার কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন স্কুলে নারী স্বাস্থ্য সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠান করার দিকে নজর দিচ্ছে এই সংস্থা। শনিবার সেই উপলক্ষ্যেই বেলাকোবা উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো একটি নারী স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির। এই শিবির থেকে ছাত্রীদের জন্য ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের হাতে তুলে দেন লায়েন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি প্রয়াসের সভাপতি বাপ্পাদিত্য রায়। তিনি বলেন, গ্রামের দিকে মেয়েরা এই সমস্যা হলে অনেক সময় কাপড় ব্যবহার করে, তবে সেখান থেকে ইনফেকশন হওয়ার সম্ভবনা বেশি থাকে, তাই তারা যাতে সুস্থ থাকে, ভালোমতো চলাফেরা করতে পারে তার জন্য এই ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন আজ রাজগঞ্জের তিনটি স্কুলে দেওয়া হল। এক্ষেত্রে মেয়েদের অনেকটাই সুবিধা হবে বলেও তিনি আশাবাদী বলে জানান এবং ভবিষ্যতে তাদের এই কর্মসূচি আরও চলবে বলেও তিনি জানান। সংস্থার এই ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে স্কুলের শিক্ষিকারা। এদিকে ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন পাওয়ায় খুশি ছাত্রীরাও। বেলাকোবা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী তৃষা রায় অত্যন্ত খুশী মনে জানান, স্কুলে একটি ভেন্ডিং মেশিন রয়েছে এখন আরেকটি হল। এতে আরও সুবিধা হবে।

প্রতিবন্ধী বিজেপির বুথ সভাপতির বাড়িতে অতর্কিত হামলায়, অভিযোগের তীর সিপিআইএম কর্মীদের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ বাইক দিয়ে ধাক্কা মারার অভিযোগ প্রতিবন্ধী যুবককে। প্রতিবাদ করতে গেলে বিজেপির প্রতিবন্ধি এক বুথ সভাপতির বাড়ি ভাঙচুর ও মারধরের অভিযোগ উঠল এলাকার সিপিআইএম কর্মীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালদার চাঁচল থানার কালিয়াপাড়া গ্রামে। ঘটনায় বিবরণ জানিয়ে চাঁচল থানায় ১১ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বিজেপির বুথ সভাপতি আশরাফুল হক। অভিযোগ, সন্ধ্যায় বিজেপির বুথ সভাপতির ভাই প্রতিবন্ধী আমজাদ হোসেন রাস্তায় পাঁয়ে হেটে বাড়ি ফিরছিল। পিছন দিক থেকে ওই গ্রামের সিপিআইএম কর্মী আব্দুর রোফ মোটর বাইক নিয়ে এসে সজোরে ধাক্কা মারে।বাইকের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে আমজাদ। ঘটনার প্রতিবাদ করতে যায় জখম আমজাদ হোসেনের দাদা আশরাফুল হক। তারপর আব্দুর রোফ, রেজাউল আলম ও গোলাম মোস্তফারা দলবল নিয়ে প্রতিবন্ধী আশরাফুল হকের বাড়িতে চড়াও হন। তাদের ঘিরে ফেলে মারধর এবং বাড়ি ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয় বাড়ি বৌকে পায়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ। জখম প্রতিবন্ধী আনোয়রা বিবিকে উদ্ধার করে চাঁচল সুপার স্পেশাল্যাটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য। আশরাফুল হকের অভিযোগ, আমি বিজেপি করার কারণেই ওরা আমার পরিবারের উপর হামলা চালানোর ছক কষছিল। আমার ভাইকে পরিকল্পনা মাফিক বাইক চাপা দিয়ে বিবাদ লাগিয়ে বাড়ি ভাঙচুর করে। দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে, চাঁচল থানায় আব্দুর রোফ সহ ১১ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। যদিও মারধর ও বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে আব্দুর রোফ। যদিও চাঁচল-১ নং ব্লক বাম যুব সংগঠনের সম্পাদক সৌম্যশ্রী সাহা বলেন, এটি একটি গ্রাম্য বিবাদ। এখানে রাজনীতির কোনো যোগ নেই।

পার্কসার্কাসে বহুতলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, নিয়ন্ত্রণে আগুন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ আবার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড শহরে। পার্কসার্কাসে কোয়েস্ট মলের কাছের একটি বহুতলে। নিমেষের মধ্যে আগুনে ঢেকে যায় গোটা চত্বর। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন এবং পুলিশও। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়। শনিবার দুপুরে কোয়েস্ট মল থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে অবস্থিত শামশুল হুদা রোডের একটি ফ্ল্যাটে হঠাৎ আগুন লাগে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ওই বহুতলের দোতালার একটি ফ্ল্যাটে আগুন লাগে। সেখানে একজন অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা থাকেন। কিন্তু, যখন ঘটনাটি ঘটে, তখন তাঁরা কেউই বাড়িতে ছিলেন না বলে জানা গিয়েছে। দুপুর ১টা নাগাদ অধ্যাপিকা কাজ সেরে বাড়ি ফিরে দরজা খুলতেই দেখেন আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করেছে গোটা ঘর। পুরো ঘর ঢেকে গিয়েছে কালো ধোঁয়ায়।

বছরের প্রথম লোক আদালত

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ শনিবার বর্ধমান আদালত চত্বরে জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে বছরের প্রথম লোক আদালত আয়োজিত হয়। এদিন দশটি বেঞ্চে প্রায় দশ হাজারের কাছাকাছি মামলার অধিকাংশই নিষ্পত্তি হয়। জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব সুতপা মল্লিক জানান, বছরের প্রথম লোক আদালতে প্রচুর মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। দশটি বেঞ্চ বসানো হয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে মামলা এসেছে। প্রায় দশ হাজারের মত মামলার প্রায় নব্বই শতাংশ মামলার নিষ্পত্তি করা হবে বলেই আশাবাদী তিনি। বিনামূল্যে এই আইনি পরিষেবা গ্রহনের জন্য সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন সুতপা দেবী। এদিন সকাল থেকেই সুষ্ঠুভাবে অধিকাংশ মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে।

খড়গপুর শাখায় লাইনচ্যুত লোকাল ট্রেন, গতি কম থাকায় রেহাই

দুরন্ত বার্তা, খড়গপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ খড়গপুর শাখায় লাইনচ্যুত হয়ে গেল লোকাল ট্রেন। শনিবার হাওড়া থেকে মেদিনীপুরগামী ট্রেনটি গিরিময়দান স্টেশনের কাছে আচমকাই বেলাইন হয়ে পড়ে, ট্রেনের একটি কামরা লাইনচ্যুত হয়ে যায়। যদিও লাইন থেকে সামান্য সরে গিয়েই থেমে যায় ট্রেনটি। ট্রেনটির গতি কম থাকায় কেউ জখম হননি। কী কারণে এই ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছে রেল দফতর। হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে এই দুর্ঘটনার ফলে ব্যাহত হয় ট্রেন চলাচল। শনিবার ঘড়ির কাঁটায় তখন বেলা ১১ টা ৩৫ মিনিট হবে। ৩৮৮১৪ ডাউন মেদিনীপুর-হাওড়া লোকাল খড়গপুর গিরি ময়দান স্টেশন পেরনোর সময়ই বিপত্তি। লাইনচ্যুত হয়ে যায় মেদিনীপুর-হাওড়া লোকালের একটি কামরার দু'টি চাকা। ট্রেনের গতি বেশি না থাকার কারণে বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পায় লোকাল ট্রেনটি। আতঙ্কিত হয়ে যান যাত্রীরা। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছান রেল আধিকারিকরা। ডাউন লাইনে ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার ফলে রেল চলাচল ব্যাহত হয়। তার ফলে ভোগান্তির শিকার হন যাত্রীরা। বেশ কিছুক্ষণ পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত লোকাল ট্রেনে যাত্রীদের অন্য একটি ট্রেনে মেদিনীপুর থেকে হাওড়া উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়।

পৌরসভার সাফাই কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হল ইউনিফর্ম

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ শহর সাফাই এ জোর ইংলিশ বাজার পৌরসভার। বরাদ্দ সাড়ে তিন কোটি টাকা। পৌরসভার সাফাই কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হল ইউনিফর্ম। শনিবার সকালে মালদা শহরের মুক্তমঞ্চ সংলগ্ন এলাকায় একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে কর্মরত সাফাই কর্মীদের হাতে এই ইউনিফর্ম তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন ইংলিশবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী, কাউন্সিলর শুভময় বসু, উদয় চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। এই বিষয়ে ইংলিশবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী জানান, শনিবার পৌরসভার সাফাই কর্মীদের হাতে ইউনিফর্ম তুলে দেওয়া হল। তারা যখন ওয়ার্ড ভিত্তিক কাজ করবেন তারা যে পৌরসভার সাপাই কর্মী তা চিহ্নিত করার জন্যই এই উদ্যোগ। তার পাশাপাশি সাফাই কর্মীদের সামাজিক দিকটিও লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। ইতিমধ্যে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্যাম্প করে আগুন নেভানোর প্রশিক্ষণ দিলেন দমকল বিভাগের কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ কোথাও হঠাৎ করে আগুন ধরে গেলে চটজলদি কিভাবে তা নেভাতে হবে তা নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। গত কয়েকমাস ধরেই জলপাইগুড়ির বিভিন্ন হাসপাতাল ও সরকারি দপ্তর গুলোতে আগুন নেভানোর প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছেন জলপাইগুড়ির দমকল বিভাগের কর্মীরা। এবার জলপাইগুড়ি শহরের কদমতলা এলাকায় শপিং মলে কর্মরত কর্মীদের নিয়ে একটি শিবির করে আগুন নেভানোর কৌশল শেখানো হয়। হঠাৎ কোথাও আগুন লেগে গেলে দমকল বাহিনী আসার আগেই কিভাবে আগুন নেভাতে হবে তা হাতে কলমে শেখানো হয়। এছাড়া শপিং মলগুলোতে আগুন নেভানোর জিনিসপত্র ঠিকমতো রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখেন দমকল বিভাগের কর্মীরা।

নার্সিং হোস্টেলে ছাত্রীর দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের নার্সিং হোস্টেলের শৌচাগারে প্রথম বর্ষের ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। পুলিশ জানিয়েছে মৃতার নাম মিতালি বর্মন (২০)। তাঁর বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়। জানা গেছে সম্প্রতি ছাত্রীর মায়ের মৃত্যু হয়েছে। এরপর থেকেই হতাশাগ্রস্ত ছিলেন ছাত্রী। শনিবার সকালে হোস্টেলের শৌচাগারে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে সহপাঠীরা। এরপরই উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ফাঁড়িতে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে দেহ পাঠায়। পাশাপাশি ওই ছাত্রীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আইজিসি ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড

CIN: L51909WB1980PLC032950

রেজ. অফিসঃ আইম্যাক্স লোহিয়া স্কোয়ার, অফিস নং- ৪বি, ৪র্থ তল, প্রাঙ্গণ নং ২৩, গঙ্গাধর বাবু লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১২। ই-মেলঃ igcfoils@gmail.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২২-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য স্বতন্ত্র অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(টাকা লক্ষে শেয়ার বাবদ আয় বাদ দিয়ে)

ক্রম নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক শেষ ৩১.১২.২০২২	ত্রৈমাসিক শেষ ৩০.৯.২০২২	ত্রৈমাসিক শেষ ৩১.১২.২০২১
১	কারবার থেকে মোট আয়	-	(৩.২০)	০.৪৪
২	মোট লাভ / (ক্ষতি)(কর, ব্যতিক্রমী এবং অথবা অসাধারণ আইটেমের পূর্বে)	(৪.৩৪)	(৩.২০)	(৫.১৮)
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি)করের পূর্বে,(ব্যতিক্রমী এবং অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	(৪.৩৪)	(৩.২০)	(৫.১৮)
৪	মোট লাভ / (ক্ষতি)করের পরে, (ব্যতিক্রমী এবং অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	(৪.৩৪)	(৩.২০)	(৫.১৮)
৫	এই সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয়(ক্ষতি) অন্যান্য সমন্বিত আয় (করের পরে)	-	-	-
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২২৪.০০	২২৪.০০	২২৪.০০
৭	অন্যান্য ইকুইটি (রেভ্যলুয়েশন রিসার্ভ ছাড়া) যেরকম পূর্বেকার বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে দেখানো আছে	-	(৬৪.৩৯)	-
৮	শেয়ার প্রতি আয়(১০টাকা প্রতি)(প্রক্রিয়া চলাকালীন এবং স্থগিতাধিন)			
	ক) বেসিক	(০.১৯)	(০.১৪)	(০.২৩)
	খ) ডাইলুটেড	(০.১৯)	(০.১৪)	(০.২৩)

নোটঃ ১) উপরোক্তটি SEBI (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিস্ক্লোসার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি সংক্ষিপ্ত রুপ। অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে উপলব্ধ www.bseindia.com/ www.nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে।
২)এই ফলাফলটি গত ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে হওয়া বোর্ড অফ ডিরেক্টর এবং অডিট কমিটির সভায় পর্যালোচিত এবং নিরীক্ষিত।
খ) এই ফলাফলটি তৈরি করা হয়েছে কম্পানির নিয়ম (ইন্ডিয়ান আক্যাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) ২০১৫ (ইন্ড এ এস) যেরকম বলা আছে সেকশান ১৩৩ এর কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং অন্যান্য নিয়মাবলী অনুসারে যা যা প্রযোজ্য হতে পারে।

আইজিসি ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড এর পক্ষ থেকে
স্থানঃ কলকাতা
স্বা /- প্রাচী রাজেশ মার্বাহ
তারিখঃ ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফর, জোরদার প্রস্তুতি বাঁকুড়ায়

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ দুদিনের সফরে বাঁকুড়া আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরুলিয়া সফর শেষে তিনি বাঁকুড়ায় রাত্রিবাস করবেন, পরদিন সকালে প্রশাসনিক সভা ও উপভোক্তাদের সাথে মিলিত হবেন এবং তাদের হাতে তুলে দেবেন। সরকারি ভাবে তার কর্মসূচি জানানো না হলে ও প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে ১৬ ফেব্রুয়ারি তিনি পুরুলিয়া থেকে বাঁকুড়া আসবেন। এখানেই রাত্রিবাস করে ১৭ তারিখে সকালে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠে প্রশাসনিক সভা করবেন। বাঁকুড়া জেলা পরিষদের মেন্টর ওবিধায়ক অরূপ চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে জানান এখনও পর্যন্ত কর্মসূচি চূড়ান্ত হয়নি, মোটামুটি ভাবে স্থীর হয়েছে ১৬ তারিখে বাঁকুড়া সার্কিট হাউসে রাত্রিবাস করে পরদিন সকালে প্রশাসনিক সভা করবেন। এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফর উপলক্ষ্যে চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু হয়েছে জেলা প্রশাসনে। বিশেষ সূত্রে জানা গেছে এদিন জেলা শাসক প্রশাসনিক কর্তাদের সাথে বৈঠক করেন। সার্কিট হাউস ও রীতিমতো সেজে উঠছে। চলছে চূড়ান্ত প্রস্তুতি। নতুন করে রঙ করা হচ্ছে। চলছে পরিস্কার করার কাজ।

ইসলামপুর কলেজ জমি নির্ধারণের কাজ শুরু

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ ইসলামপুর মহাবিদ্যালয় জমি চিহ্নিতিকরণ এর কাজ চলছে। ইসলামপুর কলেজে মোট জমির পরিমাণ ১৬ একর পঞ্চাশ শতক জমি রয়েছে। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ইসলামপুর পৌরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার আরিকুল ইসলাম বলেন মহকুমা প্রশাসনের কাছে ও পৌরসভার কাছে লিখিত আবেদন করেছিলেন ইসলামপুর কলেজের ভারপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যক্ষ। জমি চিহ্নতি করনের জন্য আবেদন করেছিলেন কতখানি রয়েছে কলেজের জমি তা পরিমাপ করে বের করা হচ্ছে। সেই মোতাবেক আমরা ইসলামপুর মহাবিদ্যালয়ের জমির পরিমাপ করছি। জমি দখল করে রয়েছে মানুষ তাদেরকে বলা হলো এই জমি ছেড়ে দেওয়ার জন্য। ইসলামপুর মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কাজল রঞ্জন বিশ্বাস বলেন মোট ১৬ একর ৫০ শতক জমি রয়েছে তিনি বলেন কলেজে বাউন্ডারির জন্য জমির পরিমাপের কাজ চলছে। তবে যেসব দখল রয়েছে সেই সম্পর্কে তিনি বলেন কলেজ সবার কথা চিন্তা করবে তাই যারা রয়েছেন কলেজের পাশে বাসিন্দারা তারাও কলেজের কথা চিন্তা করবেন। তিনি আরো বলেন জমির পরিমাপ করার কাজ চলছে।

আহত নাবালিকা

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ সরিষা বোঝাই ট্রাক্টর থেকে পরে গুরুতর আহত এক নাবালিকা। শনিবার মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়াল উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার থানার আলগ্রাম এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দা সূত্রে জানা যায়, আলগ্রামের বাসিন্দা কাবুল হুসেন এদিন নিজের জমির সরিষা ট্রাক্টরে বোঝাই করে বাড়ি ফিরছিল। তার পাশেই বসে ছিল তার নাবালিকা কন্যা। সেই সময় আলগ্রাম মোর এলাকায় গ্রামীণ সড়কে চলন্ত ট্রাক্টরের সামনে গবাদিপশু চলে আসায় জোরে ব্রেক কষলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চলন্ত ট্রাক্টর থেকে রাস্তায় পরে যায় ওই নাবালিকা। এরপর মেয়েটির শরীরের উপর দিয়ে ট্রাক্টরের চাকা চলে যাওয়ায় গুরুতর আহত হয় নাবালিকা।

শিলিগুড়ি অ্যাথলেটিক্স ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন-এর ব্যবস্থাপনায় প্রথম রাতের আলোয় গেমসের আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ রাতের আলোতে এই প্রথম স্পোর্টস মিট হতে চলেছে এই শহর শিলিগুড়িতে। শিলিগুড়ি এ্যাথলেটিকস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন এর পরিচালনায় শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে আগামীকাল অর্থাৎ ১২ ফেব্রুয়ারি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার প্রায় ৬৫০ জন প্রতিযোগী ৫২টি বিভিন্ন খেলায় ভাগ নেবেন। সংস্থার মুখপাত্র বিশ্বনাথ ঘোষ এক প্রশ্নের উত্তরে জানান রাতের আলোতে এই প্রথম অংশ নিতে চলেছে খেলোয়াড়রা। তাদের মূল উদ্দেশ্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারীদের উৎসাহ প্রদান করা। এছাড়াও সেরা খেলোয়াড়কে নিদ অর্থে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। আজ সকাল ১১ টা নাগাদ শুরু হবে রাত ৯ টা পর্যন্ত চলবে বলে জানান বিশ্বনাথবাবু। এবছরের সার্থকতা দেখে আগামীতে প্রতি বছর এই বার্ষিক স্পোর্টস মিট করাবার ভাবনা চিন্তায় রয়েছে। আজ এই স্পোর্টস মিটের শুভ আরম্ভ হবে শিলিগুড়ি পুরোনিগমের মেয়র গৌতম দেব ও শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার অখিলেশ চতুর্বেদী।

ফালাকাটা গ্রামীণ ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস এলাকা কমিটির ঘোষণা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ ফালাকাটা গ্রামীন ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের অঞ্চল কমিটি ঘোষণা করা হল। ফালাকাটা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে অঞ্চল কমিটি ঘোষণা করা হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন ফালাকাটা গ্রামীন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষ চন্দ্র রায়, ফালাকাটা গ্রামীন ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি তাপস বর্মন, সহ-সভাপতি জবেদুল আলম প্রমুখ।

নরবেন টি অ্যান্ড এক্সপোর্টস লিমিটেড

CIN: L01132WB1990PLC048991

রেজ. অফিসঃ ১৫বি, হেমন্ত বাসু সরণি, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০ ০০১,
ফোন নং.২২১০-০৫৫৩, ফ্যাক্স নং. ৯১-৩৩-২২১০-০৫৪১
ই-মেলঃ enquiry@norbentea.com, ওয়েবসাইটঃ www.norbentea.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২২-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য স্বতন্ত্র অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(টাকা লক্ষে)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক শেষ ৩১-১২-২০২২ অনিরীক্ষিত	বছর থেকে তারিখ অঙ্কে ৩১-১২-২০২২ অনিরীক্ষিত	পূর্ব বছরের সমসাময়িক ৩ মাস শেষে ৩১-১২-২০২১ অনিরীক্ষিত
১	কারবার থেকে মোট আয়	২০৬.৪০	৭০৩.৬৬	১৮৫.৬৩
২	মোট লাভ / (ক্ষতি)(কর, ব্যতিক্রমী এবং অথবা অসাধারণ আইটেমের পূর্বে)	(২০.৬৩)	৬৯.০২	(১৭.৩৯)
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি)করের পূর্বে, (ব্যতিক্রমী এবং অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	(২০.৬৩)	৬৯.০২	(১৭.৩৯)
৪	মোট লাভ / (ক্ষতি)করের পরে, (ব্যতিক্রমী এবং অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	(২০.৬৩)	৬৯.০২	(১৭.৩৯)
৫	এই সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় /(ক্ষতি) অন্যান্য সমন্বিত আয় (করের পরে)	(২০.৬৩)	৬৯.০২	(১৭.৩৯)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির অভিহিত মূল্য ১০/-)	১১৭৫.০০	১১৭৫.০০	১১৭৫.০০
৭	অন্যান্য ইকুইটি (ভারতীয় এ এস মতে)	-	-	-
৮	শেয়ার প্রতি আয়(ভারিত) (১০টাকা প্রতি)			
	ক) বেসিক	০.১৮	০.৫৯	০.১৫
	খ) ডাইলুটেড	০.১৮	০.৫৯	০.১৫

নোট ঃ ক) উপরোক্তটি SEBI (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিস্ক্লোসার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি সংক্ষিপ্ত রুপ। অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে উপলব্ধ ঃ www.bseindia.com/ www.nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে http://norbentea.com
খ) উপরোক্ত অনিরীক্ষিত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য সীমিত পর্যালোচনা সংবিধিবদ্ধ অডিটরদের দ্বারা করা হয়েছে।

স্বাক্ষর /- মনোজ কুমার দাগা
তারিখঃ ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
চেয়ারম্যান
স্থানঃ কলকাতা
DIN:00123386

KHATOD INVESTMENTS & FINANCE CO LTD

Regd.Office : 1, Ramesh Mitra Road, Third Floor, Kolkata - 700 025
Phone : 033 4450 0500,
E mail: khatodinv@gmail.com, Website : www.khatodinv.com
CIN : L65993WB1990PLC084695

পোস্টাল ব্যালট এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে কোম্পানি আইন, ২০১৩ (''অ্যাক্ট'') এর ধারা ১০৮ এবং ধারা ১১০ অনুসারে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এর ২০ এবং বিধি ২২ এর সাথে পঠিত (''বিধি''), সার্কুলার নং ১৪।২০২২ তারিখ ০৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৭।২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ২২।২০২০ তারিখ ১৫ই জুন, ২০২০, ৩৩।২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩৯।২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, ১০।২০২১ তারিখ ২৩ জুন, ২০২১, ২০।২০২১ তারিখ ০৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ০৩।২০২২ তারিখ ০৫ মে, ২০২২ এবং ১১।২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ("MCA") দ্বারা জারি করা হয়েছে (সম্মিলিতভাবে ''হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এমসিএ সার্কুলার''), এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার রেগুলেশন ৪৪ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ (''লিস্টিং রেগুলেশন''), সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস অন জেনারেল মিটিং ("SS-2") এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান আইন, বিধি, সার্কুলার এবং এর অধীনে জারি করা বিজ্ঞপ্তি (যেকোন সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন বা আপাতত এর পুনঃপ্রণয়ন সহ জোর করে এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত), কোম্পানি নিম্নলিখিত ব্যবসার জন্য ইলেকট্রনিক মাধ্যমে (''রিমোট ই-ভোটিং'')পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে পাস করার প্রস্তাবিত
শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন চাইবে পোস্টাল ব্যালট নোটিশে (''নোটিস'') বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছেঃ
১. মিঃ শরদ কুমার বাছাওয়াত (DIN: 05161130) কে কোম্পানির একজন স্বাধীন পরিচালক হিসাবে নিয়োগ করা।
২. কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৮০(১)(সি) এর অধীনে কোম্পানির ঋণের সীমা বৃদ্ধি করা।
৩. কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৮০(১)(এ) অনুযায়ী কোম্পানির বিনিয়োগ (স্টক হিসাবে রাখা) বিক্রয়, স্থানান্তর, ইজারা বা অন্যথায় নিষ্পত্তি করার জন্য কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন নেওয়া।
উপরোক্ত বিধান এবং সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, নোটিশটি কেবলমাত্র সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের ইলেকট্রনিক মোডে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানিতে বা তাদের
নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের / নিবন্ধক এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে নিবন্ধিত, যেমন, মেসার্স নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড (''আরটিএ'') / কোম্পানি।
সদস্যদের সম্মতি বা ভিন্নমতের যোগাযোগ শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে সঞ্চালিত হবে। নোটিশে উল্লিখিত হিসাবে সদস্যদের তাদের ভোট দেওয়ার আগে দূরবর্তী ই- ভোটিং-এর নির্দেশাবলী সাবধানে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং পোস্ট-এজ প্রিপেইড স্ব-ঠিকানাযুক্ত ব্যবসার উত্তর খামের সাথে নোটিশের প্রকৃত কপি সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে না। বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.khatodinv.com এবং CSE পোর্টাল অর্থাৎ www.cse-india.com-এও পাওয়া যাবে, যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে।
ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন / আপডেট করার পদ্ধতিঃ
- শারীরিক শেয়ারহোল্ডারদের জন্য- প্রয়োজনীয় বিবরণ সহ একটি যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্র পাঠান যেমন ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার শংসাপত্রের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি), আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি) মোবাইল নম্বর এবং ইমেল ঠিকানা উল্লেখ করে khatodinv@gmail.com বা কোম্পানির RTA-এ nichetechpl@nichetechpl.com - এই দুটি ই-মেল ঠিকানায়
- ডিম্যাট শেয়ারহোল্ডারদের জন্য - অনুগ্রহ করে আপনার ইমেল আইডি এবং মোবাইল নম্বর আপডেট করুন। আপনার নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর (DP) সাথে
- স্বতন্ত্র ডিম্যাট শেয়ারহোল্ডারদের জন্য - অনুগ্রহ করে আপনার ইমেল আইডি এবং মোবাইল নম্বর আপডেট করুন। আপনার নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (DP) এর সাথে যা ডিপোজিটরির মাধ্যমে ই-ভোটিং করার সময় বাধ্যতামূলক। কোম্পানি মেসার্স এর সেবা গ্রহণ করেছে। সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ("CDSL") শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক উপায়ে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য সংস্থা হিসেবে। কোম্পানিটি আইনের ১০৮ ধারার বিধান অনুযায়ী দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা (''দূরবর্তী ই-ভোটিং) প্রদান করছে, কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ শুক্রবার, ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ তারিখে শেয়ার ধারণকারী সকল সদস্যকে ভোট দেওয়ার জন্য ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে নোটিশে নির্ধারিত সমস্ত রেজোলিউশনে তাদের ভোট। ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের জন্য ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত পদ্ধতি, ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে এবং যে সদস্যরা তাদের ইমেল নিবন্ধন করেননি তাদের জন্য। ঠিকানা বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে।

আপনার যদি ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, আপনি সাহায্য বিভাগের অধীনে www.evotingindia.com-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ("FAQs") এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন বা helpdesk.evoting@cdslindia-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন অথবা ১৮০০ ২০০ ৫৫৩৩ এ তাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

Khatod Investments amp Finance Co Ltd - এর পক্ষ থেকে
স্থানঃ কলকাতা
স্বা /- অনুশ্রি চৌধুরী
তারিখঃ ১১.০২.২০২৩
কোম্পানি সচিব ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

রসনা

ঘরে তৈরি চকোলেট, রইল সহজ রেসিপি

বাড়িতে চকলেট বানাবেন, তেমন কোনও ঝামেলা নেই। শুধু কয়েকটা জিনিস কিনে আনতে হবে। 'চকোলেট' নামে হলিউডে তৈরি হয়েছিল একটি ছবি। ছবিতে জুলিয়েট অভিনীত চরিত্র ঘরেই চকোলেট তৈরি করে বিক্রি করতেন। তবে তার চকোলেটের বিশেষত্ব হল, মানুষের মন চিনে নেওয়া! অর্থাৎ মানুষের পছন্দ, অপছন্দ, মনের কথা জেনেই জুলিয়েট তৈরি করতেন চকোলেট। আর তার এই চকোলেট খেলেই, প্রেমে পড়তে বাধ্য।

সামনেই আসছে ১৪ ফেব্রুয়ারি যাকে বলা হয় 'ভ্যালেন্টাইনস ডে'। তবে তার আগে গোটা ৭ দিন ধরে প্রেমের সপ্তাহ চলে। যেমন, সোমবার 'গোলাপ দিবস' পার করে, মঙ্গলবার 'প্রোপোজ ডে'। আর ৯ ফেব্রুয়ারি 'চকোলেট ডে'। আপনিও ঘরে তৈরি করতে পারেন চকোলেট। কীভাবে?

কি কি লাগবে দেখে নিন- আধ কাপ কোকো পাউডার, দু টেবিল চামচ মাখন, এক টেবিল চামচ সাদা তেল, তিন টেবিল চামচ মধু, খুব অল্প নুন।

কি বাবে তৈরি করা যায়- বড় একটি পাত্রে প্রত্যেকটি উপাদান মিশিয়ে নিন। ভাল করে নাড়াতে থাকুন। যাতে সব উপদানগুলি ভাল করে মিশে যায়। লক্ষ্য রাখুন এই মিশ্রণ যেন বেশি পাতলা না হয়। যাঁরা মিষ্টি বেশি পছন্দ করেন তাঁরা ইচ্ছে করলে একটু বেশি পরিমাণ মধু এই মিশ্রণে দিতে পারেন। মিশ্রণ ঘন হয়ে এলে চকোলেটের শেপ দিতে হবে। এক্ষেত্রে চকোলেট বারের মত তৈরি না করে চকোলেট বলও তৈরি করতে পারেন। বা নাড়ুর সন্দেশ বানানোর ছাঁচ গুলো এক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন। যদি চকোলেট বার তৈরি করতে চান তবে একটি পাত্রে মাঘন মাখিয়ে উপরে মিশ্রণ ঢেলে সমানভাবে ছড়িয়ে বেলনির সাহায্যে বেলে নিতে হবে। বেলে নেওয়ার পর পছন্দসই আকারে কেটে নিন। ইচ্ছে করলে লাভ আকারেও কেটে নিতে পারেন। এরপর ফ্রিজে রেখে দিতে হবে এক ঘণ্টার জন্য। এক ঘণ্টা পর বের করে নিন। তৈরি আপনার চকোলেট। ঘরে বানানো এই চকোলেট ফ্রিজে ৭-১০ দিন পর্যন্ত ভাল থাকবে। পরিবার পরিজনদের দিয়ে তাদের খুশী করতে পারেন। বাচ্চারা তো আপনার চকলেট লুফে নেবে বলেই মনে হয়।

হাঁসের মাংসের মালাইকারি কীভাবে রাঁধবেন? দেখে নিন

এখনও শীত চলে যায়নি। তাই হাঁসের মাংস আর গরম ভাত পাতে পরলে কেমন হয়। এই জুটি কিন্তু শুধু গা গরম করবে না, সঙ্গে শীতের পেটপুজোয়ে একেবারে মন ভরিয়ে তুলবে। কিন্তু অনেকে মনে করেন বাড়িতে হাঁসের মাংস বানানো বেশ কঠিন। তবে খুব সহজে বাড়িতেও বানিয়ে ফেলতে পারবেন হাঁসের মাংসের মালাইকারি।

কি কি লাগবে দেখে নিন- হাঁস ২টো, নারকেলের দুধ ৬ কাপ, টক দই ১ কাপ, মিষ্টি দই ১ কাপ, কাঁচা দুধ ১ কাপ, পিঁয়াজ কুচি ১ কাপ, পিঁয়াজ বাটা আধা কাপ, আদা বাটা ৪ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, জিরা বাটা ১ চাচামচ, বাদাম বাটা ২ টেবিল চামচ, পোস্তদানা বাটা ২ টেবিল চামচ, হলুদগুঁড়ো ৮ চাচামচ, মরিচগুঁড়ো ১ চাচামচ, গোলমরিচ গুঁড়ো ১ চাচামচ, গরম মশালার গুঁড়ো ১ চাচামচ, জায়ফল-জয়ত্রী গুঁড়ো আধা চাচামচ, দারুচিনি ৬ টুকরো, এলাচ ৬টি, লবঙ্গ ৬টি, তেজপাতা ৪টি, ঘি আধা কাপ, তেল এক কাপ, নুন পরিমাণ মতো, কাঁচা লঙ্কা ৫-৬টি, বেরেস্তা আধা কাপ।

কি ভাবে তৈরি করা যায় দেকুন- হাঁস পরিস্কার করে চামড়াসহ টুকরোগুলো ধুয়ে জল ঝরিয়ে দুধ, হলুদ মেখে এক ঘণ্টা রাখতে হবে। তেল ও ঘি গরম করে তাতে পিঁয়াজ বাদামি রঙে ভেজে সব বাটা মশলা দিয়ে কষিয়ে মাংস দিয়ে কষাতে হবে। নুন, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, তেজপাতা, লঙ্কা, গোলমরিচ, দই দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে ৫ কাপ নারকেলের দুধ ও ২ কাপ গরম জল দিয়ে ঢেকে রান্না করতে হবে। মাংস সেদ্ধ না হলে আরও জল দিতে হবে। মাংস সেদ্ধ হয়ে ঝোল কমে গেলে এক কাপ নারকেলের দুধ, বেরেস্তা, গরম মশলা গুঁড়ো, জায়ফল-জয়ত্রী গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে অল্প আঁচে কিছুক্ষণ রেখে তেলের ওপর এলে মালাই দিয়ে নামাতে হবে। হাঁসের মাংসের মালাইকারি রুটি, নানরুটি, পরোটা, ভাত অথবা ভুনা খিচুড়ির সঙ্গে পরিবেশন করুন নিজ পরিজনবর্গকে। দেখবেন তাদের ভালো লাগবে।

পাতুরি মাছের পাতুরি খেয়েছেন, এবার খেয়ে দেখুন ডিমের পাতুরি

সকালের জলখাবার থেকে রাতের খাবার, সর্বত্র যদি ডিমই হয় খাবার মেনুতে তবে কেমন হয়। অমলেট, সেদ্ধ, ঝোল, ঝাল, যে ভাবেই রান্না হোক না কেন, স্বাদের কোনও তুলনা হয় কি। তাই আজ কি ভাবে ডিমের পাতুরি বানানো যেতে পারে তা দেখে নেওয়া যাক। সাধারণত পাতুরি বলতে মাছের কথাই মনে হয়। তবে ডিমের পাতুরিও কিন্তু খেতে মন্দ লাগে না! পাতুরি তৈরির সহজ পদ্ধতি সিখে নিতে পারে। ডিমের পাতুরি তৈরির উপকরণ-৫টা সিদ্ধ ডিম, পোস্ত বাটা, সাদা আর কালো সর্ষে বাটা, নারকেল কোরা ১ কাপ, কয়েকটা কলা পাতা, লঙ্কা গুঁড়ো, ৫০ গ্রাম ময়দা, পেঁয়াজ কুচি, ধনেপাতা, কাঁচা লঙ্কা বাটা, কয়েকটা রসুন, স্বাদ অনুযায়ী নুন ও চিনি দিতে হবে। পরিমাণমতো সর্ষের তেলও দিতে হবে।

কি ভাবে তৈরি করা যেতে পারে দেখে নিন-

১) প্রথমে ডিম সেদ্ধ করে নিন। সবকটা ডিম মাঝামাঝি সমানভাবে কেটে নিন।

২) সাদা আর কালো সর্ষে, নারকেল কোরা, কয়েক কোয়া রসুন, পোস্ত, কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা একসঙ্গে মিহি করে বেটে নিন।

৩) একটা বাটিতে ময়দা জলে গুলে ব্যাটার বানিয়ে নিন। ময়দার ব্যাটারে ডিমের টুকরোগুলো ডুবিয়ে তেলে ভেজে তুলে নিন।

৪) কড়াইতে তেল গরম করে পেঁয়াজ ভেজে নিন। এর পর তাতে নুন, চিনি আর সর্ষে-পোস্ত-নারকেলের মিশ্রণ ঢেলে ১০ মিনিট মতো কষিয়ে নিন।

৫) এ বার এর মধ্যে ভাজা ডিমগুলো দিয়ে হালকা নেড়ে নিন। মিনিট দুয়েক মতো রান্না করুন। তারপর ওপরে ধনেপাতা আর সর্ষের তেল ছড়িয়ে নিন।

৬) কলা পাতার মধ্যে মশলা মাখানো সেদ্ধ ডিম মুড়ে সুতো দিয়ে বেঁধে নিন।

৭) অন্য একটা প্যানে সামান্য তেল ব্রাশ করে কলা পাতায় মোড়া ডিমগুলো দিয়ে ঢেকে দিন। কলা পাতার দুই দিক ভালো করে ভাজা হলে নামিয়ে নিন।

৮) এ বার ভাতের সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন ডিমের পাতুরি।

শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউতকে খুনের হুমকি

মুম্বই, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ শিবসেনা (উদ্ধব বালাসাহেব ঠাকরে) নেতা তথা রাজ্যসভার সদস্য সঞ্জয় রাউতকে মোবাইল ফোনে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে শনিবার সাংবাদিকদের কাছে এই তথ্য জানিয়েছেন স্বয়ং সঞ্জয় রাউত। শনিবার তিনি বলেন, এক অজ্ঞাত ব্যক্তি তাকে সাংবাদিক শশীকান্ত ওয়ারিশের হত্যার বিষয়ে কথা না বলার জন্য হুমকি দিয়ে বলেছিল যে তিনি যদি বিষয়টি উত্থাপন করেন, তবে তিনি শশীকান্ত ওয়ারিসের মতো একই পরিণতির মুখোমুখি হবেন। বলা হয়েছে নিহত সাংবাদিক শশীকান্তের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করবেন না। সঞ্জয় রাউত এই বিষয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে চিঠি লিখে বিষয়টির তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। সঞ্জয় রাউত বলেন, হুমকি পেলেও তিনি রত্নাগিরি যাবেন।

বাংলাদেশের নয়া রাষ্ট্রপতি বাছতে মনোনয়নের শেষ দিন রবিবার, তবু প্রশ্ন

ঢাকা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ আবদুল হামিদের মেয়াদ শেষের পথে। এই পদে কে আসবেন, রবিবার মনোনয়নের শেষ দিন। কিন্তু আদৌ কি রাষ্ট্রপতি বাছতে ভোট হবে? এখনও অনিশ্চিত। আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটের তারিখ। তবে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কোনো দল কাউকে প্রার্থী করার সম্ভাবনা নেই। এর বাইরে অন্য কোনো প্রার্থীও এখন পর্যন্ত নেই। একক প্রার্থী হলে শেষ পর্যন্ত আর ভোটের প্রয়োজন হবে না। ১৯৯১ সালে সংসদীয় ব্যবস্থায় ফেরার পর থেকে মাত্র একবার রাষ্ট্রপতি পদে ভোটের প্রয়োজন পড়েছিল। বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহলের খবর, শীঘ্রই বোঝা যাবে কে হতে চলেছেন পরবর্তী রাষ্ট্রপতি। মনোনয়নের শেষ দিনই জানা যাবে আওয়ামি লিগের তরফে কাকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হল। প্রসঙ্গত, যেহেতু বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন আওয়ামি লিগ সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাই তাদের প্রার্থীই রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা সর্বোচ্চ। রবিবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কার্যালয়ে মনোনননয়নপত্র দাখিল করা যাবে। ক্ষমতাসীন আওয়ামি লিগ যাঁকে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য মনোনীত করবে, তিনিই পরবর্তী রাষ্ট্রপতি হবেন। তবে দলটি এখন পর্যন্ত তাদের প্রার্থীর নাম প্রকাশ করেনি। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগ পর্যন্ত তা ঘোষণা নাও করা হতে পারে। সময়ের মধ্যে কোনো সংসদ-সদস্য রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন কোনও ব্যক্তিকে ওই পদের জন্য মনোনীত করে নির্বাচনী কর্তার কাছে একটি মনোনয়নপত্র দিতে পারবেন, যে মনোনয়নপত্রে প্রস্তাবক হিসাবে তাঁর স্বাক্ষর থাকবে এবং সমর্থক হিসাবে অন্য একজন সংসদ-সদস্যের স্বাক্ষর থাকবে। সেইসঙ্গে যিনি রাষ্ট্রপতি পদের জন্য মনোনীত হতে যাচ্ছেন, তাঁরও উক্ত মনোনয়নে সম্মতিসূচক স্বাক্ষরিত বিবৃতি থাকবে। বুধবার জাতীয় সংসদ ভবনে সংসদীয় দলের বৈঠক করেছিল আওয়ামি লিগ। সেখানে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দলের প্রার্থী মনোনীত করার ক্ষমতা দলের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেওয়া হয়। ওই বৈঠকের পর দলীয় সূত্র বলেছিল, ১২ ফেব্রুয়ারির আগে প্রকাশ করার সম্ভানা কম। তাই এ নিয়ে রয়েছে কৌতূহল।

উত্তরপ্রদেশে ক্লাস নাইনের পড়ুয়াকে ট্রাক হিঁচড়ে নিল ১৫ মিটার

প্রয়াগরাজ, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ হিট অ্যান্ড রান এবার উত্তরপ্রদেশে। শনিবার সাত সকালে ক্লাস নাইনের পড়ুয়াকে ট্রাক টেনে নিল ১৫ মিটার। ঘটনাটি ঘটেছে ফতেহপুরে। ঘটনায় পড়ুয়ার মৃত্যু হয়। ঘাতক ট্রাক চালককে এলাকাবাসী ধরে ফেলে। তুলে দেয় পুলিশের হাতে। ঘটনায় এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। মৃতের নাম বিজয় কুমার। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বিজয় কুমার সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যাচ্ছিল। দুরন্ত গতিতে আসা একটি ট্রাক বিজয়কে ধাক্কা মারে। সাইকেল থেকে বিজয় পড়ে গিয়ে তার হাত ট্রাকের মাডগার্ডের সঙ্গে আটকে যায়। এই অবস্থায় ট্রাকটি তাকে টেনে নিয়ে যায় ১৫ কিলোমিটার। সাত সকালে চোখের সামনে ওই ভয়াবহ ঘটনা দেখে এলাকাবাসী চিৎকার শুরু করে। ট্রাক চালকের ড্রাইভার হাওয়া বেগতিক বুঝে গাড়ির গতি বাড়ায়। যদিও ট্রাকের একটি চাকা পাংচার থাকায় গাড়ি বেশিদূর নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। পথচলতি মানুষ ট্রাক চালককে গ্রেফতার করে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ট্রাক চালককে গ্রেফতার করে। অন্যদিকে, গুরুতর জখম পড়ুয়াকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় নিকটবর্তী হাসপাতালে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করে। স্কুল রীতিমতো শোকের ছায়া।

প্রয়াত অস্কার জয়ী হাডসন

লন্ডন, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রয়াত হলেন অস্কার জয়ী ব্রিটিশ পরিচালক হিউ হাডসন। শুক্রবার লন্ডনের চ্যারিং ক্রস হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ ক্রেন 'চ্যারিয়টস অফ ফায়ার' খ্যাত পরিচালক। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েচিল ৮৬ বছর।

কয়েকটি মেইলএক্সপ্রেস ট্রেনের সময় সংশোধন, যাত্রার সময় কুড়ি মিনিট থেকে এক ঘণ্টার বেশি হ্রাস

গুয়াহাটি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ ক্রমাগত পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রতি লক্ষ্য রেখে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কয়েকটি স্টেশনে কয়েকট মেইল এবং এক্সপ্রেস ট্রেনের সময় সংশোধন করা হয়েছে। যাত্রার সময় হ্রাস করতে গতি বৃদ্ধি যে সব ট্রেনের করা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে ১৫৬০২/১৫৬০১ গুয়াহাটি-ধুবড়ি-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস, ১৫০৭৮ গোমতিনগর-কামাখ্যা এক্সপ্রেস এবং ১৫৬৬১ রাঁচি-কামাখ্যা এক্সপ্রেস। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অধিক্ষেত্রের অধীনে এই ট্রেনগুলির যাত্রার সময় কুড়ি মিনিট থেকে এক ঘণ্টার বেশি সময় হ্রাস করা হয়েছে। এক প্রেস বিবৃতিতে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে এই খবর জানিয়ে বলেন, ১৫৬০২/১৫৬০১ নম্বর গুয়াহাটি-ধুবড়ি-গুয়াহাটি এক্সপ্রেসের সময় গুয়াহাটি, কামাখ্যা, নিউ বঙাইগাঁও, কোকরাঝাড়, ফকিরাগ্রাম জংশন, সাপটগ্রাম, টিপকাই, মংলাঝড়া, বাঁশবাড়ি, মটেরঝাড়, গোলোকগঞ্জ, গৌরীপুর এবং ধুবড়িতে ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে সংশোধন করা হয়েছে। ১৫৬০২ নম্বর গুয়াহাটি-ধুবড়ি এক্সপ্রেস ট্রেনের গুয়াহাটি থেকে যাত্রার সময় ৬৫ মিনিট হ্রাস করে ২২.৫০ ঘণ্টা করা হয়েছে। একইভাবে, ১৫৬০১ নম্বর ধুবড়ি-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস ধুবড়ি থেকে ০৭.১০ ঘণ্টার পরিবর্তে ০৭.০০ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে গুয়াহাটি পৌঁছবে ১৪.৫০ ঘণ্টায়। এ ক্ষেত্রে ট্রেনের যাত্রার সময় ৪০ মিনিট হ্রাস করা হয়েছে। এছাড়া, ১৫০৭৮ নম্বর গোমতিনগর-কামাখ্যা এক্সপ্রেস ট্রেনের সময় নিউ বঙাইগাঁও, গোয়ালপাড়া টাউন ও কামাখ্যা স্টেশনে ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে সংশোধন করা হয়েছে। ট্রেনটি ৪০ মিনিট যাত্রার সময় হ্রাস করে কামাখ্যায় পৌঁছবে ১৩.৫০ ঘণ্টায়। ১৫৬৬১ নম্বর রাঁচি-কামাখ্যা এক্সপ্রেসের সময় কামাখ্যা স্টেশনে ১ ফেব্রুয়ারি থেকে সংশোধন করা হয়েছে। যাত্রার সময় ২০ মিনিট হ্রাস করে ট্রেনটি কামাখ্যায় পৌঁছবে ২৩.০৫ ঘণ্টায়।

ত্রিপুরার লক্ষ্য পরিস্কার, ডাবল ইঞ্জিন সরকার আবার ঃ প্রধানমন্ত্রী

আমবাসা(ত্রিপুরা), ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ আমবাসার সুবিশাল জনপ্লাবন থেকে ত্রিপুরার লক্ষ্য পরিস্কার। মানুষ ডাবল ইঞ্জিন সরকার আবার প্রতিষ্ঠা করবেন। শনিবার রাজ্যের আমবাসায় আয়োজিত জেলা ভিত্তিক রাজনৈতিক সমাবেশে একথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিনের সমাবেশে আক্ষরিক অর্থেই জনপ্লাবন দেখে আপ্লুত হয়ে পড়েন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটা সময় রাজ্যে চাঁদার রাজত্ব ছিল। যে কোন কাজে কমিউনিস্টদের চাঁদা দিতে হত। থানায় যেতে হলেও চাঁদা দিতে হত। কারণ থানাও সিপিএম ক্যাডারদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। বর্তমান সরকার রাজ্যে ভয়, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজির পরিবেশ শেষ করেছে। মুক্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। মহিলারা সিপিএম শাসনে অত্যাচারিতা হতেন। আজ মহিলা সশক্তিকরণ চলছে। একসময় ধলাই জেলা দেশের পিছিয়ে পড়া জেলা ছিল। বিজেপি শাসনে ধলাই জেলা ১১০টি প্রত্যাশি জেলার একটি। এই জেলার সঙ্গে গোটা রাজ্যেই উন্নয়ন নতুন মাত্রা পেয়েছে। বিজেপির মানুষের বাস্তব চাহিদার দিকে লক্ষ্যে রেখে সংকল্পপত্র প্রকাশ করেছে। এই প্রতিশ্রুতির প্রত্যেকটি পালন করা হবে। এই পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে ১৬ ফেব্রুয়ারি আপনার ভোট বিজেপি ও সহযোগী দলগুলোকে প্রদাণ করুন। আপনার একটি ভোটেই ত্রিপুরা বাম অপশাসন থেকে মুক্ত হয়েছিল। আপনার ভোটেই ত্রিপুরায় ডাবল ইঞ্জিন সরকার উন্নয়নের গতিকে আরও শক্তিশালী করবে। এদিন সুবিশাল জনসভাকে উদ্দেশ্য করে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ত্রিপুরায় হীরার সার্থক রূপায়ণের মাধ্যমে

ত্রিপুরা ধীরে ধীরে গ্লোবাল বা বৈশ্বিক হয়ে ওঠছে। বাংলাদেশের বন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে ত্রিপুরায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জিত হবে। আবাস, আরোগ্য ও আয়-এই ত্রিশক্তি ত্রিপুরার মানুষের জীবন সহজতর করেছে। আর গত পাঁচ বছরে রাজ্যের প্রত্যেক মানুষের জীবনে পৌঁছে দিয়েছে রাজ্য সরকার। গত পাঁচ বছরে রাজ্যের বিজেপি সরকার তিন লক্ষ পরিবারকে পাকা ঘর করে দিয়েছে। ডাবল ইঞ্জিনের এটাই গতিবেগ। এটাই বিজেপি সরকারের কাজের পদ্ধতি ও পরিনাম। যারা মিথ্যা বলে বিজেপি সরকারকে ক্ষমতাচ্যূত করার স্বপ্ন দেখছেন তাদের কাছে যোগ্য জবাব আজকের লক্ষ জনতা। এরাই সরকারের সুরক্ষা কবচ। এটা খুবই খুশির বিষয় যে ত্রিপুরার প্রায় ২ লক্ষ মানুষ আয়ুস্মান যোজনার সাহায্য পেয়েছেন। যদি বিজেপির সরকার না থাকত তাহলে এই সুবিধা কি পেতেন মানুষ? কংগ্রেস ও সিপিএম শুধু গরীবদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে জানে। অন্যদিকে, বিজেপি আপনাদের জীবন কে সুস্থ ও সুন্দর করার জন্য কাজ করছে। বাড়ি বাড়ি পানীয় জল, উজ্জ্বলা যোজনা সহ প্রকল্পের মাধ্যমে আপনাদের সমস্যা দূর করার কাজ করছে বিজেপি। কংগ্রস ও বাম দলগুলো কখনও আপনাদের সেবা করতে পারবে না বরং এই জনকল্যাণমুখি প্রকল্পগুলোকে বন্ধ করে দিতে চাইছে। জনজাতি সমাজ আবাস, আরোগ্য ও আয়ের ত্রিশক্তির সহচেয়ে বড় লাভ পাচ্ছেন জনজাতি সমাজ। নব্বইটিরও বেশি বনজ সামগ্রীর উপর সহায়ক মূল্য নিশ্চিত করেছে বিজেপি সরকার। এটাই ডাবল ইঞ্জিনের উন্নয়ন। এই গতিতে লাভবান হয়েছেন সরকারি কর্মচারিরাও। আগামীদিনে বিজেপি সরকার উন্নয়নকে আরো গতিশীল ও শক্তিশালী করবেন আপনাদের আশীর্বাদে। এদিন বক্তব্যের শেষ পর্বে দলীয় কর্মীদের উদ্দ্যেশ্যে একটি দায়িত্ব সঁপে যান প্রধানমন্ত্রী। তিনি প্রত্যেক মানুষকে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে প্রণাম ও শুভেচ্ছা পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান রাখেন।

সিঙ্গাপুর থেকে আজ দেশে ফিরছেন লালু প্রসাদ

১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কিডনির প্রতিস্থাপন করে দেশে ফিরছেন লালু প্রসাদ যাদব দেশে ফিরছেন। শনিবার টুইট করে লালু প্রসাদের মেয়ে রোহিণী আচার্য তাঁর বাবার সর্বশেষ শারীরিক অবস্থার কথা জানিয়ে লেখেন, সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে তাঁর বাবার কিডনি প্রতিস্থাপন সফল হয়েছে। আজ শনিবার তিনি দেশে ফিরবেন। রোহিণী টুইটারে লিখেছেন - আমি আপনাদের একটা ভালো খবর শোনাতে চাই। বাবার কিডনি প্রতিস্থাপন সফল হয়েছে। আজ শনিবার তিনি দেশে ফিরবেন। চিকিৎসকেরা তাকে আপাতত বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছে। দীর্ঘদিন বাদে বাবার সঙ্গে থাকতে পেরে ভালো লাগছে। আমার পক্ষে বাবার প্রতি যতটা করা সম্ভব হয়েছে করতে পেরেছি। আর আপনারা, যারা লালুজির সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়িতে যাবেন, তাদের প্রতি আমার পরামর্শ অনুগ্রহ করে ওনার সঙ্গে খুব বেশি কথা বলবেন না। ওনার বয়স হয়েছে। অপারেশন একেবারেই ছোটখাটো নয়। তাই, যারাই লালু প্রসাদের সঙ্গে দেখা করতেন যাবেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমার পরামর্শ - মাস্ক ব্যবহার করুন। অবশ্য পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে লালু প্রসাদের সঙ্গে আপনারা দেখা করতে যান। রোহিণী আরও লিখেছেন, ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেই লালুজির ভক্ত এবং দলের অগনিত কর্মী-সমর্থকদের এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ডাক্তারবাবুরা বলেছেন, বাবা যেন তাঁর সংক্রমণের ব্যাপারে সতর্ক থাকেন। খুব বেশি লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। চেক আপের জন্য তাকে আরও একবার সিঙ্গাপুরে আসতে হবে। আমার আশা, বাবা বয়সের কথা ভেবে নিজের প্রতি যত্নশীল হবেন।

ঝাড়খণ্ডে পৌঁছেছেন মল্লিকার্জুন খড়গে, স্বাগত জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

দুমকা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ কংগ্রেসের হাত সে হাত জোড়ো প্রচার শুরু করতে শনিবার ঝাড়খণ্ডের দুমকায় পৌঁছেছেন দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন টুইট করেছেন, মল্লিকার্জুন খাড়গেকে ঝাড়খণ্ডে স্বাগত জানাই। দুমকা বিমানবন্দরে খাড়গের সফরে কংগ্রেসের ঝাড়খণ্ড রাজ্যের ইনচার্জ অবিনাশ পান্ডে, ঝাড়খণ্ডের সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী আলমগীর আলম, সিনিয়র নেতা কৃষ্ণানন্দ ঝাকে স্বাগত জানান বেশ কয়েকজন নেতা। খাড়গে সাহেবগঞ্জ জেলার গুমানি থেকে হাত সে হাত জোড় অভিযান শুরু করবেন। এ অভিযান শুরুর সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। এ জন্য তারা দুমকা পৌঁছেছেন।

জৌনপুরে এনকাউন্টারে গ্রেফতার দুই দুস্কৃতী

জৌনপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ রামপুর বাক্সা থানার পুলিশ অতীতের একটি এনকাউন্টারে ঘটনায় দুই দুস্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশের গুলিতে উভয় দুর্বৃত্তই আহত হয়েছে। তাদের কাছ থেকে পিস্তল কার্তুজ ও ঘটনায় ব্যবহৃত মোটরসাইকেলসহ ছিনতাইয়ের টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সুপার ডঃ অজয় পাল শর্মা শনিবার বলেন, পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়েছিল যে দুস্কৃতিরা কাসেরু বাজার থেকে রামপুর বাজার হয়ে জৌনপুরে যাচ্ছে। এ সময় পুলিশের একটি দল মোটরসাইকেলে থাকা দুই ব্যক্তিকে কোটিগাঁও খাল পুলিয়ার কাছে থামানোর চেষ্টা করলে তারা মোটরসাইকেল নিয়ে পালাতে থাকে। কিছুদূর যেতেই তারা ধরা পড়ে যায় এবং দুজনেই পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। একটি গুলি রামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বুলেটপ্রুফ জ্যাকেটে লাগে এবং অপর গুলি থানার অফিসারের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। পুলিশও পাল্টা গুলি চালালে দুর্বৃত্তরা আহত হয়ে নিচে পড়ে যায়। তাদের গ্রেফতার করা হয়।

মৎস্য দফতরে নিযাগে দুর্নীতি, সাময়িক বরখাস্ত দুই আধিকারিক

গুয়াহাটি, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ মৎস্য দফতরে কর্মচারী নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগে দুই এসিএস (আসাম সিভিল সার্ভিস) আধিকারিককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। সরকারি সূত্রের খবর, আসাম ফিশারি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এএফডিসিএল)-এ কর্মচারী নিয়োগে ব্যাপক অনিয়মের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে আসাম সিভিল সার্ভিস-এর দুই আধিকারিক যথাক্রমে অনুরাধা অধিকারী এবং নরেনচন্দ্র বসুমতারীকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে অসম সরকারের পার্সোনাল ডিপার্টমেন্ট। সূত্রের দাবি, অনিয়মে নিয়োগকালে এই দুই অফিসার এএফডিসিএল-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে ছিলেন। ১৯৬৪ সালের আসাম সার্ভিস (ডিসিপ্লিন অ্যান্ড অ্যাপিল) বিধির অধীনে রাজ্য সরকারের সীমান্ত সুরক্ষা এবং উন্নয়ন বিভাগের যুগ্মসচিব এসিএস অনুরাধা অধিকারী এবং নরেনচন্দ্র বসুমতারীর নাম ওই নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে ওঠে এসেছে। ইতিমধ্যেই বিভাগীয় তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বরখাস্তের সময়কালে তাঁরা উভয়েই গুয়াহাটিতে তাঁদের সদর দফতরে কাজ চালিয়ে যাবেন, নোটিশ পাঠিয়েছে পার্সোনেল ডিপার্টমেন্ট।

তুরস্ক-সিরিয়ায় ভূমিকম্পে মৃত বেড়ে ২৫,০০০

আঙ্কারা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ তুরস্ক ও সিরিয়ায় ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫,০০০। যত সময় যাচ্ছে হতাহতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ভূমিকম্প বিধ্বস্ত এলাকাগুলিতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে অন্য দেশগুলি। আগেই ভারতের তরফে উদ্ধারকারী দল পাঠানো হয়েছিল। এবার ইংদোনেশিয়াও উদ্ধারকারী দল পাঠাল তুরস্কে। পাশাপাশি কিউবার তরফে স্বাস্থ্যকর্মী পাঠানো হয়েছে তুরস্ক ও সিরিয়ায়। প্রসঙ্গত, গত সোমবার প্রবল ভূমিকম্প কেঁপে ওঠে তুরস্ক। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.৮। স্থানীয় সময় সোমবার ভোর ৪টা ১৭, আর জিএমটি হিসেবে দুপুর ১টা ১৭তে প্রথম ভূমিকম্প আঘাত হানে তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের গাজিয়ানটেপ শহরের কাছে। মাটির ১৭.৯ কিলোমিটার গভীরে ছিল এর উৎসস্থল। কম্পন অনুভূত হয় লেবানন, সিরিয়া, সাইপ্রাস, গ্রিনল্যান্ডেও। তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে একের পর এক বাড়ি। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় এলাকা। মৃত্যুমিছিল যেন থামছেই না সেখানে। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

গুয়াহাটির জিএস রোডে বহুতল 'সিলভার স্কোয়ার'-এ আগুন

গুয়াহাটি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ গুয়াহাটির প্রধান সড়ক গুয়াহাটি-শিলং (জিএস) রোডের খ্রিস্টানবস্তি এলাকায় অবস্থিত বহুতল-বিশিষ্ট 'সিলভার স্কোয়ার'-এ এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আগুনে একটি চার চাকার দামি গাড়ি পুড়ে ভস্ম হওয়ার পাশাপাশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে অন্য চার চাকার গাড়ি এবং একটি কাপড়ের শোরুম। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকা সহ 'সিলভার স্কোয়ার'-এ বিদ্যমান দোকানপাটের মালিক-কর্মচারী এবং ক্রেতাদের মধ্যে নিজেদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়ে যায়। আগুনের সূত্রপাত আজ শনিবার সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ। সিলভার স্কোয়ার-এর ভূমিতলে গাড়ি পার্কিংস্থলে আচমকা একটি দামি চার চাকার গাড়িতে আগুনের সূত্রপাত হয়। গাড়িটির মেরামত চলছিল। আগুনের লেলিহান শিখা চোখের পলকে ছড়িয়ে পড়ে প্রথমতলার একটি কাপড়ের শোরুম এবং লাগোয়া দোকানে। ইতিমধ্যে চার চাকার গাড়িটি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ প্রায় আটটি ইঞ্জিন নিয়ে অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর দল ঘটনাস্থলে আসে। অক্লান্ত কসরত করে প্রায় দু ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন অগ্নিনির্বাপকের জওয়ানরা। ইতমধ্যে পুলিশেরও বিশাল দল ছুটে এসেছে। তাঁরা গোটা অগ্নিকাণ্ডের তদন্ত শুরু করেছেন।

ত্রিপুরায় এলেন ড্রিম গার্ল, নির্বাচনী প্রচারে ঝড় হেমা মালিনীর

শান্তিরবাজার, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ বিলোনিয়া ও ঋষ্যমুখ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে আজ শুক্রবার নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিয়েছেন ড্রিম গার্ল হেমা মালিনী। এই দুই কেন্দ্রেই নির্বাচনী প্রচারে এসেই রীতিমতো ঝড় তুললেন হিন্দি চলচ্চিত্র তারকা তথা সাংসদ হেমা মালিনী। ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচন হাতেগোনা আর কয়েকটি দিন বাকি রয়েছে। শাসক দল বিজেপির প্রদেশ নেতৃত্ব থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরা নির্বাচনী প্রচারের ঝড় তুলেছেন প্রার্থীদের সমর্থনে। শুক্রবার বিলোনিয়া ও ঋষ্যমুখ কেন্দ্রের প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনী প্রচার করলেন হিন্দি চলচ্চিত্র তারকা তথা ড্রিম গার্ল হেমা মালিনী। প্রথম বিজয় সংকল্প সমাবেশ হয় ঋষ্যমুখ কেন্দ্রের দক্ষিণ সোনাইছড়ি বাজার সংলগ্ন মাঠে। বিজেপি মনোনীত প্রার্থী দ্বীপায়ন চৌধুরীর সমর্থনে হয় এই জন সমাবেশ। দ্বিতীয় সমাবেশ হয় বিলোনিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের কালিনগর নতুন মোটর স্ট্যান্ডে। এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী গৌতম সরকার। এই দুটি কেন্দ্রের বিজয় সংকল্প জন সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন হিন্দি চলচ্চিত্র তারকা তথা সাংসদ হেমা মালিনী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন দুই কেন্দ্রের প্রার্থী, বিধায়িকা মিমি মজুমদার, প্রদেশ মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ঝর্ণা দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

Name Change

I, RACHNA NATHANY(Old Name) S/o KUMAR KHEMCHAND NARWANI residing at 62/7/1B, Ballygunge Circular Road, Shivam, Flat-3C, 3rd Floor, Kolkata-700019 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) RACHNA NARWANI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 11/02/2023.RACHNA NATHANY and RACHNA NARWANI both are same and one identical person.

Name Change

I, SEAIKH ARIF NOORALI (Old Name) S/o NUR ALI SK residing at VILL REORA, PO REORA GOPALPUR PS JAMALPUR, Purba Bardhaman, 713166 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) ARIF SHAIKH, vide an affidavit sworn beforethe Notary Public at Kolkata on 11/02/2023.SEAIKH ARIF NOORALI and ARIF SHAIKH both are same and one identicalperson.

Name Change

I, MD KALIMUDDIN MALLICK(Old Name) S/o KUTUBUDDIN MALLICK residing at Vill-Tajpur, PO-Morah, PS-Haripal, Hooghly, Pin-712403 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) KALIMUDDIN MALLICK, vide an affidavit sworn beforethe Notary Public at Kolkata on 11/02/2023.MD KALIMUDDIN MALLICK and KALIMUDDIN MALLICKboth are same and one identicalperson.

Name Change

I, DIPUL JAYANTILAL KAKKAD (Old Name) S/o LATE JAYANTILAL KAKKAD residing at 23, Padmapukur Road, Flat-1B, Bhowanipur, Kolkata-700020 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) DIPUL KAKKAD, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 11/02/2023. DIPUL JAYANTILAL KAKKAD and DIPUL KAKKAD both are same and one identical person.

Name Change

I, DIPANWITA BANERJEE (Old Name) W/o SOUMEN NASKAR residing at Tantipara (East), Jagadishpur, Howrah-711328 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) DIPANWITA NASKAR, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 11/02/2023. DIPANWITA BANERJEE and DIPANWITA NASKAR both are same and one identical person.

Name Change

I, JENNIFER DUTTA alias JENNIFER ANN DUTT (Old Name) W/o LATE SWAPAN KUMAR DUTTA presently residing at 36/A RAJA RAJ BALLAV STREET, KOL -700003 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) GOURI DUTTA (new name), vide an affidavit sworn before the notary public at kolkata on 09/02/2023. JENNIFER DUTTA, JENNIFER ANN DUTT and GOURI DUTTA all are same and one identical person.

Name Change

I, REHENA BEGUM (Old Name) W/o LATE ABDUL GAFFAR residing at P-40, Karaya Road, Circus Avenue, PS-Beniapukur, Kolkata-700017 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as)AKHTARI BEGUM, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 11/02/2023. REHENA BEGUM and AKHTARI BEGUM both are same and one identical person.

Name Change

I, REHANA KHATOON (Old Name) W/o MD RAFIQUE residing at P-40, Karaya Road, Circus Avenue, PS-Beniapukur, Kolkata-700017 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as)REHANA BEGUM, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 11/02/2023. REHANA KHATOON and REHANA BEGUM both are same and one identical person.

প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতির হস্তক্ষেপে প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিভাগের সংঘাত কাটানোর উদ্যোগ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুলের প্রাথমিক বিভাগের পঠন পাঠন সুষ্ঠুভাবে চালু করতে উদ্যাগী হল প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ। শনিবার স্কুলের শিক্ষক ও আভিভাবকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি আপাতত স্কুল পরিচালনার বিষয়টি খতিয়ে দেখবে। প্রাথমিক বিভাগ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্কুলের মাধ্যমিক বিভাগের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। এদিন পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান, স্কুলের শিক্ষক ও অভিভাবকদের নিয়ে বৈঠক করা হয়। সমস্ত পক্ষের আলোচনায় স্কুলের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিভাগের মধ্যে সংঘাত কাটিয়ে প্রাথমিক বিভাগ পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রাথমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকদের উপর দায়িত্ব ভাগ করে দিয়ে স্কুল পরিচালনা করার কথা জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, অনুমোদন ছাড়াই প্রাথমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষকের অনুপস্থিত থাকা ও মিড ডে মিল সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযোগের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। জানা গেছে, স্কুলের প্রাথমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষক কয়েকদিন ধরে অনুপস্থিত থাকার কারণে অচলাবস্থা তৈরী হয়েছে। মাধ্যমিক বিভাগের সঙ্গে সংঘাতে যাওয়ার কারণে প্রাথমিক বিভাগের জল, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য সুবিধা বন্ধ করে দিয়েছে মাধ্যমিক বিভাগ। এরফলে, স্কুলের পড়ুয়ারা সমস্যা পড়েছে। এছাড়া, স্কুলের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় নথি প্রাথমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষক নিজের কাছে কুক্ষিগত করে রেখেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এছাড়া, স্কুলের মিড ডে মিল পরিচালনায় অনিয়ম নিয়েও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন অভিভাবিকরা। এই ঘটনায় প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের কাছে অভিযোগ জানান তারা। আদিন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি মধুসূদন ভট্টাচার্য্য স্কুলের সমস্ত পক্ষকে নিয়ে বৈঠক করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি তথা মেমারির বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য্য বলেন, স্কুলের পড়ুয়াদের স্বার্থে স্কুলের সমস্ত সুযোগ- সুবিধা চালু রেখে পরিচালনা করার জন্য সমস্ত পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। মাধ্যমিক বিভাগের পক্ষ থেকে সহযোগিতার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ তা মেনে নিয়েছেন। স্কুলের জল, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য পরিষেবা যেগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল তা পুনঃ রায় চালু করে দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। আগামী সোমবার থেকে স্বাভাবিকভাবেই স্কুলের প্রাথমিক বিভাগ চালু থাকবে। পরবর্তীকালে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মাধ্যমিক বিভাগের তরফে জানা গেছে, শুরু থেকেই স্কুলের প্রাথমিক বিভাগের সমস্ত সুবিধা প্রদানের দায়িত্ব মাধ্যমিক বিভাগের উপরেই ছিল। প্রাথমিক বিভাগের বর্তমান প্রধান শিক্ষক আলাদা হওয়ার দাবি জানিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে আবেদন জানায়। পরবর্তীকালে সেই আবেদনের শুনানির পর প্রাথমিক বিভাগের অভ্যন্তরিন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে মাধ্যমিক বিভাগকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। স্কুলের মাধ্যমিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অরুনাভ চক্রবর্তী জানান, স্কুলের প্রাথমিক বিভাগ বরাবরই মাধ্যমিক বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিল। প্রাথমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষকের দাবি মতো ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশ মতো এই বিভাগটি পরিচালনা হা ভরনপোষনের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি নেয় মাধ্যমিক বিভাগ। এদিন বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাময়িকভাবে মাধ্যমিক বিভাগের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। পড়ুয়াদের স্বার্থে সেই আবেদন মেনে নেওয়া হয়েছে।

সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে পথসভা ও অর্থ সংগ্রহ অভিযান

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়ন দশম সর্বভারতীয় সম্মেলন ১৫ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি হাওড়ার শরৎ সদন ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে, সম্মেলনকে সামনে রেখে শনিবার কালনা ২ ব্লকের বৈদ্যপুর রথতলায় সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে পথসভা ও অর্থ সংগ্রহ অভিযান অনুষ্ঠিত হল, বর্তমানে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এবং রাজ্যের তৃণমূল সরকারের বিভিন্ন দুর্নীতির কথা তুলে ধরা হয় সভা থেকে, দিনে দিনে কৃষকের সারের দাম বেড়েই চলেছে বেড়ে চলেছে পেট্রোল - ডিজেল সহ রান্নার গ্যাসের দাম, নাভিশ্বাস উঠছে সাধারণ মানুষের এমনটাই বক্তব্যই তুলে ধরেন সিপিআইএম নেতা জয়দীপ ভট্টাচার্য্য, তিনি আরো বলেন, শিক্ষা দপ্তরে বিভিন্ন কায়দায় দুর্নীতি হয়েছে চাকরি দেওয়ার নাম করে অবৈধভাবে চাকরি দিয়ে কোটি কোটি টাকা লুট করেছে তৃণমূল নেতা, মন্ত্রীরা, বহাল তবিয়তে আছে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলে দাবি করেন, এই সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম নেতা সনাতন টুডু, শ্রী কুমার দুবে, সুশান্ত ব্যানার্জি, সুবাস নন্দী সহ নেতৃত্বরা।

জিআরপির উদ্যোগে চুরি যাওয়া ৫৫ জনের মোবাইল ফেরত দিল

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ বর্ধমান ও হাওড়া জিআরপি থানার যৌথ উদ্যোগে 'ফিরে পাওয়া' অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে হারানো ও চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন ফিরিয়ে দেওয়া হ'ল মোবাইল মালিকদের। বর্ধমান স্টেশনে জিআরপির পক্ষ থেকে শনিবার ৫৫ জনের হাতে এই মোবাইল ফোন তুলে দেওয়া হয়। বর্ধমান জিআরপি থানার পক্ষ থেকে তৃতীয় পর্যায়ে করা হলো এই মোবাইল ফেরতের অনুষ্ঠান। এর আগে প্রথম পর্যায়ে ২৭ সেপ্টেম্বর এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ২৫ নভেম্বর এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। শুধুমাত্র ফিরে পাওয়া অনুষ্ঠানই নয়, বিভিন্ন সময় বর্ধমান স্টেশনে বর্ধমান জিআরপি তরফ থেকে করা হয় সচেতনতামূলক প্রচার। মোবাইল ফেরত পেয়ে জিআরপি পুলিশ কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রাপকরা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল জনের ডিএসপি উজ্জল দাস, বর্ধমান জিআরপি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক চিন্তা হরণ সিনহা সহ জিআরপির অন্যান্য আধিকারিক বৃন্দ। এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে ডিএসপি উজ্জ্বল দাস সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, হাওড়া জেলা জিআরপির ও বর্ধমান জিআরপির থানার তরফ থেকে ৫৫ জনের হাতে হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন তুলে দেওয়া হলো। রেলযাত্রীদের মোবাইল ফোন নিয়ে রাস্তা পারাপার, রেললাইন পারাপার কিম্বা রেল স্টেশনে অসাবধানতাবশতঃ মোবাইল ফোন ব্যবহার বন্ধ করার আবেদন জানান তিনি।

অবৈধ সম্পর্ক ঘিরে হুলুস্থুলু, অবস্থা সামলাতে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ এক ফুল, দুই মালি। ঘটনাটা এরকমই। শনিবার সকালে এরকম একটি ঘটনা ঘটে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দিতে। খবর যায় পুলিশের কাছে। তার পর পুলিশ এসে আটক করে ওই ব্যক্তি এবং তাঁর দুই স্ত্রীকে। পরে অবশ্য তিন জনকেই ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। সূত্রের খবর, অভিযুক্ত ব্যক্তির দুই স্ত্রী। দুই স্ত্রী মুখোমুখি হতেই লেগে যায় ঝামেলা। শহরের মধ্যে চায়ের দোকানে সকলের সামনেই চলে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে গণ্ডগোল। সেই ঝামেলা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যে সেখানে উপস্থিত সকলে তা থামাতে সক্ষম হয়নি। কান্দির হাসপাতাল মোড় সংলগ্ন একটি চায়ের দোকানে ঝামেলা বাঁধে ওই তিন জনের। জানা গিয়েছে, গত ২-৩ বছর ধরে অভিযুক্ত ব্যক্তি স্ত্রী-র বদলে অপর একজনের সঙ্গে থাকতে শুরু করেন। একাধিক সম্পর্ক নিয়ে অশান্তি থাকলেও ওই ব্যক্তির স্ত্রী হাতেনাতে ধরতে পারেননি স্বামীকে। শনিবার সকালে ওই ব্যক্তি সঙ্গিনীর সঙ্গে কান্দি হাসপাতাল মোড়ের কাছে একটি চায়ের দোকানে গিয়েছিলেন। তখনই সেখানে ওই ব্যক্তির স্ত্রী অন্য মহিলার সঙ্গে দেখে ক্ষেপে যান। লেগে যায় ঝামেলা। বচসা থেকে হাতাহাতিও শুরু হয়। হাসপাতাল মোড়ে ওই চায়ের দোকানে গণ্ডগোলের খবর পেয়ে সেখানে যায় পুলিশ। পুলিশ এসে তিন জনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ১২ কেজি রুপোর গয়না বাজেয়াপ্ত

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ আবারও চোরাচালানের চেষ্টা ব্যর্থ করে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে ১২ কেজি রূপার গয়না বাজেয়াপ্ত করেছে বিএসএফ সদস্যরা। শনিবার বিএসএফের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ঘটনাটি দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের বিজয়পুর সীমান্ত এলাকায়। বিএসএফ জওয়ানরা এক ব্যক্তিকে ভারতীয় দিক থেকে সীমান্ত অতিক্রম করার চেষ্টা করতে দেখেন। তার কাছে একটি ব্যাগ এবং একটি প্লাস্টিকের পাইপ ছিল। জওয়ানরা তাকে থামতে বললে সে পালিয়ে যায়। এরপর তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিকালে প্লাস্টিকের পাইপের ভেতর থেকে ৬০ বোতল নিষিদ্ধ ফেনসিডিল ও ১২ কেজি রুপোর গয়না উদ্ধার করা হয়। বাজেয়াপ্ত সামগ্রীর মূল্য প্রায় ৮ লাখ ৯৪ হাজার ৩১৮ টাকা। বাজেয়াপ্ত সামগ্রী পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বনপুর কাস্টম অফিসে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে কবিতা ও উপন্যাস লিখে চমকে দিয়েছে ১২ বছরের বালিকা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ সবাইকে চমকে দিয়েছে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হরিশ্চন্দ্রপুরের বিস্ময় বালিকা। সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী হয়েও একাধিক ভাষা রপ্ত করে কবিতা লিখে সবার মন জয় করেছে বয়স বারোর ওই বালিকা। নাম লামিসা আহমেদ। বাড়ি মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তেঁতুল বাড়ি এলাকায়। হরিশ্চন্দ্রপুরের কিরণবালা বালিকা বিদ্যাশ্রম উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী সে। কিন্তু এই কৈশোর বয়সেই সে রপ্ত করে ফেলেছে বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু ভাষা। সেই ভাষায় কবিতা লিখে আবৃত্তিও করে। এখন সে ইংরেজি ভাষায় একটি নভেলও লিখতে শুরু করেছে। তার এই বহুমুখী প্রতিভায় মুগ্ধ স্কুল শিক্ষক - শিক্ষিকা থেকে শুরু করে অভিভাবকরা। জানা গেছে, লামিসা আহমেদ মাত্র ১২ বছর বয়সে বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করে ফেলেছে। এই প্রতিভার গুণেই সে তিনটি ভাষায় কবিতা ও উপন্যাস লেখে সবাইকে চমকে দিয়েছে। ছবি আর্ট থেকে শুরু করে কোরান তেলাওয়াত, স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি এবং হাতের কাজেও যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছে। স্কুলের সিলেবাসের বই ছাড়াও ইংরেজি ভাষায় এনসাইক্লোপিডিয়া ও হেরি পটারসের গল্পের বই তার কণ্ঠস্থ। গোয়েন্দা, কিশোর গল্প সমগ্র, লালু, হযবরল, মাকু ও কোনি সহ একাধিক গল্পের বই পড়ে ফেলেছে। বিস্ময় বালিকা লামিসা আহমেদ জানান, দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী পড়ে জানতে পারেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিশোর বয়স থেকে কবিতা লেখতে শুরু করেছিলেন। সেই থেকে ধীরে ধীরে তার কবিতা লেখা শুরু। প্রথমদিকে ভালো না হলেও মায়ের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে একেরপর এক কবিতা লিখে ফেলেছে। ইতিমধ্যে বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় ২০ থেকে ২৫ টি কবিতা লিখেছে। এমনকি 'আলিয়া দি ম্যাজিক স্টোন' নামে ইংরেজি ভাষায় একটি উপন্যাসও লেখতে শুরু করেছে। যা ইতিমধ্যে ৪৫ পাতা লেখা হয়ে গেছে। তিনি আরো জানান, প্রথম দিকে তার ইচ্ছে ছিল বড়ো হয়ে সে একজন চান্সলার হবেন। যখন সে জানতে পারেন চান্সলার হতে গেলে তাকে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হবে তাই তিনি কলেজের প্রিন্সিপাল হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। যদিও বাবার ইচ্ছে তার মেয়ে একজন বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠুক।

বগটুইকাণ্ডের অন্যতম সাক্ষী প্রাণ সংশয়ে ভুগছেন

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ বগটুইকাণ্ডের অন্যতম সাক্ষী প্রাণ সংশয়ে ভুগছেন । তাই নিরাপত্তা চেয়ে বীরভূম জেলার পুলিশ সুপারের কাছে লিখিতভাবে আবেদন জানালেন মিহিলাল শেখ কিছুদিন আগেই বীরভূমের মাড়গ্রামে বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে দুই তৃণমূল কর্মীর। সেখান থেকে বগটুইয়ের দূরত্ব খুব বেশি নয়। মাড়গ্রামের ওই ঘটনাস্থল থেকে বগটুই গ্রামের দূরত্ব মাত্র পাঁচ কিলোমিটার। এমন অবস্থায় ভীষণ ভাবে আতঙ্কে রয়েছেন বগটুইকাণ্ডের অন্যতম সাক্ষী মিহিলাল শেখ । প্রাণ সংশয়ে ভুগছেন তিনি। তাই নিরাপত্তা চেয়ে বীরভূম জেলার পুলিশ সুপারের কাছে লিখিতভাবে আবেদন জানালেন মিহিলাল। কীসের আশঙ্কায় ভুগছেন মিহিলাল? কাদের থেকে ভয় পাচ্ছেন তিনি? সরাসরি কারও নাম উল্লেখ না করলেও, মিহিলাল শেখের দাবি, যারা বগটুইয়ের ঘটনায় জড়িত ছিল, যারা অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়েছিল, তাদের অনেকেই এখন জেলের মধ্যে রয়েছে। সেই জেলবন্দি অভিযুক্তদের আত্মীয়-পরিজনরা তাঁর উপর হামলা করতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বগটুইকাণ্ডের অন্যতম সাক্ষী। মিহিলালের বক্তব্য, তাঁকে মেরে ফেললে অভিযুক্তরা মামলায় সুবিধাজনক অবস্থায় চলে যাবে। হয়ত জামিনও পেয়ে যাবে। মিহিলাল শেখ বলেন , 'যে কোনও সময়ে আমার উপরেও আক্রমণ হতে পারে, যেহেতু আমি রাজসাক্ষী রয়েছি।' যে কোনও সময়ে তাঁকে মেরে ফেলা হতে পারে, এমন আতঙ্কের আভাসও তিনি পাচ্ছেন।' এই অবস্থায় নিজের নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য জেলা পুলিশের সুপারের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন মিহিলাল। সুপারের কাছে লিখিত আবেদনে তাঁর বক্তব্য, তিনি যখন রামপুরহাট থানা এলাকার বাইরে যান, তখন তাঁর সঙ্গে কেবল একজন নিরাপত্তাকর্মী থাকেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে কোনও বন্দুক থাকে না। ফলে তিনি রামপুরহাটের বাইরে জরুরি কাজে যেতে পারছেন না। এমন অবস্থায় সশস্ত্র নিরাপত্তার জন্য আবেদন জানিয়েছেন তিনি। মিহিলালের আশা, পুলিশ প্রশাসন তাঁর এই আবেদনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। মিহিলাল জানালেন, প্রথমদিকে বাড়ির সামনে অনেক পুলিশকর্মী থাকলেও, বর্তমানে বাড়ির সামনে চারজন পুলিশকর্মী মোতায়েন থাকেন।

বালিগঞ্জের ঘটনায় ব্যবসায়ীকে দিল্লিতে তলব করল ইডি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ কয়লা পাচারকাণ্ডের তল্লাশিতে বালিগঞ্জে টাকা উদ্ধারের ঘটনায় দক্ষিণ কলকাতার এক ধাবার মালিককে তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। আগামী বুধবার ১৫ ফেব্রুয়ারি তাঁকে দিল্লির ইডি অফিসে গিয়ে হাজিরা দিতে হবে। সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে বেশ কিছু নথিপত্র। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ কলকাতার ওই ধাবার মালিকের নাম মনজিত সিংহ গ্রেওয়াল ওরফে জিটি ভাই। তিনি কয়লা পাচারের সঙ্গে জড়িত। অভিযোগ, তাঁর মাধ্যমেই কয়লা পাচারের টাকা সরানোর চেষ্টা করতেন কোনও এক 'প্রভাবশালী' রাজনীতিক। বুধবার দিল্লির ইডি অফিসে মনজিতকে নিয়ে যেতে হবে তাঁর পারিবারিক ব্যবসার কাগজপত্র এবং ব্যাঙ্কের নথি। গত বুধবার বালিগঞ্জের একটি বেসরকারি সংস্থার অফিসে রাতভর তল্লাশি চালিয়ে বান্ডিল বান্ডিল নগদ টাকা উদ্ধার করেছিলেন ইডির গোয়েন্দারা। উদ্ধার হওয়া মোট নগদ টাকার পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৪০ লক্ষ। কয়লা পাচারকাণ্ডের তদন্তের সূত্রেই এই বেসরকারি সংস্থাটির খোঁজ মিলেছে বলে দাবি ইডির। ওই সংস্থার মালিক বিক্রম সাকারিয়াকেও ইতিমধ্যে দিল্লিতে তলব করা হয়েছে। ইডি জানায়, তাদের কাছে খবর ছিল, কোনও এক 'প্রভাবশালী' রাজনীতিক কয়লা পাচারের টাকা নয়ছয়ের চেষ্টা করছেন। সেই মতো পাতা হয়েছিল 'ফাঁদ'। তদন্তের সূত্রে উঠে এসেছে মনজিতের নাম। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আরও দাবি, এক মন্ত্রীর 'বেআইনি' টাকাও 'হ্যান্ডল' করতেন জিটি ভাই। ইডি সূত্রে খবর, সালাসার নামে একটি গেস্ট হাউস ৯ কোটি টাকা দিয়ে কেনাবেচা চলছিল বালিগঞ্জের ওই বেসরকারি সংস্থার দফতরে। যদিও ওই সম্পত্তির আসল দাম ১২ কোটি টাকা। কিন্তু চুক্তিপত্রে দেখানো হয়েছিল ৩ কোটি। ইডির দাবি, কয়লা পাচারের টাকা দিয়েই ওই সম্পত্তি কেনা হচ্ছিল। আর এ ভাবে আসলে কালো টাকা সাদা করা হচ্ছিল। সম্পত্তির দামের ৯ কোটি টাকার মধ্যে ১.৪ কোটি টাকা নগদে দেওয়া হয়েছিল। সে সময়ই ফাঁদ পেতে তল্লাশি শুরু করে ইডি। উদ্ধার করে টাকা।

দাদার চাকরিতে বোন মায়ের বদলে পড়াচ্ছেন ছেলে, আজব কাণ্ড জলপাইগুড়ির স্কুলে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ গতকালই এসএসসি-র গ্রুপ ডি-র ১৯১১ জনের চাকরি চলে গিয়েছে আদালতের নির্দেশে। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িয়ে প্রাক্তন শিক্ষমন্ত্রী-সহ বেশ কয়েকজন আধিকারিক এখন জেলে। এরমধ্যেই জলপাইগুড়ি থেকে আরও এক কেলেঙ্কারির খবর সামনে এসে গেল। জেলার বানারহাট ব্লকের গয়েরকাটা এলাকায় এক প্রাইমারি স্কুলে ২ শিক্ষকের বদলে ডিউটি করছেন তাঁদের আত্মীয়রা। এনিয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়। গয়েরকাটা এলাকার 'পূর্ব গয়েরকাটা অ্যাডিশনাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ওই ঘটনা সামনে আসতেই রীতিমত রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। বিতর্কে শিক্ষা দফতরের ভূমিকাও। ওই স্কুলে শিক্ষকের জায়গায় প্রক্সি দিচ্ছেন পরিবারের লোকেরা। বেতন নিয়ে যাদের স্কুলে পড়ানোর কথা তারা থাকেন বাড়িতে! তার জায়গায় প্রক্সি দিচ্ছেন পরিবারের লোকেরা। বড় প্রশ্ন উঠছে শিক্ষা দফতরের ভূমিকা নিয়ে। যেখানে শিক্ষা দফতরের নিয়ম অনুযায়ী একজনের জায়গা আরেকজন প্রক্সি দিতে পারেন না। তাহলে কি করে বছরের পর বছর এভাবে ২ ব্যক্তি দুই শিক্ষকের অনুপস্থিতির সুযোগে প্রক্সি দিচ্ছেন। কোথায় তারা? কি কারণে তাদের অনুপস্থিতির অনুমতি দিল স্কুল কর্তৃপক্ষ। এই ঘটনার অভিযোগে শনিবার দুপুরে স্কুলে সংবাদ মাধ্যম পৌঁছেলে রীতিমত তেড়ে আসেন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। যদিও সংবাদমাধ্যম পিছিয়ে আসেনি সেখান থেকে। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ধূপগুড়ি ওয়েস্ট সার্কেলের এসআই রাজদীপ সরকার।

আদিবাসী সংগঠনের অবরোধে পুরুলিয়া-সহ ৩ জেলায় থমকে গেল ট্রেন, ভোগান্তিতে যাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ আদিবাসী সংগঠনের অবরোধের জেরে পুরুলিয়া-সহ পশ্চিমবঙ্গের ৩ জেলায় থমকে গেল ট্রেন পরিষেবা। বাকি দু''টি জেলা হল পশ্চিম মেদিনীপুর ও মালদা। শনিবার দক্ষিণ-পূর্ব রেলের খড়্গপুর-টাটানগর শাখায় খেমাশুলি স্টেশনের কাছে অবরোধ করে আদিবাসীদের সামাজিক সংগঠন 'আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান'। মালদহ এবং পুরুলিয়া জেলাতেও এই আন্দোলনের প্রভাব পড়েছে। আদিনা রেল স্টেশনে শুরু হয় রেল রোকো কর্মসূচি । এর ফলে বিভিন্ন স্টেশনে আটকে পড়েছে একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন। ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে যাত্রীদের। সারনা ধর্মের কোড চালু-সহ একগুচ্ছ দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, অসম মোট পাঁচ রাজ্যে অনির্দিষ্টকাল বনধের ডাক দিয়েছে 'আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান'। সেই মতো শনিবার সকাল থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরের খেমাশুলির কাছে রেলপথ অবরোধ করে ওই আদিবাসী সংগঠন। রেলপথের পাশাপাশি, কলকাতা-মুম্বই ৬ নম্বর জাতীয় সড়কেও অবরোধ চলছে। রেলের খড়্গপুর ডিভিশনে ইতিমধ্যেই টাটানগর স্টিল এক্সপ্রেস, টাটানগর প্যাসেঞ্জার, খড়্গপুর প্যাসেঞ্জার, টিটলাগড় ইস্পাত এক্সপ্রেস-সহ একাধিক ট্রেন বাতিল করেছে।

ইডি, সিবিআইকে জলপাইগুড়িতে আসার অনুরোধ বিজেপির জেলা সভাপতির

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ জেলা যুব তৃণমূল নেতার স্ত্রী সহ জেলায় অন্যান্য নেতাদের মেয়ে, ভাইপো, ভাইজি, শালক সহ একাধিক গ্রুপ ডি কর্মীর চাকরি বাতিল, ইডি, সিবিআইকে জলপাইগুড়িতে তদন্তে আসার অনুরোধ বিজেপি জেলা সভাপতির। তৃণমূল নেতার সহধর্মিণী সহ যাদের আদালতের নির্দেশে চাকরি গেলো, এবার তাদের বাড়ির সামনে ধর্ণা দিক টাকা দিয়ে চাকরি নেওয়া প্রার্থীরা। ইডি, সিবিআই, জলপাইগুড়িতেও তদন্ত করলে তৃণমূলের বহু রাঘববোয়াল জালে আটকাবে। সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই দাবি করলেন বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী। শনিবার জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপি কার্যালয়ে এমনটাই মন্তব্য করেন বাপি বাবু। যদিও এবিষয়ে জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক রাজেশ কুমার সিং জানান বিষয়টি সম্পূর্ণ আদালতে বিচারাধীন তাই এ বিষয়ে কোনো রকম মন্তব্য করা ঠিক হবে না।

আদিবাসীদের রেল অবরোধে জৌগ্রামে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ আদিবাসী সংগঠনের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সহ পাঁচ রাজ্যে রেল অবরোধ কর্মসূচী পালন হল শনিবার। এদিন জামালপুরের জৌগ্রামে রেল অবরোধের ফলে কিছুক্ষনের জন্য স্তব্ধ হয়ে পরে হাওড়া- বর্ধমান শাখার সমস্ত ট্রেন। পরে রেল পুলিশের সহায়তায় অবরোধ উঠে যায়। আদিবাসী সমাজের প্রধান দাবী, তাদের সারনা ধর্মের ভগবান মারাংবুরু স্থান ঝাড়খণ্ডের গিরিডির পরেশনাথ পাহাড় জৈন ধর্মী অবলম্বিরা দখল করে নিয়েছে, এই দেবত্ব স্থান অবিলম্বে জৈনদের কবল থেকে মুক্ত করতে হবে। পাশাপাশি দেশের সমস্ত পাহাড়-পর্বত আদিবাসীদের হস্তান্তর করাতে হবে, এবং আদিবাসীদের সাঁওতালি ভাষাকে ঝাড়খন্ড রাজ্যে প্রথম রাজ ভাষা হিসাবে মর্যাদা দেওয়া সহ ৬ দফা দাবিতে শনিবার সকাল হাওড়া-বর্ধমান লাইনে রেল অবরোধ কর্মসূচী পালন করে। এদিন সকাল ৮.৩০ মিনিট থেকে ৯ টা পর্যন্ত চলে অবরোধ। এর জেরে জৌগ্রাম স্টেশনে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য আরপিএফ, জিআরপি এবং জামালপুর থানার প্রচুর পুলিশ বাহিনী উপস্থিত ছিল জৌগ্রাম স্টেশনে।

মা উড়ালপুলে দুর্ঘটনা, আহত ২

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ মা উড়ালপুলে আবার দুর্ঘটনা। রাস্তায় অ্যাপ বাইক উলটে আহত হলেন চালক ও যাত্রী। শনিবার সকালে পার্ক সার্কাসের দিক থেকে সায়েন্স সিটির দিকে যাচ্ছিল বাইকটি। পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। দুর্ঘটনায় আহত ২ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, শনিবার সকাল সোয়া ৯টা নাগাদ পার্ক সার্কাসের দিক থেকে সায়েন্স সিটির দিকে আসছিল এই অ্যাপ বাইক। আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায় বাইকটি। ঘটনায় জখম হয়েছেন বাইক চালক এবং আরোহী। আহত অবস্থায় দু'জনকেই উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে ট্রাফিকের দায়িত্বে থাকা পুলিশ কর্মীরা। কী ভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কথা বলা হচ্ছে প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গেও।

চাকুর আঘাতে বর্ধমানে আহত ৩

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের রাজিপুর গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে মারপিটের ঘটনায় চাকুর আঘাতে আহত হলেন তিন ব্যক্তি। আহতদের নাম শেখ নুর মোহাম্মদ, শেখ নাজমুল হাসান, শেখ নাজির হাসান। স্থানীয় মানুষজন ও ভাতার থানার পুলিশ তাদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে ব্লক হসপিটালে সেখানে দুজনার অবস্থার অবনতি করলে তাদের পাঠানো হয় বর্ধমান মেডিকেল কলেজে। শেখ নূর মোহাম্মদের স্ত্রী আজমিরা বেগম জানান যে, তার দাদা ও ভাইপো ব্যাপক মারধর করে এবং চাকু নিয়ে একাধিক জায়গায় কোপ মারে। তাদের নাম শেখ ইয়ার মোহাম্মদ, শেখ রাহুল ও শেখ বাদশা। পুলিশ জানিয়েছে যে লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এই ঘটনায় এদিন রাজিপুর গ্রামে ব্যাপক উত্তেজনা।

অমর্ত্য সেনকে কদর্য ইঙ্গিত শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, ময়ূরেশ্বর, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ শনিবার বিকেলে বীরভূমের ময়ূরেশ্বর থানার কোটাসুরে প্রকাশ্য সভার পর সাংবাদিক বৈঠকে, অমর্ত্য সেনকে কদর্য ইঙ্গিত করলো শুভেন্দু। এক প্রশ্নের উত্তরে অমর্ত্য সেন প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, উনি ভালো মানুষ। শিক্ষিত মানুষ। বাইরে থাকেন। বাইরে থাকুন। লকডাউনের সময় উনাকে তো কাউকে পাঁচ কেজি চাল দান করতে দেখে নি। তারপরই ধিক্কার ওঠে সব মহলে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক গীতিকণ্ঠ মজুমদার বলেন, অমর্ত্য সেনের মতো মানুষের সামাজিক অবদানের কথা বুঝতে যোগ্যতা লাগে। তৃণমূল আহ্বায়ক মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, শুভেন্দু অধিকারী যে ভাষায় অমর্ত্য সেনের মতো বাংলা তথা বিশ্বের গর্বকে আক্রমণ করেছেন তার নিন্দার ভাষা নেই। ধিক্কার জানাই। ওদের কালচার ওই রকমই। আগেও ওদের রাজ্য সভাপতি এমন অনেক কুকথা বলেছেন। এদিন বোলপুর দলীয় কার্যালয়ে বৈঠক ছিল। সেখানে মলয় মুখোপাধ্যায়, কাজল সেখ, সৈয়দ সিরাজ জিম্মি সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। জানা গেছে, কোনো ঠিকাদারকে দলের প্রথম সারিতে রাখা যাবে না, এমন কথাও উঠেছে আলোচনা প্রসঙ্গে। কোটাসুরে পাল্টা তৃণমূল সভা এবং কোর কমিটির বৈঠক ডাকা নিয়ে আলোচনা হয়।

Office of the Kantbari Gram Panchayat
Vill: Agrada Purusottampur, PO: Agarda, Dist: Bankura(WB)
Block: Onda, PS: Onda

Kantabari Gram Panchayat has invited Four (04) Nos of NIeT on 10/02/2023 Vide NIeT No: 06/2022- 23 (2 nd Call) 15 th FC Untied/ KGP, 07/2022-23 (2 nd Call) 15 th FC Untied/KGP, 10/2022-2023 15 th FC-Tied/KGP & 11/2022-23 15 th FC Untied/KGP Scheduled to be open on 23/02/2023 and last date of Submission is on 20/02/2023 (up to 6 P.M). For more details please visit on:- https://wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Kantabari Gram Panchayat

NTC
ntc industries limited
CIN : L70109WB1991PLC053562
Regd. Office: 149, B.T. Road, Kamarhati, Kolkata - 700058

EXTRACT OF STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE AND CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2022

(Rs. in Lacs)

Particulars	STANDALONE					
	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
	31.12.2022 Un-Audited	30.09.2022 Un-Audited	31.12.2021 Un-Audited	31.12.2022 Un-Audited	31.12.2021 Un-Audited	31.03.2022 Audited
Total income from operations (net)	836.17	1733.09	825.10	3809.15	2257.25	3015.88
Net Profit/loss for the period (before Tax, Exceptional and/or Extra-ordinary items)	(63.54)	239.19	245.47	342.73	510.60	549.50
Net Profit/loss for the period (before Tax, after Exceptional and/or Extra-ordinary items)	(63.54)	239.19	245.47	342.73	510.60	549.50
Net Profit/loss for the period (after Tax, after Exceptional and/or Extra-ordinary items)	(39.08)	183.52	198.06	285.36	410.24	444.28
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)	35.26	266.05	135.69	374.82	646.49	711.70
Earnings Per Equity Share (par value of Rs. 10 each) Basic:	(0.33)	1.54	1.66	2.39	3.43	3.72
Diluted:	(0.33)	1.54	1.66	2.39	3.43	3.72

Particulars	CONSOLIDATED					
	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
	31.12.2022 Un-Audited	30.09.2022 Un-Audited	31.12.2021 Un-Audited	31.12.2022 Un-Audited	31.12.2021 Un-Audited	31.03.2022 Audited
Total income from operations (net)	1,073.51	1,965.00	1,037.76	4,496.87	2,894.55	3896.53
Net Profit/loss for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extra-ordinary items)	98.30	386.13	400.28	804.16	956.93	1158.41
Net Profit/loss for the period (before Tax, after Exceptional and/or Extra-ordinary items)	98.30	386.13	400.28	804.16	956.93	1158.41
Net Profit/loss for the period (after Tax, after Exceptional and/or Extra-ordinary items)	122.76	330.46	242.87	746.79	746.57	901.19
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)	197.10	412.99	180.50	836.25	982.82	1168.61
Earnings Per Equity Share (par value of Rs. 10 each) Basic:	1.03	2.77	2.03	6.25	6.25	7.55
Diluted:	1.03	2.77	2.03	6.25	6.25	7.55

Note:
1. The above Un audited financial results have been duly reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 10th February, 2023.
2. The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2016. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com/www.cse-india.com) and on the company website (www.ntcind.com)

For and on behalf of the Board
sd/-
Priyawart Jariwala
Managing Director
DIN: 09148113

Place: Kolkata
Date : 10th February, 2023

কৌশলগত মন্থর ব্যাটিং করে মধ্যপ্রদেশকে ম্যাচের বাইরে করে দিল বাংলা

ইন্দোর, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ একেই বলে মধুর প্রতিশোধ। গত বার রঞ্জি ট্রফির সেমিফাইনালে মধ্যপ্রদেশের কাছে হেরে গিয়েছিল বাংলা। চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের দল গত বারের রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন। সেই মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে সুদে আসলে

হিসেব চুকিয়ে নিল বাংলা। গত বারের সেমিফাইনাল হারের বদলা। প্রথম ইনিংসে ২৬৮ রানের লিড থাকা সত্ত্বেও মধ্যপ্রদেশ ফলো অন করায়নি মনোজরা। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে লিডটাকে আরও বাড়িয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। বাংলাকে যে লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার শুরুটা করেন অনুষ্টুপ মজুমদার। সেই লক্ষ্যটাকে পাহাড় প্রমাণ রানের জায়গায় নিয়ে যান প্রদীপ্ত প্রামাণিক। বাংলাকে চারশো থেকে সাড়ে চারশোর মধ্যে বেঁধে ফেলতে চেয়েছিল মধ্যপ্রদেশ। আবেশ খান, সারাংশ জৈনদের সে ইচ্ছাকে মাটি করে দিলেন অনুষ্টুপ আর প্রদীপ্ত। প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরির পর দ্বিতীয় ইনিংসেও সেঞ্চুরির কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন অনুষ্টুপ মজুমদার। জঘন্য আম্পায়ারিংয়ের শিকার বাংলার নির্ভরযোগ্য মিডল অর্ডার ব্যাটার। কুমার কার্তিকেয়ার বল ব্যাটে লাগা সত্ত্বেও অনুষ্টুপকে এলবিডব্লু আউট দিলেন আম্পায়ার অনিল চৌধুরী। শাহবাজ কিছুটা লড়াই চালালেও তিনি প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। বাংলার স্কোরবোর্ডকে পাহাড় প্রমাণ জায়গায় নিয়ে যান প্রদীপ্ত প্রামাণিক। কুমার কার্তিকেয়, সারাংশ জৈনদের এক একটা ডেলিভারি মাঠের বাইরে ফেললেন প্রদীপ্ত। বাংলার অলরাউন্ডারের ডাকাবুকো ব্যাটিংই ফাইনালের পথকে সুদৃঢ় করে তুলল। দিনের শেষে বাংলার স্কোর ৯ উইকেটে ২৭৯। ২২৩ রানে ৯ উইকেট পড়ে গেলেও বাংলাকে অল আউটই করতে পারল না মধ্যপ্রদেশ। শেষ উইকেট জুটিতে উঠল ৫৬ রান। ৬০ রানে ক্রিজে থাকলেন প্রদীপ্ত প্রামাণিক। ইনিংস সাজানো ৫টা ছয় আর ৩টে চারে। উল্টো প্রান্তে ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাটিং করে গেলেন ঈশান পোড়েল। ২২ বলে অপরাজিত থাকলেন ১ রানে। একেবারে ট্যাকটিক্যাল ক্রিকেট। ৫৪৭ রানে এগিয়ে বাংলা। ফাইনালের টিকিট কার্যত নিশ্চিত। পরিস্থিতি যে দিকে এগোচ্ছে, তাতে হয়তো ফাইনাল হতে পারে বাংলা বনাম সৌরাষ্ট্রের মধ্যে। খেলা হতে পারে ইডেন গার্ডেন্সে। ২ বছর আগের বদলা নেওয়ার সুযোগ ফিরে আসছে অনুষ্টুপদের কাছে।

ইনিংসে হার অস্ট্রেলিয়ার

অশ্বিনের ৫ উইকেট • ম্যাচ সেরা রবীন্দ্র জাদেজা

নাগপুর, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ সিরিজ শুরু আগে অনেক পড়াশোনা। মেধাবী ছাত্রদের মতো দিন-রাত পড়াশোনা করেছে তারা। প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার বদলে, নিজেদের মতো সিলেবাস তৈরি করে প্রস্তুতি সেরেছে। বেঙ্গালুরুতে অশ্বিন-জাডেজার স্টাইলে বোলিং করতে পারেন এমন দু-জনের বিরুদ্ধে অনুশীলন করেছেন। কিন্তু মাঠে নেমে নেমে কোনও পরীক্ষাতেই পেরে উঠল না অজিরা। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির প্রথম ম্যাচে ভারত ১৩২ রান ও ইনিংসের বিশাল ব্যবধানে জয় তুলে নিল। আসল নকলের যে বিস্তর ফারাক, খুব ভালো ভাবেই টের পেয়েছে অজি শিবির। প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৭৭ রানেই অলআউট অস্ট্রেলিয়া। টসে জিতে ব্যাটিং নিয়েছিল তারা। ভারতীয় বোলিং আক্রমণে তিন স্পিনার। তাঁদে মধ্যে অশ্বিনকে নিয়ে বেশি আতঙ্কিত ছিল অজি শিবির। প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৭৭ রানেই অলআউট অস্ট্রেলিয়া। রবীন্দ্র জাডেজা ৫ উইকেট নেন। তবে বল যত না স্পিন করেছে, আতঙ্কেই উইকেট খুঁইয়েছে অজি ব্যাটাররা। জাডেজা ৫ ও অশ্বিন ৩ উইকেট নেন। প্রথম ইনিংসে মন্দের ভালো মার্নাস লাবুশেন। ৪৯ রান করেন তিনি। স্টিভ স্মিথ করেন

৩৭ রান। শেষ দিকে কাউন্টার অ্যাটাকে অ্যালেক্স ক্যারির অবদান ৩৬। জবাবে রোহিত শর্মার শতরানে ভারত অ্যাডভান্টেজ ছিল। লোয়ার অর্ডারে পার্থক্য গড়ে দেন রবীন্দ্র জাডেজা ও অক্ষর প্যাটেল। জাডেজা ৭০ এবং অক্ষর প্যাটেল ৮৪ রান করেন। সঙ্গীর অভাবে শতরান থেকে বঞ্চিত হন অক্ষর। তবে বিনোদন এবং কার্যকরী ইনিংস খেলেন মহম্মদ সামি। ৪৭ বলে ৩৭ রান। এর মধ্যে ২টি বাউন্ডারিএবং ৩টি ওভার বাউন্ডারি মারেন। অস্ট্রেলিয়ার টসে জিতে ব্যাটিং নেওয়ার পিছনে কারণ ছিল, ভারতকে চতুর্থ ইনিংসে কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলা। কিন্তু সেই সুযোগই দিলেন না অশ্বিনরা। ২২৩ রানের লিড ছিল ভারতের কাছে। এটুকু রান নিয়েও অস্ট্রেলিয়াকে ইনিংসে হারানো যায়, দেখিয়ে দিল ভারত। বোলিং ওপেন করেন সামি ও অশ্বিন। নিজের প্রথম ওভারেই উসমান খোয়াজাকে ফেরান অশ্বিন। ভারতের মাটিতে টেস্ট অভিষেক হতাশার হল খোয়াজার। এর আগে ২০১৩ ও ২০১৭ সালে ভারত সফরে এলেও টেস্ট খেলার সুযোগ হয়নি উসমান খোয়াজার। নাগপুরে দু ইনিংসে তাঁর অবদান যথাক্রমে ১, ৫। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস স্থায়ী হল মাত্র ৩২.৩ ওভার। ৯১ রানেই অলআউট। রবিচন্দ্রন অশ্বিন ৫ উইকেট নেন। জাডেজা নেন ২ উইকেট। অক্ষর প্যাটেলের ঝুলিতে ১ উইকেট। শেষ স্পেলে নাথান লিয়ঁ ও স্কট বোল্যান্ডকে ফিরিয়ে ইনিংস ইতি করেন মহম্মদ সামি। অজিদের হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে সর্বাধিক রান স্টিভ স্মিথের। ২৫ রানে অপরাজিত থাকেন প্রাক্তন অজি অধিনায়ক। দু' ইনিংস মিলিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ১৬ উইকেটই ভারতীয় স্পিনারদের ঝুলিতে। ভারত সফরে অস্ট্রেলিয়ার এখন মনোবিদ প্রয়োজন কী না, সেটা নিয়েও ভাবনা চিন্তা হতে পারে!

মেয়েদের আইপিএলের নিলামে হাতুড়ি হাতে মহিলা সঞ্চালক!

মুম্বই, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ হিউ এডমিডেস, রিচার্ড ম্যাডলি বা চারু শর্মা নন। প্রথম মহিলা আইপিএলের নিলামে হাতুড়ি হাতে সঞ্চালনায় থাকবেন এক মহিলা। হ্যাঁ, এমনই অভিনব পদক্ষেপ নিয়েছে বিসিসিআই। মেয়েদের উদ্বোধনী আইপিএলকে যতটা সম্ভব আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে বিসিসিআই। রেকর্ড অর্থে বিক্রি হয়েছে সম্প্রচার সত্ত্ব। রেকর্ড অর্থের বিনিময়ে পাঁচ শহরে পাঁচটি দল কেনা হয়েছে। এ বার নিলামেও থাকছে চমক। পুরুষদের আইপিএলের নিলামের মঞ্চে হিউ এডমিডেসকে দেখে এসেছেন ক্রিকেট সমর্থকরা। তিনি অসুস্থ

হয়ে পড়ায় কোনও প্রস্তুতি ছাড়াই সুষ্ঠভাবে নিলাম করে চমকে দিয়েছিলেন চারু শর্মা। মহিলাদের ক্ষেত্রে পুরোপুরি বদলে যাবে দৃশ্য। হরমনপ্রীত কৌর, স্মৃতি মান্ধানা, এলিস পেরিদের আইপিএল নিলামের জন্য বিসিসিআই কাকে বেছে নিয়েছেন? ২০২৩ মহিলা আইপিএলের নিলামের নিয়ম অনুযায়ী, ৫টি ফ্র্যাঞ্চাইজিকে মহিলা অকশনার নিয়োগ করার কথা জানিয়েছে বিসিসিআই। ভারতের ক্রিকেট বোর্ড নিলামের গুরুদায়িত্ব তুলে দিয়েছে মল্লিকা আডবানিকে। কে এই মল্লিকা আডবানি? মুম্বই নিবাসী মল্লিকা হলে মডার্ন অ্যান্ড কনটেম্পোরারি ইন্ডিয়ান আর্টের কনসালট্যান্ট। একইসঙ্গে আর্ট ইন্ডিয়া কনসালট্যান্ট ফার্মের পার্টনার। আগামী সোমবার অর্থাৎ ১৩ ফেব্রুয়ারি মেয়েদের আইপিএলের নিলাম। যেখানে সবার নজর থাকবে মল্লিকার উপর।

চোটে জেরবার বাগান, নকআউটে কি পৌঁছতে পারবে ফেরান্দোর টিম?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ আইএসএলের চলতি মরসুমে বেশ কিছুটা চাপে রয়েছে হুয়ান ফেরান্দোর এটিকে মোহনবাগান। বৃহস্পতিবার জামশেদপুরের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করার পর লিগ তালিকায় ৬ নম্বরে থাকা নিয়ে খানিকটা হলেও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। বা বলা যেতে পারে, নকআউট পর্যায়ে পৌঁছানো নিয়েও চাপে পড়ে গিয়েছে মোহনবাগান। আগামী তিনটে ম্যাচ জিততে না পারলে এই দুটোর কোনওটাই পূরণ হবে না সবুজ মেরুন শিবিরের। এর মধ্যেই দলের মুখ্য ফুটবলারদের বারবার চোটের কবলে পড়া সমস্যায় ফেলেছে টিমকে। এখান থেকে কি ঘুরে দাঁড়াবে বাগান? ফেরান্দোর টিম কি নকআউটে পা রাখতে পারবে? মোহনবাগানের দুই নির্ভরযোগ্য ফুটবলার হুগো বোমাস ও কার্ল ম্যাকহিউ চোটের কারণে মাঠের বাইরে। অন্য দিকে আবার বাকি ফুটবলাররাও সে ভাবে নিজেদের মেলে ধরতে পারছেন না। এটিকের আর এক তারকা ফুটবলার লিস্টন কোলাসোও টুর্নামেন্টের এই পর্যায়ে টিমকে ভরসা দিতে পারছেন না। জামশেদ নাসিরির ছেলে কিয়ান নাসিরিও তেমন ভাবে সফল নয়। পেত্রাতস গোলের সুযোগ তৈরি করলেও সহযোগী হিসেবে পাশে কাউকে পাচ্ছেন না। তাই স্বাভাবিক ভাবেই দলের জয়সূচক গোল আসছে না। সাংবাদিক বৈঠকে কোচ হুয়ান ফেরান্দো দলের ছেলেদের প্রসংশা করে বলেন, তাঁদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য যা উচিত, তা করা হবে। স্প্যানিশ কোচের কথায়, ''এর আগেও কঠিন পরিস্থিতিতে আমাদের ছেলেরা ঘুরে দাঁড়িয়ে ভালো ফলাফল করেছে। সবাই দলের পাশে দাঁড়ালে

নিজেদের ভুল শুধরে পরের ম্যাচে নামতে পারবে।'' কোচ ফেরান্দো মনে করছেন, ''জুলাই মাসে প্রাক মরসুম শুরু করার জন্য হযতো ছেলেরা কিছুটা ক্লান্ত। তবে এই সময়টা হল নিজেদের চারিত্রিক ও মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দেওয়ার। প্রমাণ করার যে, আমরাও পারি।'' পরের ম্যাচে এটিকে মোহনবাগানের প্রতিপক্ষ হাদরাবাদ এফসি। এই ম্যাচ যে সহজ হবে না, তা নিশ্চিত। তবু মোহনবাগান কোচ তাঁর দলবল নিয়ে তিন পয়েন্টের জন্যই ঝাঁপাতে চাইছেন। পরের ম্যাচগুলো থেকে পুরো পয়েন্ট নিয়ে নকআউটে নিজেদের জায়গা পাকা করাই হবে হুয়ান ফেরান্দোর এটিকে মোহনবাগানের মূলমন্ত্র।

ধর্ষণে অভিযুক্ত প্রাক্তন অধিনায়ককে দলে ফেরাল নেপাল

কাঠমাণ্ডু, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ নেপালের জাতীয় দলে ফেরানো হল ধর্ষণে অভিযুক্ত ক্রিকেটার সন্দীপ লামিছানেকে। ওয়ার্ল্ড কাপ লিগের দু'টি ত্রিদেশীয় সিরিজের জন্য জাতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ককে দলে ফেরাল নেপাল। এখন জামিনে মুক্ত রয়েছেন আইলিএল খেলা নেপালের একমাত্র ক্রিকেটার। আগামী ১৪ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি ঘরের মাঠে নামিবিয়া এবং স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলবে নেপাল। সেই প্রতিযোগিতার জন্য ঘাষিত দলে ২২ বছরের ক্রিকেটারকে রেখেছে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ নেপাল। ফেব্রুয়ারির শুরুতেই দেশের তারকা লেগ স্পিনারের উপর থেকে নির্বাসনের শাস্তি প্রত্যাহার করে নিয়েছিল নেপালের ক্রিকেট সংস্থা।

পাকিস্তান ম্যাচের আগে বিরাট ধাক্কা, ছিটকে গেলেন ভারতের ব্যাটার

জোহানেসবার্গ, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ আইসিসি মহিলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৩ এবার দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই টুর্নামেন্টে টিম ইন্ডিয়া প্রথম ম্যাচ খেলতে চলেছে ১২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। বড় ম্যাচের আগেই অবশ্য বড় ধাক্কা খেয়েছে টিম ইন্ডিয়া। ভারতীয় দলের তারকা ক্রিকেটার স্মৃতি মান্ধানা হয়তো পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে পারবেন না! এখন প্রশ্ন হল, এত বড় ধাক্কা কি সামলাতে পারবে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল! আঙুলের চোটের কারণে মাঠের বাইরে সহ-অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা। ওয়ার্ম-আপ ম্যাচের সময় মান্ধানা চোট পান। কিন্তু টিম ম্যানেজমেন্ট আশা করেছিল, ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচের আগে

তিনি সেরে উঠবেন। পিটিআই জানিয়েছে, স্মৃতি মান্ধানার পক্ষে পাকিস্তান ম্যাচে খেলা কঠিন। আইসিসির একটি সূত্র পিটিআইকে জানিয়েছে, 'প্র্যাকটিস ম্যাচের সময় তিনি চোট পেয়েছিলেন। বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাবেন কি না সেটা এখনই বলা মুশকিল। তবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচে খেলতে পারবেন না তিনি।' ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে আইসিসি টি-টোয়েন্টি মহিলা বিশ্বকাপ। এই টুর্নামেন্টে ভারত ও পাকিস্তান একই গ্রুপে রয়েছে। বি গ্রুপে ভারত-পাকিস্তান ছাড়াও রয়েছে ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে। 'এ' গ্রুপে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, নিউজিল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কা। ১২ ফেব্রুয়ারি হাইভোল্টেজ ম্যাচ খেলবে ভারত ও পাকিস্তান। কেপটাউনের নিউল্যান্ডসে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে শুরু হবে এই ম্যাচ। ১০টি দলের মধ্যে এই টুর্নামেন্টে মোট ২৩টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচটি ২৬ ফেব্রুয়ারি নিউল্যান্ডস, কেপটাউনে অনুষ্ঠিত হবে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ভারতীয় দল জিতেছে। এমন পরিস্থিতিতে সিনিয়র দলের কাছ থেকেও বড় কিছু আশা করে রয়েছেন সমর্থকরা।

ভারতীয় দল। হরমনপ্রীত কৌর (অধিনায়ক), স্মৃতি মান্ধানা, শেফালি ভার্মা, ইয়াস্তিকা ভাটিয়া, রিচা ঘোষ, জেমিমা রদ্রিগেস, হারলিন দেওল, দীপ্তি শর্মা, দেবিকা বৈদ্য, রাধা যাদব, রেণুকা ঠাকুর, অঞ্জলি সরওয়ানি, পূজা বস্ত্রাকার, রাজেশ্বরী শিখা গাইকওয়াড়, শিখা পান্ডে।

ফিফা দ্য বেস্ট-এ মেসি বনাম এমবাপে

কার হাতে উঠবে পুরস্কার?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

পুরস্কারের নাম যখন 'দ্য বেস্ট' তখন সেটি জয়ের দৌড়ে সেরা খেলোয়াড়রা থাকবেন, এতে আর সন্দেহ কিসের? ফিফা দ্য বেস্ট পুরস্কার জয়ের দৌড়ে থাকা প্রথম তিনজনের নাম প্রকাশ করেছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থাটি। এখানেও জোর লড়াই লিওনেল মেসি ও কিলিয়ান এমবাপের। কাতার বিশ্বকাপে ফাইনালে জমে উঠেছিল দুই তারকার লড়াই। এ বার সেরা ফুটবলারের পুরস্কার জয়ের দৌড়েও রয়েছেন মেসি ও এমবাপে। তালিকার প্রথম তিনে এই দুই ফুটবলার ছাড়া রয়েছেন করিম বেঞ্জেমা। চোটের কারণে কাতার বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ মিস করলেও রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে গত মরসুমটা এককথায় অসাধারণ কাটিয়েছেন ফরাসি স্ট্রাইকার। এছাড়া রয়েছে সেরা কোচ, সেরা মহিলা ফুটবলারের মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রথম তিন। বর্ষসেরা গোলের জন্য পুসকাস পুরস্কারের জন্য মনোনীত প্রথম তিনজনের নাম প্রকাশ করেছে ফিফা। তালিকায়

রয়েছেন ব্রাজিলের ফরোয়ার্ড রিচার্লিসন। কাতার বিশ্বকাপে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে বাইসাইকেল কিকে অসাধারণ গোল করে চমকে দিয়েছিলেন রিচার্লি। সেই গোলের জন্য পুসকাস পুরস্কার জিততে পারেন ব্রাজিল তারকা। বাকি দুইজন হলেন পোল্যান্ডের মার্সিন ওলস্কি এবং ফ্রান্সের দিমিত্রি পায়েত। নিজ নিজ ক্লাবের হয়ে গোলের জন্য এই পুরস্কারের দৌড়ে রয়েছেন তাঁরা। সেরা কোচের যে তালিকা পাঠানো হয়েছে, মহিলা ক্যাটেগরিতে রয়েছেন, সোনিয়া বম্পাস্তোর, পিয়া সুন্ধাগে এবং সারিনা উইম্যানের নাম। সোনিয়া ফরাসি ফুটবল ক্লাব অলিম্পিক লায়োনেসের কোচ। বাকি দু-জনই জাতীয় দলের কোচ। পিয়া সুন্ধাগে ব্রাজিল মহিলা ফুটবল দলের এবং সারিনা ইংল্যান্ড ফুটবল দলের কোচ। পুরুষদের ক্যাটেগরিতে হেভিওয়েট লড়াই। অতি পরিচিত মুখ। রয়েছেন কার্লো আন্সেলোত্তি, পেপ গুয়ার্দিওলা এবং লিওনেল স্কালোনি। কার্লো আন্সেলোত্তি স্প্যানিশ জায়ান্ট রিয়াল মাদ্রিদের কোচ। এরপরই রয়েছে পেপ গুয়ার্দিওলার নাম। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব ম্যাঞ্চেস্টার সিটির কোচ তিনি। এদের মধ্যে তুলনামূলক 'নতুন' হলেও এ বার পাল্লা ভারী তৃতীয় নাম লিওনেল স্কালোনির। কাতার বিশ্বকাপে তাঁর কোচিংয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আর্জেন্টিনা। শেষ অবধি কার হাতে উঠবে সেরার পুরস্কার, তার জন্য অপেক্ষা ২৭ ফেব্রুয়ারির। প্যারিসে জমকালো অনুষ্ঠানে হাজির থাকবেন বিশ্ব ফুটবলের বহু তারকাই।

দিল্লির কাছে আটকে শুরুতেই চাপে বাংলা

ভুবনেশ্বর, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ সন্তোষ ট্রফির মূলপর্বের শুরুতেই আটকে গেল বাংলা। দিল্লির সঙ্গে ২-২ গোলে ম্যাচ ড্র বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের দলের। কোয়ালিফাইং রাউন্ডে সব ম্যাচ জিতে মূলপর্বে জায়গা করে নেয় বাংলা। তবে ভুবনেশ্বরে গ্রুপ রাউন্ডের প্রথম ম্যাচেই দিল্লির কাছে আটকে গেলেন সুব্রত মুর্মুরা। বাংলার হয়ে জোড়া গোল করেন নরহরি শ্রেষ্ঠা। তবু তিন পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়তে ব্যর্থ দল। রক্ষণের ভুল আর মিস পাসেই জয় হাতছাড়া বাংলার। ম্যাচের শুরুতেই ৯ মিনিটে নীরজ ভান্ডারির গোলে পিছিয়ে পড়ে বাংলা। প্রথমার্ধে ০-১ পিছিয়ে থেকেই ড্রেসিংরুমে ফেরে বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের দল। দ্বিতীয়ার্ধে কামব্যাক করেও শেষরক্ষা করতে ব্যর্থ। দ্বিতীয়ার্ধের খেলার শুরুতেই গোল করে বাংলাকে সমতায় ফেরান নরহরি শ্রেষ্ঠা। ৬১ মিনিটে দ্বিতীয়

গোল করে ২-১ এগিয়েও দেন নরহরি। তবে ৭২ মিনিটে গোল হজম বাংলার। মধ্যপ্রদেশে কোয়ালিফাইং রাউন্ডে দুরন্ত ফুটবল খেলতে দেখা গিয়েছিল বাংলাকে। নরহরিদের ঘিরে সন্তোষ জয়ের স্বপ্ন দেখা শুরু হয়েছিল। তবে মূলপর্বের শুরুতেই হোঁচট, সেই ভাবনায় আচমকাই বদল আনল। ৭২ মিনিটে দিল্লির গৌরব রাওয়াতের গোলে ৩ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ার স্বপ্নে থাবা বসাল। বাংলার কোচ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য ম্যাচের পর বললেন, ''আমরা গোলের সুযোগ তৈরি করেও কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছি। ফল যা হওয়ার তাই হল। নরহরি সুযোগকে কাজে লাগিয়েছে। দীপক রজক, সুব্রত মুর্মু, সুরজিৎ হাঁসদারা সুযোগ পেয়েও গোল করতে পারেনি। মধ্যপ্রদেশে এই ছেলেরাই জিতিয়েছিল। ভুবনেশ্বরেও ছেলেরা ঠিক ঘুরে দাঁড়াবে। ভুল থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে।'' হারের কারণ হিসেবে বাংলার কোচ ভুবনেশ্বর থেকে বলেন, ''আজ আমরা প্রচুর মিস পাস করেছি। এত মিস পাস করলে ম্যাচ জেতা যায় না। মাঝমাঠের ভুলেই রক্ষণে চাপ বেড়েছে। শেষ পর্যন্ত রক্ষণ চাপ সামলাতে না পারার জন্যই আমরা গোল হজম করেছি। প্রথম ম্যাচে ভুল অবশ্যই আমাদের সতর্ক করল। রক্ষণ আরও সংগঠিত করতে হবে।''

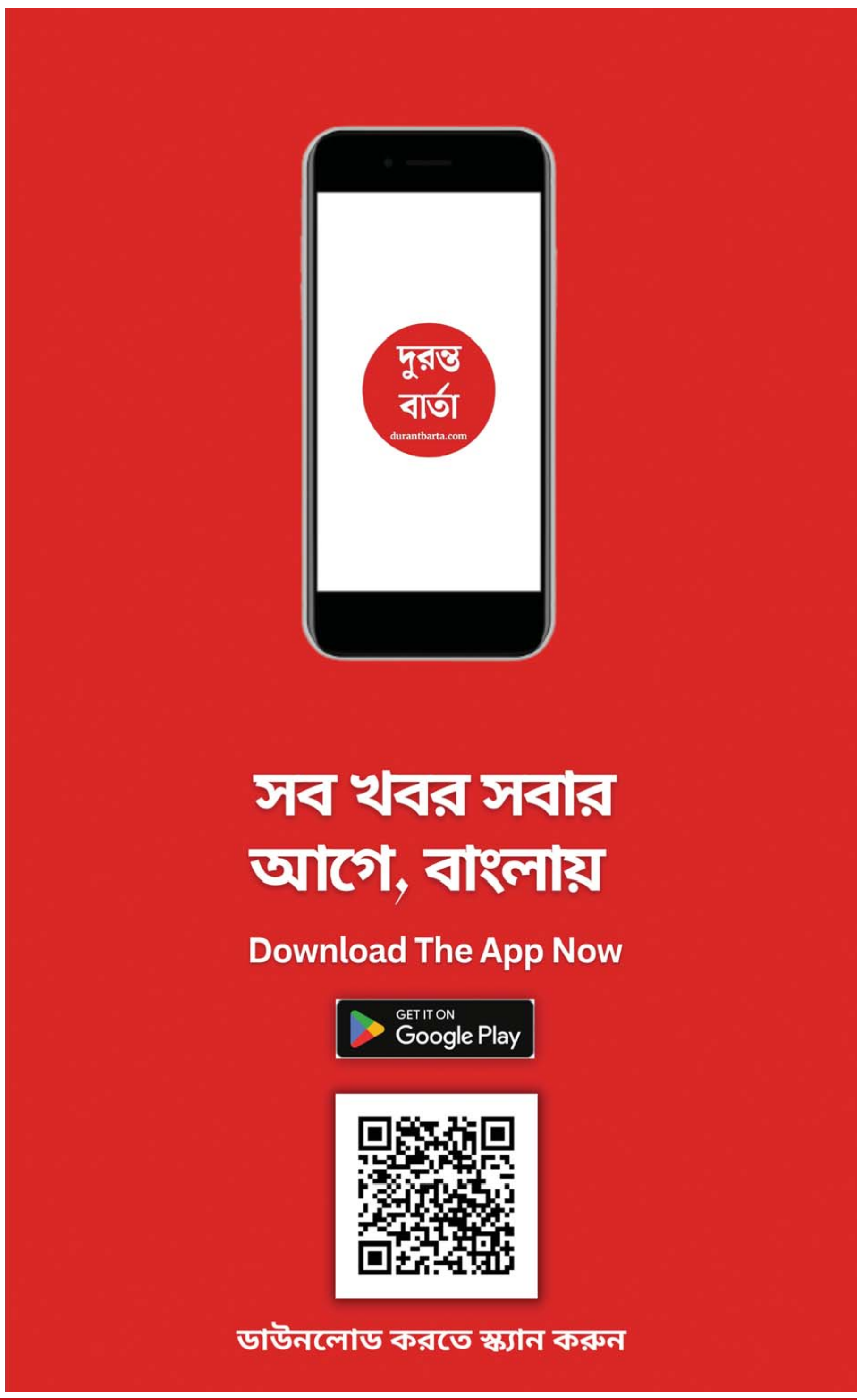

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501